অভিশপ্ত নগরী

সত্যেন সেন

BanglaBook.org

অভিশপ্ত নগরী

সত্যেন সেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুক্তধারা

মুক্তধারা ২২৬৫
প্রকাশক
বিজলী প্রভা সাহা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
২২ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৮
দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ১৯৭১
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
চতুর্থ প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৯
পঞ্চম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ষষ্ঠ প্রকাশ : আগস্ট ২০১৪

প্রচ্ছদ-শিল্পী : হাশেম খান

বর্ণবিন্যাস : জননী কম্পিউটার
৩৮/৩, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

ABHISAPTA NAGARI
[A Novel]
By Satyen Sen
Sixth Edition: August 2014
Cover Design : Hashem Khan
Publisher : B.P.Saha
Muktadhara
[Prop. Puthighar Ltd.]
22 Pyaridas Road, Dhaka-1100, Bangladesh

Price : Taka 200.00

ISBN : 978-984-8857-96-0
E-mail : muktadhara 1971@ Yahoo.com

Distributor in India Puthipatra (Calcutta) Pvt. Ltd.
9 Anthony Bagan Lane, Calcutta-9
Distributor in UK Sangeeta Ltd; 22 Brick Lane, London
Distributor in Canada Bangla Kagoj, Toronto, Canada

চারুদিকে

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক ও বণিক শ্রেণী সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ব বাংলায় শাসন ও শোষণের ষড়যন্ত্র চালিয়ে এসেছে। তাকে উপনিবেশে পরিণত করার ও দাস শিবিরে রূপান্তর করার সকল চেষ্টাই কুচক্রীরা প্রথম থেকে করেছে। বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, ঐতিহ্য-কৃষ্টি, সাংবাদিকতা ও চলচ্চিত্রের বিকাশ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, সামাজিক আদর্শ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি—এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্টীম রোলার চালিয়ে তাকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছে। এ অত্যাচার বাঙ্গালী কি নীরবে সহ্য করেছে? তারা কি মুখ বুজে শুধু মার খেয়েছে? এক কথায় এর উত্তর, 'না'। বাঙ্গালীর প্রতিরোধের প্রমাণ মিলবে, (ক) ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ছাত্রসমাজ-কর্তৃক মোহাম্মদ আলী জিন্নার বিরোধিতায়, (খ) ১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে বরকত, সালাম, রফিক, জব্বারের আত্মদানে, (গ) ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবিতে, (ঘ) ১৯৬১ সালে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের উপস্থিতিতে ঢাকায় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে, (ঙ) ১৯৬৪ সালে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও ছাত্রদের 'বাঙ্গালী রুখিয়া দাঁড়াও' বলে দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে, (চ) ১৯৬৫ সালে আইয়ুব-বিরোধী নির্বাচনী প্রচেষ্টায়, (ছ) ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচীতে, (জ) ১৯৬৯ সালে ছাত্রদের ১১-দফা আন্দোলন ও মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জাল ছিন্ন করে আইয়ুব খানকে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করার সর্বাত্মক সংগ্রামে, (ঝ) ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন নির্বাচনী সাফল্যে, (ঞ) ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ হতে ২৫-এ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আহূত ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের অভূতপূর্ব সাফল্যে, (ট) মওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান-কর্তৃক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণায়, (ঠ) ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠায় এবং (ড) পশ্চিমা হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিফৌজের সশস্ত্র যুদ্ধের সফলতায়।

এর একটিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এগুলোর এবং আরও বিভিন্ন ঘটনার পেছনে আছে গত ২৪ বছরের শোষিত-বঞ্চিত ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সরকারী-বেসরকারী কর্মচারী ও আপামর জনতার একটানা আন্দোলন—যা সর্বশেষে রূপ নিয়েছে বর্তমান সশস্ত্র-সংগ্রামে। এই আন্দোলন ও প্রতিরোধের ইতিহাস ও মর্মবাণী বিধৃত হয়েছে পূর্ববাংলার প্রগতিশীল সাহিত্যে।

বাংলাদেশকে জানবার এবং বুঝবার জন্যে তাই একান্ত প্রয়োজন এর সাহিত্যের সঙ্গে একাত্মতার। ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার সমঝোতাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা সাধ্যমত বাংলাদেশের সমস্ত ধরনের প্রগতিশীল লেখা প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

বরেণ্য ঔপন্যাসিক সত্যেন সেনের **'অভিশপ্ত নগরী'** কথা-সাহিত্যের নতুন দিগ্‌দর্শন। বাংলাদেশে বিশেষ সমাদৃত এ গ্রন্থ এ বঙ্গেও নতুন চিন্তার খোরাক জোগাবে।

জুলাই, ১৯৭১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

মুখবন্ধ

জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে "অভিশপ্ত নগরী" উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুতে রয়েছে ইহুদী জাতির পতনের সময়কার তার সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, রাজতন্ত্র এবং সর্বোপরি রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে বিরোধের নিগূঢ় ভাষ্য। ইহুদী জাতি কালের আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে দেশে দেশে সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের মত এক স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলেছে। বস্তুত ইহুদীদের ঐ দ্বৈপায়ন চরিত্র অনুধাবন তাবৎ বাইবেলের নির্যাসকে আত্মস্থ করা থেকেই সম্ভব। উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

অথচ সকলের ক্ষেত্রে ইহুদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আর তারই সমান্তরালভাবে জেরুজালেমের উত্থানপতন—এক কথায় অভিশপ্ত জাতি ও অভিশপ্ত নগরীর মধ্যেকার যোগসূত্রের পুনরুদ্ধার আপামর অভাজন ব্যক্তিদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। শ্রীসত্যেন সেনের "অভিশপ্ত নগরী" সেই অভাব মোচনের জন্য যেন একটা দৃঢ় সংকল্পের স্বাক্ষর। একাধারে রাজনীতিবিদ, সমাজসচেতন কর্মী ও সাহিত্যিকের অসিধার প্রতিভার সমন্বয় তাঁর মধ্যে ঘটেছে। "ইতিহাসের যে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ভেলভেটের জুতো নিচে নামছে আর কাঠের জুতো উপরে উঠছে" সেই ইতিহাস-চেতনা "অভিশপ্ত নগরী"র সূত্রধার।

সকল প্রাচীন ধর্মের মত ইহুদীরাও প্রাচীনত্বের গৌরব ও ধর্মের সনাতন রীতির জন্য গর্বিত। কিন্তু ধর্মের ক্রমবিকাশেরও ইতিহাস রয়েছে। আর তা একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ধর্মীয় বিকাশে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, অধিবাসীদের রীতিনীতি সাশ্রয়ী। একটা উদাহরণই যথেষ্টঃ 'প্রোফেট' হল গ্রীক শব্দ, গ্রীক ওল্ড টেস্টামেন্টে এর ব্যবহার রয়েছে, হিব্রু 'নবী' থেকে এটা নেয়া হয়েছে। হিব্রু ভাষায় নবী শব্দের আদি মানে উন্মাদ অবস্থায় বা আনন্দাতিশয্যবশতঃ ভাবাবেগে বাণী দান। ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে সাধারণত এর ব্যবহার দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মে। নবী শব্দের আদি উৎপত্তির ইতিবৃত্ত অস্পষ্ট। সাধারণত একে সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীজাত ধরা হলেও তা ঠিক নয়। সম্ভবত হিটাইটদের কাছ থেকে এটা নেয়া। সেমিটিক ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যে আরবী ভাষায় 'নাবা' শব্দ দেখতে পাওয়া যায়; তার মানে হলঃ 'ঐশী বাণীর প্রবক্তা।' সম্ভবত প্যালেস্টাইন-সিরীয় ধর্মে এই ঐশী বাণী প্রচারের প্রচলন থেকে স্যামুয়েলের সময় ইহুদীদের মধ্যে এর প্রচলন শুরু হয়। পরবর্তীকালে ইহুদী সমাজে দিব্যোন্মাদ নবীদের বিষয়টি প্রাধান্য পায় ও ইহুদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। দেখা গেছে যে প্যালেস্টাইন ও

BanglaBook.org

সিরীয়দের সংঘর্ষে এই নবীদের বাণী জাতির ভাগ্য নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে। তাদের উত্তেজনাকর বক্তৃতা, উন্মত্তবৎ আচার ব্যবহার দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে সমগ্র সমাজকে। কিন্তু সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে আসুর ও বাবিলশক্তির অভ্যুদয় আর তাদের গতিশীল প্রচণ্ডতা যা তাদের ধর্মবোধেও সংক্রমিত, সেখানে এ ধরনের ঐশী বাণী প্রচারের স্থান ছিল না। অথচ ইহুদী সমাজের দীর্ঘ পতনের যুগে এই ঐশী বাণী সম্বল ছিল বিদেশ বিভূঁয়ে নির্বাসনে। আর ইহুদী সমাজ আশ্চর্যজনকভাবে নিজেকে রক্ষা করেছে প্রতিকূল পরিবেশেও।

স্যামুয়েলের সময় থেকেই ইহুদীদের মধ্যে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়। তার সময়েই প্যালেস্টাইনীদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের চালিত করা হয়, প্রতিষ্ঠা করা হয় রাজতন্ত্রের। "অভিশপ্ত নগরী"র চতুর্থ অধ্যায়ে ইহুদী সমাজে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মিশর থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে জেরুজালেমের মালভূমিতে আগত ইহুদীদের বিবর্তনের ধারায় বহু ওলটপালট হয়ে গেছে। অপরাপর প্রাচীন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মত ইহুদীরাও বহু ঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদে চলে আসে। যিহোবা (<মূল হিব্রু ইয়াহ্ ওয়েহ্) প্রথমে ছিলেন তাদের অগ্নিদেবতা। গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর মত শুধু আশীর্বাদও নয় অভিশাপও বহন করতেন যিহোবা। এজন্য তাকে ধ্বংসের দেবতাও বলা হতো। আবার বারংবার যুদ্ধবিগ্রহ ও নিগ্রহের মধ্য দিয়ে ইহুদীদের চলতে হয়েছে। প্রাচীন ইতিহাসে তারাই বহু ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের রথকে টিকিয়ে রেখেছে রক্ত আর অশ্রুর মূল্যে। আর এজন্য যিহোবা (<মূল হিব্রু ইয়াহ্ওয়েহ্) আবার যুদ্ধের দেবতাও বটে। দেশ থেকে দেশান্তরে বিতাড়িত ইহুদীদের আদি বহু ঈশ্বরবাদী বিশ্বাসে বৈকি দেবতার মত পুরুষ দেবতাদেরই প্রাধান্য ছিল। বৈদিক আর্যদের মত ইহুদীরাও প্রথমে শিকার ও পশুপালন এবং দেশান্তরে গিয়ে স্থানীয় প্রভাবে ও দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় কৃষিজীবী জাতিতে পরিণত হয়।

একটি জাতির পতনের যুগে যে অবক্ষয় লক্ষ করা যায় নবী যেরেমিয়ার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বাণীতে তার হুবহু চিত্র পাওয়া যায়। বাইবেলের 'বুক অব দি প্রোফেট'ঃ যেরেমিয়ার খণ্ডের ভিত্তিতে লিখিত "অভিশপ্ত নগরী" উপন্যাসের ঘটনাকাল। বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার দু' দুবার জেরুজালেম অবরোধ করেন আর ধ্বংস করে মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দেন। নবী যেরেমিয়ার চিত্তে এই দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া গভীর হয়েছে। 'Prophecy had already taught its truths, its last effort was to reveal itself in a life'- the life of Jeremiah. প্রথমাবধি বারংবার বিপর্যস্ত ইহুদীরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত জাতি বলে গর্ববোধ করতো। পরবর্তীকালে ঈসায়া থেকে যেরেমিয়ার সময় পর্যন্ত (খৃঃ পূঃ ৭৪০—৫৮৬) এর রূপান্তর ঘটল, অনুগৃহীতের সাথে যুক্ত হল দায়িত্ববোধ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নবীগণ কখনও বলতেন না যে, 'আমি দেখেছি', 'আমি জানি', তার পরিবর্তে তাঁরা বলতেন, 'ঈশ্বর আমাকে দেখাচ্ছেন।'

ঐতিহাসিকগণ যেরেমিয়ার কাল নির্ধারণ করেছেন খৃঃপূঃ ৬২৬ থেকে খৃঃ পূঃ ৫৮৬ পর্যন্ত। খৃঃ পূঃ ৫৮৬ সালে বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার জেরুজালেম দখল করে

BanglaBook.org

তাকে ধ্বংসপুরীতে পরিণত করেন। জেরুজালেমরাজ যিহোয়াকীমের সময় নেবুকাডনাজার সসৈন্যে শহরের দিকে এগিয়ে আসেন। এ সময়ে যিয়োহাকিম মারা যান। তাঁর পুত্র যিহোয়াকীন সিংহাসনারোহণ করেন। তখন বাবিলরাজ সেনাপতি জেরুজালেম অবরোধ করেন কিন্তু তিন মাস পর অবরোধ তুলে নেন (খৃঃ পূঃ ৫৯৭)। এতে সাহসী হয়ে যিহোয়াকীন ইতিপূর্বে প্রদত্ত আত্মসমর্পণের চরমপত্র উপেক্ষা করেন। এর আগে যিহোয়াকীনের সময় কারসেমিশা (Carchemisha) রণাঙ্গনে বাবিলরাজের ক্যালদীয় সৈন্য মিসরীয় বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে।

জেরুজালেমের মন্দিরের পুরোহিত পশহুর যেরেমিয়ার এক প্রতিদ্বন্দ্বী নবী হানানিয়াকে দাঁড় করান। এর মধ্যে দিয়ে (অভিশপ্ত নগরীঃ ১৩শ অধ্যায়) জেরুজালেমের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চরিত্রকে প্রকট করেছে। নবী ও ধর্মমন্দির এ দু'টো ইহুদী সমাজে পরস্পরের পরিপূরক না হয়ে পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ 'The covenant-relation with God, which is Israel's glory, is broken by disobedience: the law, which is the pride of Israel, merely emphasizes man's inability to fulfil it: the sacrifices of the temple cannot cleanse man's conscience; and the prophet teaching concerning social justice is far too lofty for the nation to understand or to obey.'

আগের কথায় ফিরে আসা যাক। যিহোয়াকীন পরাস্ত ও বন্দী হয়ে বাবিলনে নীত হলেন। যিহোয়াকীমের ভাই যেদেকিয়া (যিহোয়াকীনের পিতৃব্য) বশ্যতা স্বীকার করলেন। কিন্তু তিনি মিসররাজের উপর ভরসা করে বাবিলরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। বাবিলরাজ তাঁকে পরাস্ত করে বন্দী করেন ও হত্যা করেন এবং জনৈক গেদালিয়াকে জেরুজালেমের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই গেদালিয়া "অভিশপ্ত নগরী"র লোকপ্রধান অহিকমের পুত্র। গেদালিয়া অবশ্য জেরুজালেমের রাজবংশের চক্রান্তে ইসমাইলের হস্তে নিহত হন। আমনরাজ বালিস এই চক্রান্তের মূলে ছিলেন। নবী যেরেমিয়ার দূরদৃষ্টি এবং বাবিলে নির্বাসিত ইহুদীদের জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তন না করার জন্য উপদেশ দিয়ে লিখিত পত্র ইহুদীদিগকে সমূহ সর্বনাশ থেকে রক্ষা করেছে, ঘটনাবলীর পরবর্তী ইতিহাস এর সাক্ষ্য।

উপন্যাসে বিদ্যুৎ চকিতের মত হলেও দাস বিদ্রোহের যে চিত্র আঁকা হয়েছে, সমাজের স্তরে স্তরে আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত সূক্ষ্মভাবে সেখানে সমুপস্থিত। বস্তুত ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে জেরুজালেম যে-বিরাট পরিবর্তনের মধ্যে এসে তৎকালে দাঁড়িয়েছিল তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য এখানে লক্ষণীয়। লোকপ্রধান অহিকমের দোদুল্যমানতা একটা যুগের অবসানের পূর্বেকার দ্বিধাজড়িত চেতনার স্বাক্ষর। যিহুদীদের আগমনের পূর্বে উরুশালিম (শান্তিনগরী) নামে অভিহিত এই নগরী খৃঃপূঃ ২৫০০-তে স্থাপিত হয়েছে বলে জানা যায়। "অভিশপ্ত নগরী" জেরুজালেমের পতনের ওপর দাঁড়িয়ে শুধু একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এখানে ইহুদী সমাজের ধারাবাহিক ট্র্যাজেডির পেছনে সমাজের কোন কোন শক্তি কিভাবে কাজ

BanglaBook.org

করেছে; রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব; ধর্মের আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব অন্তঃসারহীনতার বিরুদ্ধে বিবেকের বিদ্রোহ—এখানে যা নবী যেরেমিয়ার প্রত্যাদেশে উচ্চারিত; সংক্ষেপে রাজতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র ও নবী— এই ত্রিমুখী সংঘাত ইহুদী সমাজের বৈশিষ্ট্য—তার নিখুঁত বিশ্লেষণ এখানে সমুপস্থিত।

অপরদিকে বিজেতারা যেরেমিয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর যে-সুযোগ গ্রহণ করেছিল তার প্রতিদান নবী যেরেমিয়াকে দেয়ার জন্য আগ্রহ থেকে ইহুদী চরিত্রের ট্র্যাজেডিকে আরও গভীর করেছে। নবী যেরেমিয়ার বিলাপের মধ্যে (উপন্যাসের শেষ অধ্যায়) এক সংশয় আর দ্বিধার পদধ্বনি শোনা যায়। এর মূলে রয়েছেঃ 'The task entitled for him desparate loneliness, hatred and persecution.. Sufficient torment to a man of shrinking and sensitive temperament. But further he was tortured at times by doubt of his inspiration. Was he but self-deceived of God? এই সংশয় থেকে উত্তরণ ঘটে In his ultimate peace in God and Victory over "Fears without and fighting within." এখানেই আমরা ধর্ম-বিশ্বাসের আধুনিক যুক্তিবাদে উপস্থিত হই।

বাইবেলের চরিত্রগুলোকে উপন্যাসের মানুষের রক্তমাংসের রূপ দেয়া, শোকহীন, হৃদিহীন স্বর্গকে ধরার সুখ-দুঃখের রসে মণ্ডিত করার প্রতিভাই নয়—তার মূল তাৎপর্যকে উদঘাটন করে এ কালের পারানির নৌকায় তুলে দিয়েছেন লেখক। এর পটভূমিতে রয়েছে আকাশের মত বিশাল মানবেতিহাসের আধারে সমাজের ক্রমবিকাশের বহতা নদীর গতিধারা ও তার বৈশিষ্ট্য উদঘাটন।

এই কারণেই এ ধরনের উপন্যাসের ভূমিকা লেখা দুরূহ। এর জন্য দরকার প্রখর ইতিহাস চেতনা ও মানব সমাজের বিবর্তনে বিভিন্ন শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা কোন্ পরিবেশে কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে ও বিলয় প্রাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে তার সম্যক জ্ঞান। এছাড়া এযাবৎ লেখকের প্রকাশিত উপন্যাস, কিংবা উপন্যাসের অন্যান্য পাণ্ডুলিপির মধ্যে বইখানি রচনার প্রসাদগুণে, অথচ প্রাচীন কাহিনীর বর্ণনায় ভাষার গথিক রীতিকে—সর্বত্র সমভাবে নির্বাধ করে দেয়ার সার্থকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ। লেখকের এই ভাষাশৈলীর সাথে হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাসের ভাষারীতি তুলনীয়। লেখকও এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ—অহঙ্কারে আত্মস্ফীত হয়ে নয়—ইতিহাস সচেতন ও মননিষ্ঠ অকপট ভাষণের ফলশ্রুতি হিসেবে। অথচ এর কোনরূপ ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে একান্তই ধৃষ্টতা। এটা বিনয় প্রকাশের কোন চিরাচরিত প্রথা হিসেবে বলছি না। এটা হল আমার স্বীকারোক্তি। কারণ আমি একথা মানি, আমাদের অনবধানতা ও অক্ষমতা অহঙ্কারের মতই বেশি। দীর্ঘকাল ধরে বইটির পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পড়ে ছিল। মনে মনে দুরাশা ছিল এই বইয়ের উপযুক্ত ভূমিকা লেখার জন্য লেখকের উপস্থিতি ঘটবে আমাদের মধ্যে। কিন্তু আরো বহু আশার মত এটাও নিষ্ফলে মাথা কুটে কুটে মরেছে। প্রকাশকের তাগিদ ছিল সাত দিনের মধ্যে ভূমিকা শেষ করার। কিন্তু সাহসে কুলায় নি। নিরুপায় হয়েই শেষ পর্যন্ত বসতে হয়েছে। এর মধ্যে সাত আট

BanglaBook.org

মাস পার হয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সন্তানকে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠি না পেলে মায়ের যে উৎকণ্ঠা—লেখকের সেই উদ্বেগ মাঝে মাঝে পত্রালাপে প্রকাশ পেয়েছে প্রকাশকের কাছে ঃ 'কবে বই বেরুবে'। সুতরাং দেখা গেল আমার ত্রুটি দ্বিবিধ ঃ প্রথমত, ভূমিকার নামে যা লিখেছি তা মুখবন্ধ না হয়ে অনেকেরই মুখবন্ধ রাখার জন্য উপযুক্ত। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়েছি—যদিও পরিত্রাণের আশায়; নিজের অক্ষমতার স্বাক্ষর মুদ্রিতাক্ষরে না দেখার ভীরুতায়।

তাই উপসংহারে একথা সংকোচের সাথেই বলছি, ভূমিকার উদ্দেশ্য যদি ব্যর্থ হয়, তার জন্য আমিই সর্বাংশে দায়ী। লেখকের সাহায্য ও প্রকাশকের ধৈর্যের উপযুক্ত মূল্য আমি দিতে পারি নি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

॥এক॥

ঃ যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, আঃ তুমি কি বিষাক্ত সাপের মত তোমার ওই তীক্ষ্ণ জিহ্বাটাকে একটু বন্ধ রাখতে পার না? তোমার ওই তীব্র ফুৎকারে যে-আগুন তুমি জ্বালিয়ে তুলছ, সে আগুন আর কারু গায়ে লাগবে না, সে আগুনে তোমাকে নিজেকেই জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

ঃ আঃ ব্যভিচারের সন্তান, বিষ্ঠাভোজী শূকরশিশু, আর কত দিন তোমার পরমায়ু? যিহোবার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে, বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘের মধ্য থেকে তাঁর বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে চলেছে। তুমি বধির, তুমি শুনেও শুনতে পাও না। ওই শোন, দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করে প্রভু গর্জন করে উঠেছেন, সিংহের মতই গর্জন করে উঠেছেন— "না না না, আমার ক্ষমার পাত্র নিঃশেষিত হয়েছে, আমি আর ধৈর্য মানব না। আমি আর সহ্য করব না। আমি আমার করুণার দ্বারে দৃঢ় অর্গল দিয়ে দিয়েছি। পাপ, পাপ, পাপ! পাপের পাহাড় জমে উঠেছে। আমি তাকে চূর্ণ করব, ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দেব। সে আঘাতে পর্বত কেঁপে উঠবে, মাটি বিদীর্ণ হয়ে ধূম উদ্‌গিরণ করবে, সমুদ্রের তরঙ্গ লাফিয়ে উঠে আকাশ স্পর্শ করবে, আর পাপের নগরী জেরুজালেম প্রসব বেদনায় ধরালুণ্ঠিত রমণীর মত তীব্র আর্তনাদ করে উঠবে।"

ঃ যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, যিহোবার দিব্য, শোন—

ঃ আঃ ওই-যে রক্তবর্ণ ঘোড়াগুলো ছুটে আসছে বিদ্যুদ্‌বেগে। আরোহীদের উজ্জ্বল বর্মগুলো সূর্যের আলোয় ঝকমক করে উঠছে। তোমাদের পরমায়ুর মত তোমাদের চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি, আমি যেরেমিয়া দেখছি। ঐ, ঐ যে আসছে দুর্ধর্ষ ক্যালদীয়েরা, স্বয়ং প্রভু অগ্রবর্তী হয়ে তাদের চালনা করে নিয়ে আসছেন। আপন সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমাহীন বাহু প্রসারিত।

ঐ আসছে, ওরা আসছে। ওদের হাতের বর্শাগুলো রক্তের গন্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ওদের ঘোড়াগুলো তীক্ষ্ণ হ্রেষা ধ্বনি করে ছুটে আসছে, ওদের খুরের টগবগ শব্দ জেরুজালেমের প্রাচীরের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

শোন জেরুজালেমবাসী পাপের সন্তানগণ। তোমাদের প্রাচীর ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, স্বয়ং যিহোবা ওদের হাতে ধরে নিয়ে আসবেন। তারপর উঃ, হত্যা-হত্যা-হত্যা! চাষীর হাতের ধারালো কাস্তে যেমন করে ফসল কেটে চলে, ওদের হাতের তরোয়ালও তেমনিভাবেই যে-পথ দিয়ে যাবে, সব কিছু সাফ করে নিয়ে যাবে। প্রাচীর মাটির সঙ্গে সমান হয়ে যাবে। ধনীর অট্টালিকা আর দরিদ্রের পর্ণকুটীর কেউ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। শূন্যনগরী রৌদ্রদগ্ধ মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করতে থাকবে।

BanglaBook.org

ঃ থাম, থাম যেরেমিয়া। হায় মূর্খ বন্ধু, আমি কি করে তোমাকে বাঁচাব? দেখছ না পথে কত লোক জমে গিয়েছে। তোমার বজ্র-কণ্ঠের সর্বনাশা বাণী শোনবার জন্য লোকের ভীড় ক্রমেই বেড়ে চলেছে। রাজপ্রাসাদ আর মন্দিরের গুপ্তচরেরা হিংস্র পশুর মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফিরছে। যেরেমিয়া, ভেতরে এসো। ওরা যদি এখন আমাকে তোমার সঙ্গে দেখতে পায়, তাহলে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তোমাকে আমি বাঁচাতে পারব না। হয়তো বা আমাকেও মরতে হবে।

ঃ আঃ ও কি দৃশ্য! দুর্ভিক্ষের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে সারা দেশ। ক্ষুধা, ক্ষুধ্যা, ক্ষুধা! ওই-যে নগ্নদেহ জেরুজালেম-কন্যা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধুঁকছে। শিশুগুলো স্তন টানছে, কিন্তু সেই শুকিয়ে আসা স্তনে এক বিন্দু দুধ নেই। দুরন্ত ক্ষুধায় ওরা সেই স্তনের কোমল মাংসে দাঁত ফুটিয়ে দিচ্ছে। রক্ত! রক্ত! শিশুদের কচি মুখ সেই রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। যিহোবা, যিহোবা, তুমি আমায় কত দেখাবে, আমি-যে আর পারি নে। আমার চোখ জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেল, আমার উদরের অন্ত্র অসহ্য জ্বালায় গলে গলে পড়ছে।

যেরেমিয়া তাঁর প্রিয় ভক্ত রেহুমের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন-দর্শকের মত কি যেন দেখছেন। তাঁর বাণী শোনবার জন্য পথে লোক জমে গেছে। যেরেমিয়ার বিশিষ্ট বন্ধু নগরীর অন্যতম লোকপ্রধান অহিকম পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। যেরেমিয়াকে এ অবস্থায় দেখে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। সর্বনাশ, এ-যে মরিয়া হয়ে মরণের দিকে ছুটে চলেছে। অহিকম তাঁকে থামাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে থামবে!

এ তো শুধু বাণী নয়, এ যেন এক সংগীত তরঙ্গ উঠছে, নামছে, দুলছে, ফুলছে, আর তীব্র আবেগে ভেঙ্গে শতধা বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। যেন পাখির মত পাখার উপর ভর দিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উঠতে উঠতে যিহোবার সিংহাসনের চরণদণ্ড স্পর্শ করছে, আবার নামতে নামতে অস্পষ্ট হয়ে কোন্ অতলে মিলিয়ে যাচ্ছে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় যেরেমিয়ার মুখমণ্ডল বিকৃত। তাঁর অর্ধোন্মাদ দৃষ্টি মুহূর্তে ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠেছে, আবার পর মুহূর্তেই উষ্ণ অশ্রুর প্রবাহ দুই চোখ বেয়ে নেমে আসছে, ঝরে পড়ছে। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল দীর্ঘ কেশ উড়ছে, মুখের উপর এসে পড়ছে। তাঁর মসিনার কাপড় আর ঢিলে আঙরাখা বাতাসে লটপট করছে।

ভীড় বাড়ছে, ক্রমেই বাড়ছে। বৃদ্ধ, যুবা, বালক-বালিকা, পুরুষ-নারী, মুক্ত নাগরিক আর ক্রীতদাস, ইহুদী আর পরজাতীয় লোক রাস্তার উপর কাতারে কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে। যেরেমিয়ার বাণী কিছু বোঝা যায়, কিছু বা দুর্বোধ। শুনলে রোমাঞ্চ জাগে আতঙ্কে, তবু অজগরের উজ্জ্বল চোখের মত তীব্র তার আকর্ষণ। ঘরের মানুষকে পথে আনিয়ে দাঁড় করিয়ে ছাড়ে।

অহিকম যেরেমিয়ার হাত ধরে টানলেন, "যেরেমিয়া, শোন, আমার দিকে একবার তাকাও, আমি তোমার বন্ধু অহিকম।"

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হিস হিস করে উঠলেন যেরেমিয়া। ঃ বন্ধু? এই অভিশপ্ত নগরীতে বন্ধু বলে কোন কথা নেই। এখানে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর শত্রু, শয্যাসঙ্গিনী ব্যভিচারিণী, বন্ধুর দাঁতের গোড়ায় সাপের বিষ, বন্ধুত্বের আলিঙ্গনের সুযোগে ওরা সেই বিষ ঢেলে দেয়।

BanglaBook.org

বাইরে একটা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। শব্দটা ক্রমশই বাড়তে লাগল। উৎকণ্ঠিত অহিকম রাস্তার উপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলেন। তিনজন শান্তিরক্ষক ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছে। তাদের হাতের চাবুক শপাশপ, নামছে ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। ব্যথায়, আতঙ্কে চিৎকার করছে লোকগুলো, আর যে যেদিকে পারে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। একপাল ভেড়ার উপর যেন একদল নেকড়ে এসে হামলা করেছে।

শান্তিরক্ষকদের উচ্চকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেলঃ তোদের মায়ের গর্ভ খসে পড় ক। বেজন্মার দল, এটা কি মন্দির প্রাঙ্গণ? ওখানে সমাবেশ করবার জন্য কে তোদের ঘোষণা জানিয়েছে? এ ভাবে পথে চলাচলের বিঘ্ন করে নগরের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবার দুঃসাহস কে যোগাল তোদের? পিঁপড়ে হয়ে আকাশে পাখি হয়ে উড়বার সাধ হয়েছে যার, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে, ঘনিয়ে এসেছে।

রাস্তার দু'ধারের ঘরের কপাটগুলো দড়াম দড়াম করে বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। যেরেমিয়ার স্বপ্নাবেশ ভেঙ্গে গেল। বিস্ময়ে চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, একি! মানুষগুলো এমন করে ছুটছে কেন? উৎসব দিনের বলির পশুর মত কে ওদের অমন করে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে?

চুপ, একটি কথাও নয়, অহিকম তাঁকে জোর করে রেহুমের ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল, কাছে, আরও কাছে। শেষকালে ওই বাড়ির মুখোমুখি এসে শব্দটা একেবারেই থেমে গেল। ঘরের ভেতর থেকে উঁকি মেরে অহিকম দেখলেন, সমস্ত পথ ধোয়ামোছা পরিষ্কার। মধ্য রাত্রির নির্জনতা। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। একটা খেঁকী কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না। শান্ত সমুদ্রের বুকে দ্বীপপুঞ্জের মত শুধু ক'জন লোক পথের মাঝে এক জায়গায় জড় হয়ে এই দিকেই তাকিয়ে আছে। তিনজন অশ্বারোহী শান্তিরক্ষক। একজন শান্ত সৌম্য চেহারার যাজক গাধার উপর চেপে বসে নির্বিকার প্রশান্ত মুখে প্রভুর নাম জপ করছেন। আর শেয়ালের মত ধূর্ত চেহারার একটা লোক এই বাড়িটার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে দেখাচ্ছে।

অহিকম শিউরে উঠলেন।

ঃ অহিকম, কি হয়েছে? লোকগুলো অমন ছুটোছুটি করে পালিয়ে গেল কেন? আর তোমার চোখেমুখেই বা এই উদ্বেগের ছায়া কেন? তুমি কি ভয় পেয়েছ? কিন্তু তুমি তো সহজে ভয় পাও না।

ঃ এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছ? যেরেমিয়া, এজন্য তুমিই দায়ী।

ঃ আমি? বল কি অহিকম, আমি দায়ী ?

ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি, যেরেমিয়া তুমি। তুমি ছাড়া আর কে? বালকেও জানে আগুনে হাত দিতে নেই। তুমি বালকের চেয়েও বালক, তুমি জেনে শুনে সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে চলেছ। আর শুধু তুমিই নও, যারা তোমাকে ভালবাসে, তাদের সুদ্ধ টেনে নিয়ে চলেছ সেই আগুনের মুখে।

ঃ কেন, আমি কি করেছি অহিকম?

ঃ হায় দূরদর্শী নবী, ভবিষ্যতের দিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আর যেই মাটির উপর

BanglaBook.org

ভর করে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তার খবরটুকু তুমি রাখ না। যেরেমিয়া, তুমি কি জান না, তোমাকে মারবার জন্য ওরা ছুরি শানাচ্ছে?

ঃ কাকে, কাকে মারবে?

ঃ তোমাকে।

ঃ কেন, কেন আমাকে মারবে? আমি কি করেছি?

ঃ না, তুমি কিছুই কর নি, তুমি নিরীহ মেষশিশু। অহিকমের চিন্তাচ্ছন্ন মুখে মেঘের আড়ালে রোদের মত হালকা একটু হাসির রেখা দেখা দিল।

ঃ তুমি কিছুই কর নি যেরেমিয়া, শুধু রাজাকে তাঁর কলঙ্কিত সিংহাসন থেকে আর আচার্যকে তাঁর ধর্মাসন থেকে টেনে নামাবার আহ্বান জানিয়েছ। তুমি গর্বোন্মত্ত অত্যাচারীদের বুকে কাঁপন ধরিয়েছ, পরস্বভোজীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছ। তুমি কি জেরুজালেমকে অভিশপ্ত নগরী বলে ঘোষণা কর নি? তুমি কি প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে এ কথা বল নি— যিরুশালেমের প্রাচীর ধসে পড়বে, প্রভুর মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, আর বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের ক্যালদীয় সৈন্যদের দ্বারা জেরুজালেম ও য়াহুদা লাঞ্ছিতা ও ধর্ষিতা হবে?

ঃ আমি বলেছি, হ্যাঁ আমি বলেছি।

ঃ আর সেই জন্যই ওরা তোমার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও দেশদ্রোহী বলে অভিযোগ এনেছে। সেই অভিযোগপত্রের খসড়া আমি স্বচক্ষে দেখেছি। রাজা যিহোয়াকীমের পূর্ণ সম্মতি আছে বলেই আমি শুনেছি। ওরা তোমার মৃত্যুদণ্ডের দাবী করেছে। সবাই তোমার বিরুদ্ধে জোট পাকিয়েছে। তোমার পক্ষে কে আছে?

ঃ সকল শক্তির উপরে যিনি সেই যিহোবাই আমার পক্ষে আছেন। প্রভু আমাকে দিয়ে যে-কথা বলিয়েছেন, আমি তো সেই কথাই বলেছি। না অহিকম, তুমি জান না, এজন্য কারু মৃত্যুদণ্ড হতে পারে না।

ঃ যেরেমিয়া এমন অনেক কথা আমি জানি, যে-কথা তুমি জান না। এই জেরুজালেমে, য়াহুদায়, প্রভুর প্রত্যাদেশ ঘোষণা করবার জন্য তোমার আগে আরও কত কত নবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে! হে প্রভুর অনুগৃহীত মানুষ, প্রভু কি তোমাকে একথা বলেন নি?

ঃ আমার সে খবরে প্রয়োজন কি?

ঃ ইউরায়াকে জান তুমি যেরেমিয়া? কিরিযাথযিধারিমের শেমাইয়ার পুত্র ইউরায়া। সেও তোমার মতই নবী ছিল। সেও তোমার মতই রাজার বিরুদ্ধে কথা বলত। বেশি দিনের কথা তো নয়। সে আজ কোথায়? বলতে পার যেরেমিয়া, সে আজ কোথায়?

ঃ লোকে বলে, সে নাকি মিসরে আছে। লোকে বলে যে, প্রাণভয়ে সে দেশে পালিয়ে গেছে।

ঃ সত্য কথা। মিসরেই গিয়েছিল বটে। কিন্তু তারপর কি হয়েছে তার জান তুমি? না, জান না। তবে শোন। ইউরায়া মিসরে পালিয়ে গেছে এই সংবাদ পেয়ে রাজা যিহোয়াকীম আকবরের পুত্র এলনাথনকে কয়েকজন সশস্ত্র লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বন্য জন্তুকে যেমন করে ফাঁদ পেতে ধরা হয়, তেমনি ফাঁদে ধরা পড়ল ইউরায়া।

BanglaBook.org

ইউরায়াকে বন্দী করে আনা হোল জেরুজালেমে। কেউ সে কথা জানতে পালল না। বন্য পশুর মতই তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে আনা হয়েছিল। তারপর রাজপ্রাসাদের এক গুপ্ত কক্ষে রাজা যিহোয়াকীমের সামনেই তাকে নিহত করা হয়। তারপর রাত্রির অন্ধকারে সাধারণ লোকের কবরস্থানে কোথায় নাকি তাকে সমাহিত করে রাখা হয়। কিন্তু যারা তাকে বন্দী করে আনতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র এলনাথন ছাড়া আর কাউকেই জেরুজালেমের লোকেরা চোখে দেখতে পায় নি। প্রেরিত পুরুষের পবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হস্তে সেই কলঙ্কী রাজা আজও রাজ্য-শাসন করছে। তার কাছে থেকে কি আশা কর তুমি? যেরেমিয়া, বন্ধু, এখনও সাবধান হও। কিন্তু আমার ভয় হয় সাবধান হবার সময় হয়তো বা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ঃ তোমার উদ্দেশ্য কি অহিকম, স্পষ্ট করে বল, সোজা ভাষায় বল। ইউরোয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাও তুমি? বৃথা তোমার এই চেষ্টা, আমি ভয় পাব না। ইউরায়ার মৃত্যু-কথা আমাকে দ্বিগুণ সাহসী করে তুলবে। ওরা কাপুরুষ, ওরা ভয় পায়, তাই ওরা গুপ্ত হত্যা করে। কিন্তু সে দিন দূরে নয়, যে দিন রাজদণ্ড আর মুকুট ধুলায় লুণ্ঠিত হবে, সিংহাসন উলটে পড়বে। আমি প্রভুর নির্ভীক আজ্ঞাবাহী, প্রভুই আমাকে পথ দেখাবেন। আমি আর কারু সাহায্য চাই না।

যেন-এক অপার্থিব আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল যেরেমিয়ার মুখ। অহিকম সব কিছু ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই কি তাঁর সেই আবাল্য বন্ধু যেরেমিয়া? কিন্তু আজ তো আর তাকে বন্ধু বলে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা যায় না। এ যে এক অন্য জগতের মানুষ, যেন তাঁর ধরাছোঁয়ার গণ্ডীর বাইরে। যেরেমিয়া কি যাদু জানে? কি করে তাঁর মনকে এমন করে টানে? কিন্তু যে উন্মাদ এভাবে মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে, তাকে তিনি কি করে বাঁচাবেন?

ঃ যেরেমিয়া, বন্ধু, আমার দিকে তাকাও।

ঃ এই-যে আমি অহিকম। আমি কি তোমার মনে দুঃখ দিয়েছি? বেশ, তোমার যা বলার আছে বল। কিন্তু আমার অনুরোধ তুমি আমাকে ভয় দেখিও না। আমি ভয় করতে ঘৃণা করি।

ঃ যেরেমিয়া, তোমাকে বাঁচতে হবে।

ঃ আমার জীবন মরণের নিয়ন্তা কি আমি? যিহোবা যাকে বাঁচাবেন, সে বাঁচবে। যাকে মারবেন, সে মরবে। কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। জীবন আর মরণ যেই পথ দিয়েই প্রভু আমাকে ডাকুন না কেন, আমি তাঁর ডাকেই সাড়া দেব। তিনি কি আমার জীবন মরণেরও উপরে নন? কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কেন তুমি আমাকে বাঁচতে বলছ? কেন আমাকে বাঁচতেই হবে?

ঃ কেন, বলছি? তুমি জান এই জেরুজালেম আর য়াহুদ্যার কত লোক তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে? তুমি জান, তোমার অভাবে কত লোকের জীবন শূন্য হয়ে যাবে? সেই বোধশক্তি কি তোমার আছে?

ঃ কি তুমি বলছ অহিকম, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। আমার কে আছে? আমার দিকে কেউ চেয়ে নেই। আমার অভাবে একটি সবুজ পাতাও পাণ্ডুরাভ হয়ে উঠবে না। তুমি এমন একজনেরও নাম করতে পার?

BanglaBook.org

অহিকম একটু ইতস্তত করল, শেষে বিচলিত কণ্ঠে বলল, পারি বই কি। যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে তুমি দেখেও দেখছ না। কিন্তু সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে?

দীর্ঘায়ত চোখ দু'টি বিস্তার করে যেরেমিয়া গভীর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। কতক্ষণ একইভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে পলক পড়ছিল না।

যেরেমিয়ার চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। অহিকমের আশঙ্কা জাগছিল, কি জানি, হয়তো এখনই দৈববাণী দুকূল ভাসিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। কিন্তু না, একটি প্রশান্ত মধুর হাসি ফুটে উঠল যেরেমিয়ার মুখে।

ঃ আমি বিশ্বাস করি অহিকম, আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি।

ঃ কিন্তু তুমি অমন করে কি দেখছিলে আমার মুখের দিকে চেয়ে?

ঃ অদ্ভুত, অদ্ভুত, সে কথা ভাবা যায় না, আমি কেমন করে সে কথা বলব!

আমি তোমার চোখে দেখলাম— কি দেখলাম জান অহিকম, দেখলাম আমার প্রভুর প্রতিচ্ছবি। তিনি একবার দেখা দিয়েই চকিতে মিলিয়ে গেলেন।

ঃ তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ বন্ধু।

ঃ তাই কি? কি জানি, আমার জীবনটাই হয়তো স্বপ্ন দেখা।

ঃ যেরেমিয়া, শোন, আমি বলছি, তোমায় বাঁচতে হবে। আমি মরতে দেব না। তুমি জান না, জেরুজালেমের দীন দুঃখী সাধারণ মানুষগুলো তোমার ডাকে সচকিত হয়ে জেগে উঠেছে। তুমি তাদের অমন করে পথের মাঝে ফেলে রেখে চলে যেতে পার না।

ঃ জেরুজালেমের সাধারণ মানুষ? তুমি বলছ কি অহিকম, কে তাদের ডাক দিয়েছে? তাদের কাছে আমার কি বলবার আছে?

ঃ তুমি নিজেই তা জান না। কিন্তু তবু তুমিই তাদের ডেকেছ। রাজা আর মন্দিরের জুলুমের বোঝার ভারে ওদের পিঠ ভেঙ্গে আসছে। রাজা আর মন্দিরের বিরুদ্ধে তোমার এই সিংহগর্জন শুনে ওরা সচকিত হয়ে উঠেছে। এর মধ্য দিয়েই ওরা তোমার ডাক শুনতে পেয়েছে। হায় নবী, তুমি তো জান না, কি আগ্রহ নিয়ে ওরা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে! ওরা আশা করছে, এই সংকট সময়ে তুমি ওদের পথের দিশা যোগাবে, তুমি ওদের বাঁচাবে।

ঃ আমি? আমি বাঁচাব? বল কি তুমি! না, না, ওদের কেউ বাঁচাতে পারবে না। আমি জানি ওরা মরবে। জাতির সঞ্চিত পাপ সমস্ত জাতিকে পুড়িয়ে ছাই করবে। এখানে দোষী-নির্দোষের কোন ভেদ করা হবে না।

ঃ দোষী-নির্দোষের কোন ভেদ করা হবে না? একি কখনও সত্যি হতে পারে? যিহোবার কি ন্যায় অন্যায়ের বিবেচনা নেই।

ঃ তোমার বুদ্ধি আর বিচার শক্তি দিয়ে যিহোবার বিচার করতে যেও না।

ঃ আর তোমার কথাই কি শেষ কথা?

ঃ হ্যাঁ, কেননা এতো আমার কথা নয়, একথা-যে প্রভুর কথা।

ঃ সে কথা এখন থাক। কিন্তু যেরেমিয়া শোন, আমার কথা, তোমাকে বাঁচতেই হবে। আমার অনুরোধ তিনটা দিন তুমি আপনাকে বাঁচিয়ে চলো। তোমার নিজের জন্য নয়, মনে কর শুধু আমার অনুরোধেই।

BanglaBook.org

ঃ কেমন করে আমি আপনাকে বাঁচাব, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না অহিকম।

ঃ মাত্র তিনটি দিন তুমি আপনাকে বাঁচিয়ে চলো, ওদের হাতে ধরা দিও না। একটা দিন তুমি আমাকে একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিতে দাও। তারপর আমি দেখব, দেখব কে কেমন খেলোয়াড়!

যেরেমিয়া একট ভেবে শেষে বললেনঃ আমি জানি না, তুমি কি করতে চাও আমাকে নিয়ে। কেনই বা বাঁচাবে, কি করেই বা বাঁচাবে! কিন্তু আজ আমার কী-যে হয়েছে, তোমার অনুরোধ আমি ঠেলতে পারছি না। আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, শুধু তোমার একটা কথা রাখবার জন্যই আমি আপনাকে বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করব। কিন্তু কেমন করে আপনাকে বাঁচাব, আমি তো এসব জানি না।

ঃ সে ভার আমার, তুমি ভাবনা করো না। একটা দিন, আমি যা বলি, সেই ভাবেই তুমি চলবে। আর কিছু না।

ঃ কিন্তু এর কোনই অর্থ হয় না। বৃথাই তুমি ভয় পাচ্ছ অহিকম। ওরা এখন আমার উপর হামলা করবে, একথা আমার মনে হয় না।

ঃ না, আমি বৃথা ভয় করি নি। ওই শুনতে পাচ্ছ, বাইরে একটা গোলমাল না? আমার ভয়-যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ বোধ হয় এখনই মিলবে। কি এত তাড়াতাড়ি? এতটা-যে আমিও ভাবতে পারি নি।

বাইরে কিছু লোকের কথা শোনা গেল। গৃহস্বামী দ্রুত এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই যেরেমিয়াকে উদ্দেশ করে তিনি কম্পিত কণ্ঠে বললেন, প্রভু, কয়েকজন শান্তিরক্ষক রাজার মুদ্রাঙ্কিত আদেশপত্র নিয়ে এসেছে। তারা আমার ঘরে ঢুকে অনুসন্ধান করে দেখতে চাইছে। তারা বলছে, আমি নাকি কোন এক দেশদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছি।

যেরেমিয়া এগিয়ে এসে বললেনঃ চলো, আমি যাই। আমি ওদের সঙ্গে নিজেই গিয়ে দেখা করব।

অহিকম বাধা দিলেন ঃ না, যেরেমিয়া, না। তুমি আমার কাছে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। আপাতত আমার কথা তোমাকে মেনে চলতে হবে। তিনি রেহুমকে ডেকে বললেনঃ আপনার দাসকে বলুন, বাড়ির পেছন দিকের পথ দিয়ে আমাদের বের করে দিক। আর আপনি সামনে যান, ওদের আদর আপ্যায়ন করে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে আসুন। ওরা ওদের ইচ্ছামত দেখে-শুনে যাক্। আর দেখুন, আপনি আমাকে চেনেন?

রেহুম উত্তর দিলেনঃ আপনাকে? জেরুজালেমে আপনাকে না চেনে কে?

ঃ আজকের দিনে এটা আমার পক্ষে মোটেই শুভ সংবাদ নয়। দেখুন, যদি আপনার ভাল চান, নবী যেরেমিয়া বা আমার কথা কারু কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবেন না। জিভে কড়া লাগাম দিয়ে রাখবেন। খুব হুঁশিয়ার, সময়টা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। যাকে বলে দুঃসময়। আবার বলছি হুঁশিয়ার!

দাস পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। অহিকম আর যেরেমিয়া তার পেছন পেছন বেরিয়ে গেলেন। একটু বাদেই শান্তিরক্ষকরা সদলবলে হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

BanglaBook.org

॥ দুই ॥

ঃ তাকে কোথাও পাওয়া গেল না?

ঃ না, রাজা, সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করে খোঁজ করিয়েছি। কিন্তু কি আশ্চর্য, এই ছিল, মুহূর্তের মধ্যে কোথায়-যে অদৃশ্য হয়ে গেল! সে কি যাদু জানে!

ঃ যাদু? আচার্য পশহুর কি সম্প্রতি যাদুতেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন নাকি? যাদুর কথা বাদ দিয়ে কাজের কথা বলুন। অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে নগরের বাইরে সরে পড়ে নি তো? সেটা খোঁজ নিয়ে দেখেছেন?

ঃ না; রাজা, নগরের বাইরে যেতে পারে নি। আমি আগে থাকতেই নগরের সব কটা দ্বারের লোক মোতায়েন করে রেখেছিলাম। তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া অসম্ভব।

রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এক গোপন কক্ষে এই পরামর্শ চলছিল। জেরুজালেম ও য়াহুদার দুজন ভাগ্যবিধাতা গভীরভাবে পরামর্শে রত—রাজা যিহোয়াকীম আর মন্দিরের অধ্যক্ষ আচার্য পশহুর। জীর্ণবস্ত্র, নিঃসম্বল পথাশ্রয়ী নবী যেরেমিয়া রাজপ্রাসাদ ও মন্দির উভয়কেই চিন্তাকুল করে তুলেছেন।

ঃ আচার্য, আমি আগেই বলেছিলাম, নবী যেরেমিয়ার সঙ্গে আমাকে একটু বোঝাপড়া করে নিতে দিন। তাতে এদিক বা ওদিক একটা কিছু নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কিন্তু সেদিন আমার কথাটা আপনার পছন্দ হয় নি। আপনি তাকে বাধা দিলেন। কি জানি, হয়তো বা আপনার নিজস্ব কোন পরিকল্পনার সঙ্গে তার বিরোধিতা ছিল।

ঃ না, রাজা, এ আপনি অন্যায় কথা বলছেন। আমার আবার কিসের পরিকল্পনা! তবে শেমাইয়ার পুত্র নবী ইউরায়ার ব্যাপারটা নিয়ে ইতিমধ্যে নানা লোক নানারকম বলাবলি করছে। তাতে যেন আর ইন্ধন যোগান না হয়, সেইজন্যই আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিয়েছিলাম। সে তো আপনারই ভালোর জন্য।

ঃ আমার ভালো! নতুন কথা নয়। মন্দিরের অধ্যক্ষ ও যাজকরা চিরদিনই আমাদের ভালই চেয়ে এসেছেন। যাহুদার রাজবংশের ইতিহাস তারই কাহিনীতে ভরপুর। ইউরায়ার মত ভাড়াটে নবীদের তারা চিরকাল রাজাদের ভালোর জন্যই ব্যবহার করে এসেছেন। কিন্তু আচার্য, ইউরায়ার তিক্ত প্রসঙ্গটা কি আজ আবার না তুললেই চলত না?

ঃ রাজা, আমি জানি এ আপনার এক বদ্ধমূল ধারণা। জানি না কেমন করে আমি আপনার এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারব। কিন্তু যিহোবা জানেন, ইউরায়ার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক ছিল না।

ঃ আচার্য, যিহোবার পবিত্র নামটা আর এই ব্যাপারের সঙ্গে নাই বা জড়ালেন।

BanglaBook.org

আপনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অত্যন্ত কৌশলী, যারা আপনাকে ভালভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছে, তারা কেউ একথা অস্বীকার করতে পারবে না। আপনি অনেকের চোখেই ধুলো দিতে পারবেন, কিন্তু তাহলেও আমার চোখে ধুলো দেওয়া আপনার পক্ষেও সম্ভব নয়। কেন জানেন? রাজপ্রাসাদ আর মন্দিরের মধ্যে শক্তি প্রতিযোগিতার খেলা আজই তো প্রথম শুরু হয় নি। এ এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই ইতিহাসের আলোকেই আমরা পরস্পরকে স্পষ্টভাবে চিনবার সুযোগ পেয়েছি।

ঃ রাজা, আমরা কি বিবাদ করবার জন্যই আজ মিলিত হয়েছি?

ঃ না, না, বিবাদ কোথায়? এ তো শুধু পুরানো দিনের লেন-দেন আর বাকী-বকেয়ার একটু হিসেব নেওয়া হচ্ছে মাত্র। কিন্তু ইতিপূর্বে যাই কিছু হয়ে থাক না কেন, আমি বিশ্বাস করি, আপাতত আজ আমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। আজ আমরা উভয় পক্ষই বুঝতে পারছি যে, নবী যেরেমিয়া আজ আমাদের উভয়েরই স্থিতি ও শান্তির পক্ষে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। এই কণ্টককে উৎপাটন করতেই হবে, এ বিষয়ে আমরা একমত। আর আমাদের নিজেদের ভেতরে যে-সমস্ত গরমিল রয়ে গেছে, বৃহত্তর বিপদের সামনে তা আজ তুচ্ছ।

ঃ আপনার স্পষ্টবাদিতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

ঃ রাজা যিহোয়াকীম খোলা মন আর সোজা কথার মানুষ। আপনাদের মন্দিরের ওই আঁকা বাঁকা অলিগলিগুলোর পাকের পর পাক খেয়ে শেষে এক গোলকধাঁধার মধ্যে পৌঁছে দেয়। দিনের মুক্ত আলো সেখানে প্রবেশের পথ পায় না। বাতাস যেটুকু আছে, তাও ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আর সেখানকার বাসিন্দা যারা, তাদের মনের গতিও তেমনি কুটিল, দুর্বোধ ও রহস্যময়। সোজা কথাটাকে তারা সোজা করে বলতে পারে না।

আচার্য পশহুর একটু তিক্ত হাসি হেসে বললেনঃ রাজকীয় দৃষ্টিতে প্রভুর মন্দির কি এভাবেই রূপ পেয়েছে? রাজপ্রাসাদের বাসিন্দা হবার সৌভাগ্য হয় নি। রাজপ্রাসাদের সুস্থ, সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের বর্ণনা আপনার কাছ থেকে শুনতে পারলে সুখী হব।

আচার্য, আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার দ্বিধা নেই। শয়তান যদি শয়তানের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন সংকোচের কোন প্রশ্নই উঠে না। আমরা দু'জনে দু'জনকে ভাল করেই চিনি। আমাদের মাঝখানে যেটুকু পর্দা ছিল এতদিনে তাও খসে পড়ে গেছে। রাজপ্রাসাদের খবর আর আমার কাছে কি শুনবেন? সেখানকার গোপনতম খবরটুকুও তো আপনার নখদর্পণে। তবু শুনুন, বলছি। সময় সময় রাজপ্রাসাদ রাজার কাছেও কারাগারের মতই মনে হয়। ভোগবিলাস, নিষ্ঠুরতা আর মাৎসর্য রাজার নিত্য পরিচ্ছদ। কিন্তু তবু তা আমাকে অস্থির করে তোলে। দেশের মানুষ আমাকে অত্যাচারী ও কলঙ্কী রাজা বলেই জানে। তাদের এই জানাটা ভুল নয়, আমি সত্যসত্যই যা তাই বলেই তারা আমাকে জানে। কিন্তু আচার্য, রাজা কোনদিন পবিত্র ও শুক্ল মসিনার বসনের নিচে বিষাক্ত ছুরিকা লুকিয়ে রাখবার সুযোগ পায় না।

ঃ রাজা, আপনি কি আজ আমাকে অপমান করবার জন্যই ডাকিয়ে এনেছেন?

ঃ আমি? আমার সাধ্য কি আপনাকে অপমান করি? সাধ্য কি? আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করি। আমি কি জানি না, এমন একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে আপনি আমার চেয়ে

BanglaBook.org

বহুগুণে শক্তিশালী! এমন একটা জগতে আমরা বাসকরি সেখানে আপনাদের উপর নির্ভর না করে রাজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ঃ সত্যি বলছেন? আপনি জানেন সে কথা?

ঃ জানি জানি, অনেক কিছুই জানি। বড় বেশি জানি আচার্য, এত বেশি না জানলেই বুঝি ভাল ছিল। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ছেঁড়া পাদুকার মত এই রাজত্বটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিঃসম্বল ওই নবী যেরেমিয়ার পেছনে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। শুধু সঙ্গে থাকবে আমার সাথী সেই তারের যন্ত্রটি যাকে আমি যত্ন করে নিজের হাতে বেঁধেছিলাম।

ঃ রাজা, এসব আপনি কি বলছেন?

ঃ আরে না, না, এ তো স্বপ্ন। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় নাকি? আমি-যে রাজা, আমার কি মুক্তি আছে? ওঃ! পার্বত্য ঈগলের মত এমন কি কেউ কোথাও নেই যে, আমাকে ছোঁ মেরে এখান থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে? তারপর যেখানে খুশী ছুঁড়ে ফেলে দিক। যেরেমিয়া, তোমার ওই অভিসম্পাত আমার উপরে নামুক, নামুক, বজ্রাগ্নি বুকে নিয়ে উল্কামুখী হয়ে নামুক।

ঃ হা দুর্ভাগ্য! যিহোবা আমাকে এসব কি শোনাচ্ছেন? রাজা সত্যি করে বলুন, আপনি কার সঙ্গে আছেন— যিহোবার সঙ্গে না কি ওই মতিভ্রষ্ট যেরেমিয়ার সঙ্গে?

ঃ নিশ্চিন্ত থাকুন আচার্য, আমি আপনার সঙ্গেই আছি। যতক্ষণ আমি রাজা, ততক্ষণ আমার আপনার সঙ্গে থাকা ছাড়া উপায় নেই। আপনার সঙ্গে আমার আপোষ করে থাকা চলে, কিন্তু যেরেমিয়া তো কোনরকম আপোষ রফা করতে জানে না। আপনি আর আমি যেই জগতে আছি, যেরেমিয়া সেই জগতে বিচরণ করে না। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের উভয়কে মিলতেই হবে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিচারের যে-দাবী করেছিলেন, আমি তাতে সম্মতি দিয়েছি, কিন্তু তবু বলছি তাতে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ নাও হতে পারে।

ঃ কেন হবে না? কে বাধা দেবে? বিচারসভায় মন্দিরের পথ থেকে যাঁরা আসবেন, তাঁরা সবাই আমাদের পক্ষ সমর্থন করবেন। অধ্যক্ষদের সম্পত্তির ব্যাপারটা অনেকাংশে আপনার উপরে নির্ভর করছে।

ঃ তা হয়তো করছে। কিন্তু লোকপ্রধানেরা?

ঃ মন্দির আর অধ্যক্ষেরা যদি একমত হন, লোকপ্রধানেরা কি আর তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সমীচীন মনে করবেন?

ঃ সে কথা ঠিক। লোকপ্রধানদের প্রাধান্য তো আজ অতীতের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু ধরুন, তবুও যদি তাঁরা বেঁকে বসেন? হাওয়ার গতিটা কোন্‌দিকে লক্ষ করেছেন? যতই দিন যাচ্ছে, লোকের মন ততই যেরেমিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

ঃ লক্ষ করেছি বই কি! সেই জন্যই তো অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চাই।

ঃ চাই তো আমরা কত কিছুই। কিন্তু 'চাই' বললেই কি সব জিনিস পাওয়া যায় আচার্য? ভেবে দেখুন, আপনি যা যা করতে চেয়েছেন, সবই কি করতে পেরেছেন?

ঃ এ কথার অর্থ কি রাজা? এ তো খোলা মন আর সোজা ভাষার কথা নয়।

BanglaBook.org

ঃ এ কথার অর্থ অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট। খোলা মনের লোক বলেই সোজাসুজি এমন কথা বলে ফেললাম। কূটবুদ্ধির লোক হলে চেপেই যেত।

ঃ আচ্ছা, আপাতত সে কথা থাক। কিন্তু রাজা, একটা সংশয় থেকে থেকে আমায় কাঁটার মতই বিঁধছে। আমার চোখের আড়ালে কোথায় যেন একটা জট পাকাচ্ছে, ধরতে পারছি না। নির্বোধ যেরেমিয়ার এরকম অদ্ভুতভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবার পেছনে কি যেন একটা রহস্য রয়ে গেছে। কে তাকে লুকিয়ে রেখেছে? সেই রহস্যের সন্ধান যতক্ষণ খুঁজে বের করতে না পারছি, ততক্ষণ আমার মনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। যেরেমিয়ার চাইতে তাকেই আমার আগে খুঁজে পাওয়া দরকার। রাজা, রাজা, সময়টা বড় খারাপ। এ সময়ে আগুন নিয়ে খেলা করতে যাওয়াটা আমাদের কারু পক্ষেই নিরাপদ হবে না।

ঃ অদ্ভুত, আচার্য, অদ্ভুত আপনার প্রতিভা! অদ্ভুত আপনার নির্লজ্জতা! আমি আপনাকে যতই দেখছি, ততই বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি। যেরেমিয়ার অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে আমিও আপনার সন্দেহ থেকে মুক্ত নই। আপনার প্রতিভা অসাধারণ। কিন্তু তাহলেও এ ক্ষেত্রে আপনার প্রতিভা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মনে রাখবেন, তা আপনার বিরুদ্ধ শক্তির অনুকূলেই কাজ করবে।

ঃ ছি ছি, আমি ওভাবে কথাটা বলি নি। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

ঃ এর চেয়ে কত সুষ্ঠু করেই বা বলবেন? কিন্তু আচার্য, সমস্ত কথার পরেও একটা সত্য কিন্তু অকাট্যই থেকে যাচ্ছে, আমরা পরস্পরকে মনে মনে যতই সন্দেহ করি না কেন, এই দুর্দিনে আমরা পরস্পরের বন্ধু।

ঃ যথার্থ বলেছেন। এ কথার উপর আর কোনও কথা নেই। আমাদের দু'জনকেই এ কথা স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু ওদিকে মন্দিরে সন্ধ্যা-বন্দনার শিঙ্গা বেজে উঠেছে, আমাকে এখনই বিদায় দিতে হবে।

ঃ আচ্ছা, আচ্ছা, শিগগিরই আবার দেখা হবে। আশা করছি সে দিন আপনার কাছ থেকে ভাল সংবাদ পাব।

রাজার নির্দেশে প্রহরী আচার্য পশহুরকে প্রাসাদের বাইরে পৌঁছে দেবার জন্য নিয়ে গেল। রাজা যিহোয়াকীম চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে পদচারণা করতে লাগলেন।

যিহোয়াকীম আর পশহুর! মন্দির আর রাজপ্রাসাদের সেই সনাতনী প্রতিযোগিতা। এ তো নতুন কিছু নয়। জেরুজালেমের বুকে এই দৃশ্য কতবার কত ভাবেই না দেখা দিয়েছে। কিন্তু যেরেমিয়া? কোথায় গেল সে? তাকে আড়াল করে কে দাঁড়িয়ে আছে? ব্যাপার সহজ নয়। আচার্য পশহুর ঠিকই বলেছেন, যেরেমিয়ার চাইতেও তার সন্ধানটাই আগে পাওয়া দরকার।

প্রহরী এসে সংবাদ দিল, লুশরিয়ের পুত্র কাদমিয়েল সাক্ষাৎ-প্রার্থী। রাজা মাথা নেড়ে তাকে নিয়ে আসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। একটু বাদেই কাদমিয়েল এসে অভিবাদন জানালেন।

ঃ এসো কাদমিয়েল। আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। রাজপ্রসাদের আসবার পথে বা দ্বারের মুখে আচার্য পশহুরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

BanglaBook.org

ঃ না, মালিক। আমি গুপ্তপথে এসেছি।

ঃ ঠিক করেছ। এবার বল নগরের সংবাদ কি?

ঃ নতুন ফসলের উৎসব আসন্ন। সেই নিয়েই এখন সবাই ব্যস্ত।

ঃ ঘরে ঘরে বুঝি আনন্দের রোল পড়ে গিয়েছে?

ঃ না, মালিক, আনন্দ কোথা থেকে আসবে? এবারকার ঘোর অজন্মায় হতভাগ্য চাষীদের বহু ফসল মারা পড়েছে। লোকেরা চোখের জল ফেলছে আর অভিসম্পাত দিচ্ছে।

ঃ অভিসম্পাত? কাকে— রাজাকে নয় তো?

ঃ মালিক, ঠিকই অনুমান করেছেন।

ঃ কেন, রাজার অপরাধ?

ঃ তারা বলছে— আমাদের রাজা অধার্মিক। রাজার অপরাধের ফলে যিহোবা প্রজাদের প্রতি বিরূপ হয়ে মুখ ফিরিয়েছেন। সেইজন্যই আমাদের এই দুর্গতি।

ঃ কার মুখ দিয়ে যিহোবা তাঁর এই অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করছেন? নবী যেরেমিয়াই কি এই প্রত্যাদেশ বহন করে এনেছেন?

ঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু হয়তো তাঁর কথাই একমাত্র কথা নয়। আমি যতটা অনুসন্ধান করতে পেরেছি, তাকে মনে হচ্ছে হয়তো বা প্রভুর মন্দির থেকেও আভাসে ইঙ্গিতে, কখন বা সশব্দে একই কথা প্রচারিত হচ্ছে। কথাটা বেশ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

ঃ কাদমিয়েল, তুমি বিচক্ষণ। তোমার এই সন্দেহ সত্য হোক আর নাই হোক, সংকট-সংকুল জেরুজালেমের সমস্যার মূলসূত্রগুলো তোমার দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। কিন্তু অধার্মিক রাজা কোন্ ধর্ম-বিরোধী কাজে লিপ্ত? তার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা কি? কাদমিয়েল, তুমি যখন এতটাই বুঝতে পেরেছ, এ কথাটুকুও নিশ্চয়ই তোমার কানে এসেছে।

ঃ এসেছে বই কি। তারা বলছে, আপনার পিতা রাজা যোশিয়ের আমলে তাঁর আদেশে সমগ্র য়াহুদা প্রদেশে ও জেরুজালেমে পরজাতীয় কল্পিত দেবতা বাল ও আশেরার উচ্চ বেদীগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এবং তাদের ও অন্যান্য পরজাতীয় দেবতার উদ্দেশে পূজা ও বলিদান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আর আজ তাঁরই পুত্র রাজা যিহোয়াকীমের কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে সেই সমস্ত বিতাড়িত দেবতারা আবার নির্বিবাদে আসর জমিয়ে বসেছে। পরজাতীয়দের এই পাপাচার ও দুর্নীতি প্রতিবেশী ইহুদী সম্প্রদায়কে পর্যন্ত সংক্রামিত করে তুলেছে। যিহোবা তাই ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তারই ফলে জেরুজালেমের এই দুর্দশা।

ঃ হ্যাঁ, এ অভিযোগ মিথ্যা নয়। আমি আমার পরজাতীয় প্রজাদের নিজ নিজ দেবতাকে পূজা করতে কোন রকম বাধা দিই নি। তাদের দেবতাদের ও পুণ্যস্থানগুলোকে ধ্বংস করে দেবার আদেশ দিই নি। আমার কাছে আশ্বাস পেয়েই আবার তারা তাদের ভাঙ্গা দেউলগুলোকে গড়ে তুলেছে। কিন্তু সেজন্য যিহোবার ক্রোধাগ্নি যদি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে থাকে, তবে তা আমাকেই ভস্ম করুক, নির্দোষ প্রজারা তার ফল ভোগ করতে যাবে কেন? যিহোবার কি কোন বিচার নেই? এও আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?

BanglaBook.org

ঃ মালিক, এসব কথা আমার মুখে হয়তো সাজে না, কিন্তু তুব আমি না বলে থাকতে পারছি না, আপনার সত্যিকারের শুভার্থী যারা, তাঁরা কিন্তু মনে করে সংখ্যালঘু পরজাতীয়দের প্রতি আপনি যে-অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, আপনার প্রতিপক্ষের হাতে সেইটাই সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঃ হুঁ। ভাল, কাদমিয়েল, যেরেমিয়ার সন্ধান পেয়েছ কিছু?

ঃ না, মালিক, এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি।

ঃ শোন কাদমিয়েল, আচার্য পশহুর তাঁকে শিকার করবার জন্য হন্যে হয়ে ফিরছেন। কিন্তু তোমার যোগ্যতার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি আশা করছি, এই শিকারের প্রতিযোগিতায় তিনি তোমাকে হটাতে পারবেন না। যদি তুমি তাঁকে ধরতে পার, তবে শুনে রাখ, সেই খবরটা প্রকাশ হবার আগেই আমি তাঁর সঙ্গে একবার গোপনে দেখা করতে চাই। কিন্তু সাবধান, সেই সাক্ষাৎকারের কথা তুমি ছাড়া আর একটি জনপ্রাণীও যেন জানতে না পারে।

ঃ আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে বড়ই রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। নবী যেরেমিয়াকে আমি যতটা জানি, তাতে তাঁর সম্পর্কে একথা আমি চিন্তাই করতে পারি না যে, তিনি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে থাকবেন। ভয় কাকে বলে তিনি তা জানেন না।

ঃ হ্যাঁ, এই রহস্যের চাবিকাঠিটা অবশ্যই খুঁজে বার করা দরকার। আচ্ছা, তুমি যাও, কাদমিয়েল, অবিলম্বে কাজে হাত লাগাও। ভুলো না, আচার্য পশহুরের সঙ্গে তোমার প্রতিযোগিতা। যাও।

ঃ কিন্তু আমার-যে আরও কথা বলবার আছে। এই মাত্র সংবাদ পেলাম বাবিল রাজ নেবুকাডনাজারের সেনাপতি সসৈন্যে এগিয়ে আসছেন।

ঃ বল কি কাদমিয়েল! এতক্ষণ বাদে এই কথাটা তুমি আমাকে বললে!

ঃ সংবাদটা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। উড়ো খবর হওয়াই সম্ভব। তা ছাড়া জেরুজালেমই-যে তাদের লক্ষ্য এ কথাই বা কেমন করে বলা যাবে? সেইজন্যই খবরটা-সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব দিই নি।

ঃ না, না, অবহেলা কোরো না। সঠিক খবর জানবার জন্য এখনই লোক পাঠাও।

ঃ এই আমি যাচ্ছি।

কাদমিয়েল চলে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাজপ্রাসাদের বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠল। ঝলমল করে উঠল রাজপ্রাসাদ, রত্নভূষণা সুন্দরীর মত। সেই আলোকে রাজা দেখতে পেলেন সুসজ্জিতা রানী নেহুশতা সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে কোথায় চলেছেন।

রাজা ডাকলেন ঃ রানী, ও আমার রানী, ওগো রানী, শোন, একটু দাঁড়াও।

রানী এগিয়ে এলেনঃ আমাকে ডাকছো?

ঃ হ্যাঁ, ডাকছি। কোথায় চলেছ এমন রূপের ঢেউ তুলে? ইস্, আমার চোখ দু'টোকে একেবারে ঝলসে দিলে! তুমি কি আমাকে পাগল না করে ছাড়বে না?

ঃ ঠাট্টা রাখো। মন্দিরে চলেছি, এখন ও সব কথা বলতে নেই।

BanglaBook.org

ঃ তাই নাকি? থাক তবে আর বলব না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এরা সব কারা?

ঃ কেন, আমার দাসীরা সব। এরা প্রভুর অর্ঘ্য বহন করে নিয়ে চলেছে।

ঃ কি প্রার্থনা করবে প্রভুর কাছে?

ঃ কে, আমি? আমি বলব—হে প্রভু, আমার সমস্ত পাপ মার্জনা করো...

ঃ রানী, অনেক পাপ করেছ বুঝি?

ঃ বল কি, পাপ করি নি? প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পাপ করে চলেছি যে।

ঃ আহা, তবে তো জমে জমে একেবারে পাপের পাহাড় হয়ে উঠেছে। এত পাপ কর কেন রানী?

ঃ ইস্, নিজে যেন কত ভাল। তুমি পাপ কর না? তোমার জন্যই তো আমার যত দুশ্চিন্তা।

ঃ আমি? বারে, আমি আবার কি পাপ করলাম?

ঃ নাঃ, তুমি কিছু কর না। তবে লোকে এত সমস্ত কথা বলে কেন? শুনতে শুনতে আমার কান-যে একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল। আমার এমন কান্না পায়—

ঃ কান্না পায়? আহা, কি বলে গো লোকে?

ঃ বলে, এত অনাবৃষ্টি, অজন্মা আর শস্যহানি, সব নাকি তোমারই পাপে। আচ্ছা, বল না, এসব কি সত্যি?

ঃ কে বলেছে এসব কথা? বল না তাদের নাম।

ঃ আহা, আমি কি তাদের চিনি নাকি? এ কথা তো সবাই বলে।

ঃ আচার্য পশহুর বলেন না কিছু?

ঃ আহা, এমন মানুষ আর হয় না। সারা দেশের মধ্যে এই একজন লোকই তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

ঃ ও মা, তোমার চেয়েও বেশি?

ঃ তোমার কথা নিয়ে কত দুঃখ করেন। কত চিন্তা করেন তোমার জন্য। সব সময় শুধু তোমার কথাই জানতে চান। রাজপ্রাসাদের খুঁটিনাটি সমস্ত খবর তাঁর জানা চাই।

ঃ আমাকেও তিনি খুবই অনুগ্রহ করে থাকেন।

ঃ তাই নাকি? হ্যাঁ, ঠিকই বলছে, আচার্য পশহুরের মত মানুষ হয় না। পাপীদের প্রতি চিরদিনই তাঁর আসক্তি, বিশেষ করে পাপিনীদের প্রতি।

ঃ কি বলছ? এক এক সময় এমন করে কথা বল তুমি যে, আমি তার মানে বুঝতে পারি না।

ঃ থাক, তোমার আর বুঝে কাজ নেই। সব কথারই কি মানে থাকে নাকি? তুমি তোমার শুভ কর্মে যাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ তিন ॥

ক্ষিপ্তের মত আর্তনাদ করে উঠলেন যেরেমিয়া, না, না, এ হয় না, এ হয় না অহিকম। এ আমি পারব না, কিছুতেই পারব না, এ অসম্ভব।

ঃ কি অসম্ভব ? কি তুমি পারবে না যেরেমিয়া? বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে অহিকম যেরেমিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

ঃ এ ভাবে কুকুরের মত পালিয়ে থাকতে পারব না আমি। ঐ-যে ভোর হয়েছে, সূর্য উঠছে। আমাকে বাইরে যেতেই হবে। ওই-যে, ওই-যে, দেখছ না তুমি? প্রভু-যে আমাকে ডাকছেন।

যেরেমিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন চোখের সামনে কাকে দেখছেন। তাঁর স্থির অপলক চোখের দিকে তাকিয়ে অহিকম শিউরে উঠলেন। অস্পষ্টভাবে অনুভব করলেন যেন কার অদৃশ্য উপস্থিতি ঘরটিকে পূর্ণ করে রেখেছে।

যেরেমিয়া শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আপন মনেই বলে চললেন, প্রভু, তোমার চোখে অসন্তোষের কুঞ্চনরেখা দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমার কথার অবাধ্য হয়েছি, তাই কি তুমি আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছে? আহা, কি বলছ?—

ঃ 'যখন তোমাকে তোমার মায়ের গর্ভে ভ্রূণরূপে সৃষ্টি করে তুলি নি, তখনও তোমাকে আমি জানতাম যেরেমিয়া। যখন তুমি মায়ের গর্ভ থেকে বাইরে বেরিয়ে আস নি, তখনই আমি তোমাকে শুদ্ধিদান করেছিলাম আর তারই সাথে সাথে নবীর পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছিলাম। তুমি তার কি করছ?'

ঃ হে প্রভু, ইসরায়েলের ঈশ্বর, দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ, আমি-যে কথা বলতে পারি না। আমার কথা তো ওরা কেউ শোনে না। আমি-যে শিশু—

ঃ 'আমি শিশু, এ কথা বোলো না। তা আমি শুনতে চাই না। আমি তোমাকে যেখানে পাঠাব, তুমি সেখানেই যাবে। আমি তোমাকে যে-কথা বলতে বলব, তুমি সেই কথাই বলবে। আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি চিরদিন তোমার সঙ্গে থাকব। তবে আর তোমার ভয় কিসের? চলো, অনেক অনেক তোমার কাজ। বসে থাকবার সময় নেই।'

যেরেমিয়া যন্ত্রচালিতের মত দুয়ারের দিকে এগিয়ে চললেন। অহিকম তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, যেরেমিয়া! যেরেমিয়া! যেরেমিয়া চমকে উঠলেন। কে, কে, কে তুমি? ও অহিকম, তুমি? অমন করে আমায় ধরে আছ কেন অহিকম তুমি? আমি কি অসুস্থ?

BanglaBook.org

ঃ হ্যাঁ, তুমি অসুস্থ। তুমি শয্যায় শুয়ে থাকবে। উঠতে পারবে না। যেরেমিয়া, তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যেও না।

ঃ কিসের প্রতিশ্রুতি অহিকম?

ঃ তিন দিন তুমি বাইরে বেরোতে পারবে না। তিন দিন আমার নির্দেশ মত তোমায় চলতে হবে। তিন দিনের দু'দিন বাকী আছে। যেরেমিয়া, আর মাত্র দু'টি দিন।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি প্রতিশ্রুত। তাই বটে আমি প্রতিশ্রুত। কিন্তু কেন অহিকম, কেন আর এ সব?

ঃ প্রাসাদ আর মন্দিরের রক্ত-শোঁকা কুকুরগুলো তোমার খোঁজে পাগল হয়ে উঠেছে। এখন বাইরে বেরোলে মৃত্যু তোমার অবধারিত।

ঃ মূর্খ, তুমি কি মৃত্যুকে ঠেকাতে পার? তুমি কি আমার জীবনের মালিক?

ঃ না, তা নই, আমি সামান্য মানুষ। তুমি জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে চলেছ। আমি তোমাকে তা করতে দেব না।

ঃ অহিকম, শেষবারের মত বল আমাকে কি থাকতেই হবে?

ঃ হ্যাঁ, তোমাকে থাকতেই হবে। যেরেমিয়া, তোমার নিজের জন্য নাই হোক, আমাকে দয়া করবার জন্য তুমি থাক। শুধু দু'টি দিন আমাকে চেষ্টা করতে দাও।

ঃ তবে এক কাজ কর অহিকম। আমাকে তুমি বেঁধে রাখো, হাতে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো। আমার উপরে আমার কোনই হাত নেই। আমি তো আমার মালিক নই।

ঃ হ্যাঁ, সেই কথাই ঠিক। আমাকে তাই করতে হবে। আমি তোমাকে বেঁধেই রাখব। জিল্লা! জিল্লা! অহিকমের স্ত্রী জিল্লা তার ডাকাডাকি শুনে ভেতরের দরজা খুলে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

ঃ কি গো, অত হাঁকডাক কিসের জন্য ? আমি-যে এদিকে গোলায় ফসল তুলতে ব্যস্ত। ক্ষেত থেকে বোঝায় বোঝায় গম আসছে, যব আসছে, দেখছ না সেগুলোকে গোলাজাত করতে দস্তুরমত ঘেমে উঠেছি। এখই আবার আঙুরগুলোর রস নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। সামনে আসছে নবান্ন উৎসব, কত কাজ জমে আছে হাতে। এখন কি আর তোমার সঙ্গে কথা বলবার সময় আছে আমার!

ঃ আহা, তোমারই বা এত খাটুনির দরকার কি? এতগুলো দাস-দাসী তবে রয়েছে কিসের জন্য?

ঃ হুঁ, তোমার যেমন কথা। দাস-দাসীদের দিয়েই সব কাজ চলে কিনা। তুমি একজন লোকপ্রধান, রাতদিন বাইরে বাইরে মোড়লী করে বেড়াও, এসব ঘর সংসারের কথা তুমি বুঝবে কি? কিন্তু সে কথা যাক, এখন বল তুমি আমাকে ডেকেছ কেন?

ঃ তুমি বাড়ির গৃহিণী, আসল কথাই তো তোমাকে বলা হয় নি। এই এদিকে চেয়ে দেখ, এই-যে আমাদের মাননীয় অতিথি। এর আদর আপ্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত ভার তোমাকেই নিতে হবে। ফসল তোলার কাজ আপাতত দাস-দাসীদের হাতে ছেড়ে দাও। আমার এই বন্ধুটিকে এই দুই দিনের জন্য তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম। খুব সাবধানে এঁকে রক্ষা করতে হবে।

BanglaBook.org

অতিথির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন জিল্লা। এতক্ষণ তিনি তাকে দেখতে পান নি। এ কি স্বপ্ন? তাঁর সামনে এ কে দাঁড়িয়ে আছে! আপনার অজান্তে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—যেরেমিয়া —হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া।

ঃ তুমি চেন? তুমি চেন এঁকে? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অহিকম।

জিল্লা ততক্ষণে বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পেরেছেন।

ঃ কি, মাননীয় অতিথি, বলুন, আমি কি আপনাকে চিনি না, আমি কি আপনাকে চিনি না?

অহিকম যেরেমিয়ার মুখের দিকে তাকালেন। যেরেমিয়ার মুখ যেন পাথরের মতই কঠিন। চাঞ্চল্যের সামান্য রেখাটুকুও সেখানে দেখা গেল না।

ঃ তুমি এঁকে চিনলে কি করে জিল্লা? অহিকম আবার প্রশ্ন করলেন।

ঃ বারে দেশসুদ্ধ লোক যাকে চেনে সেই নবী যেরেমিয়াকে চেনাটা কি এতই অস্বাভাবিক? তাছাড়া আমি-যে বিন্নামিন প্রদেশের এ্যানা-থোয়ের মেয়ে, নবী যেরেমিয়ার একই গ্রামের অধিবাসিনী।

ঃ বাঃ, তাহলে তো ভালই। কিন্তু তোমরা দুজনে-যে পরস্পর পরিচিত, যেরেমিয়ার মুখ দেখে এ কথা কিন্তু একেবারেই বোঝবার উপায় নেই। এই যেরেমিয়া, বর্বর কোথাকার, তোমার বন্ধুপত্নীর মুখখানি এমন কুৎসিত কিছু নয় যে, সে ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই জানালা দিয়ে বাইরে প্রকৃতির দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

যেরেমিয়া যেমন ছিলেন, তেমনিই বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই কথার পরেও তাঁর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। অহিকম এবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

ঃ ও বুঝেছি, বুঝেছি এইরার। নবীর দৃষ্টিতে নারী তো পাপের দ্বারা, ভীতিপ্রদ বস্তু।

জিল্লার মুখে কৌতুকের মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল।

ঃ ওঃ তাই তো, নারী পাপের দ্বার, মনেই ছিল না যে। প্রিয় আদম, তুমিও তো ভয় কর তোমার এই প্রলোভনময়ী ইভকে, কর না? অহিকম হেসে উঠলেন।

ঃ আমি? আমি করব ভয়? আমি নিজেই তো পাপের কীট, জিল্লা, পাপের দ্বারে আমার আর ভয় কি? কিন্তু যেরেমিয়া, তুমি কি একটি কথাও বলবে না? তোমার ওই মুখের জিহ্বার উপর এমন করে পাথর বেঁধে দিল কে?

জিল্লা কৌতূহলের দৃষ্টিতে যেরেমিয়ার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, আঃ অমন করে জোর করে কথা বলানো যায়? আমার উপর ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো। আমি ওঁকে কথা বলাব।

ঃ তা তুমি পারবে। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই, যাদুকরী, তুমি বোবাকে কথা বলাতে পার।

ঃ তার প্রমাণ?

ঃ সখী, তার প্রমাণ আমি নিজেই।

BanglaBook.org

ঃ লোকপ্রধান, কথার গুণেই তুমি লোকের মন জয় করতে পার। আচ্ছা, এ কথা এখন থাক। এর নিষ্পত্তি পরেও করা চলবে। এখন মাননীয় অতিথির কথাই হোক। তুমি তাঁর আর আপ্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলছ। সব কথাই বুঝলাম। কিন্তু 'খুব সাবধানে এঁকে রক্ষা করে চলতে হবে' তোমার এই কথাটা যেন কেমন শোনাচ্ছে। কার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এঁকে? নবী তো শিশু নন।

ঃ শিশুর চেয়েও সাবধানে ও সন্তর্পণে তাঁকে রক্ষা করে চলতে হবে। তুমি তো জান না, মাননীয় অতিথির মাথার উপর মৃত্যুদণ্ড ঝুলছে। শিকারী কুকুরগুলো তাঁর সন্ধানে সমস্ত নগর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

ঃ হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ড।

ঃ কেন?

ঃ সে অনেক কথা। এখন থাক। আপাতত দাস-দাসীদের চোখ এড়িয়ে তুমি এঁকে আমাদের মাটির তলার গোপন কক্ষে নিয়ে যাও। আজ আর কাল, এই দু'টি দিন দিবারাত্র সেই ঘরের দরজা তালাবদ্ধ করে রাখবে।

ঃ তালাবদ্ধ! কেন, তালাবদ্ধ কেন?

ঃ যেরেমিয়াকে আমি বিশ্বাস করি না। সে উন্মাদ, দেখ না, এখনই রাজপথে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু সে আমার কাছে প্রতিশ্রুত এই দু'টি দিন তাকে আমার নির্দেশ মত চলতে হবে। কিন্তু যেরেমিয়া-যে নিজেকে নিজে বিশ্বাস করতে পারে না। সে বলছে, আমায় বেঁধে রাখো।

ঃ সে যদি না-ই থাকতে চায়, তুমি কি তাকে ধরে রাখতে পারবে? সে তো মানুষ নয়, সে তো স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মর্যাদা রাখতে জানে না। সে-যে যিহোবার মতই নির্মম।

অহিকম সচকিত হয়ে জিল্লার মুখের দিকে তাকালেন। একটু সময় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন, তুমি তাকে এমন করেই চিনেছ? কিন্তু না, যে যা-ই বলুক, এই দু'টি দিন তাকে এখানে থাকতেই হবে। যেরেমিয়া, বন্ধু, শুনে রাখো, তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে আমাকে বল প্রয়োগও করতে হবে। এই দু'টি দিন অহিকমের অগ্নিপরীক্ষার দিন।

ঃ যাও জিল্লা, এঁকে নিয়ে যাও এক মুহূর্ত দেরি নয়। আমার কাছে এখনই হয়তো অনেক লোক আসবে।

জিল্লা যেরেমিয়াকে উদ্দেশ করে বললেন, চলুন, মাননীয় অতিথি। স্বেচ্ছাবন্দী, চলুন আপনার কারাগারে। আসুন আমার সঙ্গে। আজ আমাকে আপনার কোন ভয় নেই। আজ আমি আপনার প্রহরী, আপনার রক্ষক।

যেরেমিয়া একটি কথাও না বলে জিল্লাকে অনুসরণ করে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে অবশেষে তাঁরা সেই পাতাল ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরে পৃথিবী তখন সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল, পাতালঘরে আবছা অন্ধকার। অতীতের স্মৃতি তাও যেন এই রকমই আলোয় আঁধারে ধূসর। জিল্লা বাতি জ্বালালেন। পরিপাটি করে শয্যা বিছিয়ে দিলেন।

BanglaBook.org

ঃ প্রিয় অতিথি, আসন গ্রহণ কর।

বাধ্য বালকের মত যেরেমিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বসে পড়লেন।

ঃ এবার মুখ খোল যেরেমিয়া। বল, তুমি কি আমাকে সত্যি চিনতে পার নি?

যেরেমিয়া উত্তর দিলেন, পেরেছি।

ঃ আমার ভাগ্য তোমাকে আমার কাছে টেনে এনেছে। বল, তুমি খুশী হয়েছ?

উত্তর নেই।

ঃ বল যেরেমিয়া।

ঃ না।

ঃ না? এই তোমার উত্তর? বেশ, তোমার সত্যভাষণের জন্য ধন্যবাদ, তোমার রূঢ়তার জন্য ধন্যবাদ, তোমার কঠিনচিত্ততার জন্য ধন্যবাদ! কিন্তু হে সত্যবাদী, হে পবিত্র আত্মা, আমার বহুদিনের একটি প্রশ্ন, আমি আজ তার সত্য উত্তর চাই। বল, আমি কি কোন দিন একটি মুহূর্তের জন্যও তোমার মনে কোন দাগ কাটতে পারি নি?

ঃ কেন এই অসঙ্গত কৌতূহল জিল্লা? অহিকমকে পেয়ে আজ তুমি পূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠেছ। দূর অতীতের এক গলিত শবদেহকে কবর থেকে খুঁড়ে তুলে কেন তোমার এই আনন্দময় সুন্দর জীবনকে আবিল করে তুলতে চাইছ?

ঃ তুমি ভয় পেয়ো না, মিথ্যে ভয় পেয়ো না যেরেমিয়া। আমি জেরুজালেমের সম্মানিত লোকপ্রধান অহিকমের স্ত্রী, তাঁর সন্তানের জননী। আর তুমি তাঁর মাননীয় অতিথি। আমি জানি কি করে আমার মর্যাদা রক্ষা করে চলতে হয়। আমি সেদিনকার সেই সপ্তদশী জিল্লা নই, যে তার জীবনের এক বসন্ত রাত্রিতে তোমার এই দু'টি পা তার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাদের চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছিল, আর তুমি সেদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে।

ঃ আঃ জিল্লা, থাম থাম।

ঃ আমাকে বলতে দাও যেরেমিয়া। যিহোবা এতদিন বাদে আজ আমাকে বলবার সুযোগ দিয়েছেন। কিন্তু তোমার সেদিনকার সেই প্রত্যাখ্যানের মধ্যেও এমন একটি সুকোমল মাধুর্য জড়ানো ছিল, যা আমার অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রইল। তোমার চোখে সেদিন কি যেন আমি দেখেছিলাম যা তোমার মুখের উক্তিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছিল। আর তার পরদিন এ্যানাথোথের অধিবাসীরা জানতে পারল, হিল্কিয়ার পুত্র যেরেমিয়া নিরুদ্দেশ। প্রভু তাঁকে তাঁর আপন পথে ডেকে নেয়েছেন। সবাই ধন্য ধন্য করল। জানি না, যিহোবা কেন সেদিন তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন। জানি না, কেনই বা আজ এতদিন বাদে তিনি তোমাকে আবার আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

ঃ ওসব কথা ভুলে যাও, ভুলে যাও জিল্লা।

ঃ এমন ভয় পাও কেন যেরেমিয়া? আমি আর কিছু নয়; শুধু তোমার মুখ থেকে এই কথাটুকুই জানতে চাই, সেদিন তোমার চোখে যা দেখে ছিলাম, সে কি সবই ভুল, সবই মিথ্যে?

BanglaBook.org

ঃ আমাকে মেরে ফেল, মেরে ফেল তোমরা, আমাকে এমন করে উৎপীড়ন কোরো না।

ঃ যেরেমিয়া, প্রিয় অতিথি আমার, তুমি দু'দিনের জন্য এসেছ। দু'দিন বাদেই চলে যাবে। তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না। কিছুই চাইব না। শুধু এই কথাটুকুর উত্তর তুমি দাও।

ঃ সে কথা জেনে তোমার কি হবে?

ঃ কি হবে? যিহোবার প্রসাদ-বলে আমি তাকে মাথা পেতে গ্রহণ করব। সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে সে চিরদিন আমার চলার সাথী হয়ে থাকবে। এই মাত্র। আর কিছু নয়।

এবার যেরেমিয়া আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, শুনবেই তুমি? শুনবেই? তবে শোন। তুমি সেদিন যা দেখেছিলে, তা ভুল দেখ নি। তুমি যাও, যাও জিল্লা। দরজা বন্ধ করে দাও; তালা বন্ধ করে দাও, তুমি যাও সরে যাও জিল্লা! হে প্রভু, এই সংকটে তুমি আমায় ছেড়ে চলে যেও না। সহায় হও প্রভু, তুমি আমার সহায় হও।

ঃ ভয় নেই যেরেমিয়া, ভয় কি? আমাকে তুমি ভয় করবে কেন? আজ আমি তোমার প্রহরী, আমি-যে তোমার রক্ষক।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ চার ॥

অহিকমের বিশ্রাম নেই। মাত্র দু'টি দিন। এরই মধ্যে যা কিছু করবার করে নিতে হবে। একজন একজন করে সব ক'জন লোকপ্রধানের সঙ্গেই তিনি দেখা করলেন। সকলের মুখেই যেরেমিয়ার কথা। যেরেমিয়ার মৃত্যুদণ্ডের সবাই বিরোধী। ইতিপূর্বে বহু নবীর রক্তপাতে জেরুজালেমের পবিত্র ভূমি কলঙ্কিত হয়েছে। প্রভুর বাণী ঘোষণা করবার অপরাধে ফুলের মত নিষ্পাপ যেরেমিয়াকে হত্যা করা হলে ইহুদী জাতির পাপের ভরা পূর্ণ হবে। প্রভু আর কত সহ্য করবেন? তাঁর ক্রোধাগ্নির মুখে সব কিছুই তৃণের মত ভস্ম হয়ে যাবে। এই কথাই তাঁরা বলাবলি করেন।

কিন্তু রাজার এই দুষ্ট সংকল্পকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি কার? প্রভুর মন্দিরের সেবকগণ? তারাই তো যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বেশি আক্রমণ-মুখর। তারাই তো রাজাকে এ বিষয়ে প্ররোচিত করে চলেছে, এ খবরটুকু আজ আর কারু কাছে অজানা নয়। লোকপ্রধানগণ? তাঁরা তো নামেই প্রধান। কি ক্ষমতা আছে আজ তাঁদের? হ্যাঁ, সে একদিন ছিল যখন লোক-সাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কোথায় গেল সে দিন?

অহিকম অবাক হয়ে দেখলেন, যেরেমিয়ার ব্যাপারটাকে উপলক্ষ করে একটা বহু পুরানো ঘুমন্ত সমস্যা যেন আবার আস্তে আস্তে মাথা তুলে উঠতে চাইছে। অহিকমের ঘরে লোকপ্রধানেরা মিলিত হয়েছিলেন এক গোপন সভায়। কথার পিঠে কথা বাড়তে বাড়তে মেষকালে সেই সমস্যাটাই যেন আলোচনার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল। লোকপ্রধানদের মধ্যে বয়সে যিনি প্রাচীনতম তিনি বলছিলেন—

ঃ আমাদেরই তো দোষ। একদিন সমাজের সব কিছু ভালমন্দ দেখবার ও বিধিব্যবস্থা করবার ভার তো এই লোকপ্রধানদের উপরেই ছিল। সে দিন কোথায় ছিল রাজা? আর সমস্ত জাতির মধ্যে রাজা ছিল, কিন্তু ইহুদীরা এক যিহোবা ছাড়া আর কাউকে রাজা বলে মানত না, আর কারু কাছে মাথা নোয়াত না। বিচারপতি শামুয়েলের আমলে আমাদের পূর্বপুরুষদের কি-যে মতিভ্রম ঘটল! তাঁরা দলবেঁধে বৃদ্ধ শামুয়েলকে গিরে ধরে বললেন, দেখুন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। আপনার পুত্রেরা আপনার পথে চলে না। অন্য অন্য জাতির মত শাসন ও বিচার করবার জন্য আপনি আমাদের এক জন রাজা দিন।

ঃ কি বললেন শামুয়েল?

ঃ তিনি বললেন, হায় মন্দভাগ্য, তোমরা এসব কি কথা বলছ? তোমাদের মাথার উপর একজন রাজা আছেন, যিনি সকল রাজার রাজা। তিনি যিহোবা। তিনি তোমাদের

BanglaBook.org

শাসন করছেন, পালন করছেন। তিনি থাকতে আবার অন্য রাজার কি প্রয়োজন হল তোমাদের? কিন্তু শামুয়েলের কথা তাঁদের মনঃপূত হোল না। অবুঝের মত মাথা নেড়ে তাঁরা বায়না ধরলেন, না, ওদের সবার রাজা আছে, আমাদেরও রাজা চাই। রাজা না হলে আমাদের চলবে না।

ঃ তারপর ? শামুয়েল কি তাঁদের রাজা দিলেন?

ঃ তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন, আবার তোমরা রাজার কথা বলছ? তোমাদের ভয় নেই? রাজার নিয়ম কি তোমরা জান? তাঁরা বললেন, না, আমরা জানি না।

ঃ তিনি বললেন, তবে আমার কাছে শোন। তোমাদের উপর যেই রাজা থাকবেন তাঁর এই নিয়ম থাকবে যে, তিনি তোমাদের নিয়ে আপনার রথ ও অশ্বের জন্য নিযুক্ত করবেন। তারা তাঁর রথের আগে আগে দৌড়াবে। আর তিনি তাদের আপনার সহস্রপতি ও পঞ্চাশৎপতি নিযুক্ত করবেন। আবার কেউ কেউ তাঁর ভূমি চাষ ও শস্য কাটবার কাজে এবং যুদ্ধের অস্ত্র ও রথের সজ্জা নির্মাণ করবার কাজে নিযুক্ত হবে। আর তিনি তোমাদের মেয়েদের নিয়ে তাঁর সুগন্ধ-প্রস্তুতকারিণী, পাচিকা ও রুটি ওয়ালীর কাজে নিযুক্ত করেবেন। আর তিনি তোমাদের শস্যক্ষেত্র, দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও জলপাই গাছগুলোকে আপন দাসদের হাতে সমর্পণ করবেন। আর তোমাদের শস্যের ও দ্রাক্ষার দশমাংশ নিয়ে আপন কর্মচারী ও দাসদের দেবেন। আর তিনি তোমাদের দাসদাসী ও উত্তম যুবা পুরুষদের এবং তোমাদের গাইগুলোকে আপন কার্যে নিযুক্ত করবেন। তিনি তোমাদের মেষসমূহের দশমাংশ গ্রহণ করবেন। সেদিন তোমরা আপনাদের মনোনীত রাজার কারণে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করবে। কিন্তু প্রভু সেদিন তোমাদের এই ক্রন্দনে কোন সাড়া দেবেন না।

একজন লোকপ্রধান শামুয়েলের এই কথার সমর্থন করে বললেন, ঠিক কথাই বলেছিলেন শামুয়েল। আজ তো আমাদের সেই দশাই চলছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেদিন যে-ভুল করেছিলেন, এখন তার ফল ফলছে। কোন্ প্রয়োজন ছিল আমাদের রাজার? যেন ভিটে মাটি বিক্রী করে গয়না পরবার শখ।

আর একজন প্রশ্ন করলেন, বিচারপতি শামুয়েলের এই কথার উত্তরে কি বললেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা?

ঃ তাঁরা কিন্তু এই সুযুক্তিতে কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা তাঁদের শক্ত ঘাড় বাঁকিয়ে বললেন, না, আমাদের একজন রাজা না হলেই চলবে না। তবেই আমরা পৃথিবীর আর সকল জাতির সমান হতে পারব। আমাদের রাজা আমাদের শাসন করবেন, পালন করবেন, আর শত্রুরা দেশ আক্রমণ করলে আমাদের অগ্রগামী হয়ে যুদ্ধ করবেন। অবশেষে আমাদের পূর্বপুরুষদের মনস্কামনা সিদ্ধ হোল। তাঁরা রাজা পেলেন। আর সে দিন থেকেই ইহুদী জাতির লোকপ্রধানদের গৌরবসূর্য ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে যেতে লাগল।

'লোকপ্রধানদের সেই মহিমার অবসান হয়েছে, তাকে কি আর পুনর্জীবিত করে তোলা যায় না? যে-সূর্য একবার অস্ত গিয়েছে রাত্রির অন্তে পূর্বদিগন্তে আবার কি তার উদয় হয় না?'— অহিকমের মনে হোল, এই একটি জিজ্ঞাসা যেন সকলের মনের মধ্যে চাপা-পড়ে-যাওয়া আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। যেরেমিয়ার প্রশ্নটা আজ আর শুধু যেরেমিয়ার ভাল মন্দের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারছে না। এ যেন একটা বৃহত্তর,

BanglaBook.org

ব্যাপকতর আলোড়নের পূর্বাভাস, যার তাৎপর্য পুরাপুরি বোঝবার মত সামর্থ্য অহিকমের নেই। তবু তীক্ষ্ণ-ঘ্রাণশক্তি-বিশিষ্ট পশুর মত এটা সংঘাত সংর্ঘষময় সম্ভাবনার আঘ্রাণ অহিকমের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে তুলল।

কিন্তু কারা তুলবে সেই ঝড়? এই লোকপ্রধানেরাই? একজন একজন করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হতাশ হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এরা শুধু পেছন দিকে তাকিয়ে অলস স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। এদের চোখে ঝড়-বিদ্যুতের আভাস ইঙ্গিত নেই। কিন্তু তবু আসন্ন ঝড়ের সেই অস্পষ্ট সংকেত তাঁর মনটাকে এমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে তা কি একেবারেই মিথ্যে? না, ঝড় একটা উঠবেই। কিন্তু কোন্ দিক থেকে?

অতীতের স্মৃতি নিয়ে বহু চর্বিতচর্বণ করবার পর অবশেষে উপস্থিত সমস্যাদি নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা এবং আলোচনান্তে একটা সিদ্ধান্তও নেওয়া গেল। যেরেমিয়া যদি ধৃত হন এবং বিচারসভার সম্মুখে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়, তবে লোকপ্রধানেরা তাঁর মুক্তির সপক্ষেই অভিমত দেবেন। কিন্তু তাঁদের অভিমতের আজ কতটুকুই বা মূল্য, এই প্রশ্ন সকলের মনেই ছিল। এই অভিমত দেওয়ার অতিরিক্ত আর কিই বা তাঁদের করণীয় থাকতে পারে?

অহিকম ভাবছিলেন অন্য কথা। অক্ষম মেরুদণ্ডবিহীন এই প্রাণীগুলোর দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে ভাবছিলেন, এই সিদ্ধান্তটুকু শেষ পর্যন্ত কতটুকু কার্যকর হবে, তাই বা কে বলতে পারে? প্রকাশ্য বিচারসভায় রাজপ্রতিনিধি ও মন্দিরের আচার্য পশহুরের রক্ত-চক্ষুর সম্মুখে এই গলিত-নখদন্ত স্থবিরদের মনোবল কতটা দৃঢ় থাকতে পারবে তাই বা কে জানে। এই মিলিত ষড়যন্ত্রের হিংস্র থাবা থেকে যেরেমিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসা বড় সহজ কাজ নয়।

কিন্তু কোথায় যেরেমিয়া? লোকপ্রধানেরা পরস্পরকে প্রশ্ন করতে লাগলেন। রাজকোষ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি কি দূর গ্রামাঞ্চলে লুকিয়ে আছেন, না কি ভাববাদী ইউরায়ার মত আশ্রয় লাভের জন্য মিসরের দিকে ছুটেছেন? পরস্পরকে প্রশ্ন করলেও সকলের দৃষ্টি অহিকমের মুখের দিকে নিবদ্ধ। অহিকম-যে যেরেমিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ কথা কি কারু কাছে অজ্ঞাত আছে? অহিকম বললেন, নবী যেরেমিয়া নগর ছেড়ে পালিয়েছেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আপনারা কি শোনেন নি, রাজপুরুষেরা এখনও ঘোষণা করছে যে, যেরেমিয়া এই নগরের মধ্যেই আছেন। তিনি নগর থেকে বাইরে যাবার সুযোগ পান নি। এখনও তারা ঘোষণা করে ফিরছে— যে-নাগরিক এই দেশদ্রোহীকে আশ্রয় দিয়েছে, তার পদমর্যাদা যত উঁচুই হোক না কেন, এই অপরাধে তাকে কঠিন দণ্ডভোগ করতে হবে।

লোকপ্রধানদের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন, এই সন্দেহ-যে শেষ পর্যন্ত লোকপ্রধানদের উপর এসে পড়বে না, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? এ কথা সকলেই নিঃশব্দ অনুমোদন লাভ করল। অহিকম দেখলেন, কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের মুখেই কালো ছায়া পড়ল। সভা ভাঙ্গার জন্য সবাই উসখুস করতে লাগলেন। সভা ভেঙ্গে যেতে সময় লাগল না। একটু ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি অহিকমের ঠোঁটের উপর খেলা করে গেল। তিনি ভাবছিলেন, আমি কি কঞ্চি দিয়ে তরোয়ালের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছি?

BanglaBook.org

॥ পাঁচ ॥

অহিকমের বিশ্রাম নেই। মাত্র একটি দিন। ঘটনার প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। অহিকমের মনে হচ্ছে তিনি যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলতে পারছেন না। পথে ঘাটে যাদের সঙ্গে দেখা হয় তাদের চোখে মুখে একই কথা। নগরবাসীরা যেন আর সব কথা ভুলে গেছে। একই কথা নিয়ে কানাকানি। চোখে চোখে সেই একই ইসারা আর ইঙ্গিত।

পথের মোড়ে মোড়ে রাজভৃত্যেরা রাজকীয় ঘোষণাবাণী পাঠ করছেঃ নবী বলে অভিহিত বিন্নামিন প্রদেশের এ্যানাথোথ-নিবাসী হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়াকে দেশদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ধর্ম ও রাজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদকারী এবং নগরের শান্তি ও নিরাপত্তা-ভঙ্গকারী হীনমতি এই যেরেমিয়া প্রাণভয়ে এই নগরের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। নগরবাসীদের যে তাঁর সন্ধান দিতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

ঘোষণাকারীদের ঘিরে লোকের ভীড় বেড়ে চলেছে। তারা ঘোষণা শুনছে আর অর্থসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে। নানা জনে নানা কথা বলছে, ঃ তাঁকে ওরা কোথায় পাবে? প্রভু যাকে রক্ষা করেন, রাজার হাত সেখানে পৌঁছতে পারে নাঃ যেরেমিয়া সর্বত্যাগী, নিজের জন্য তিনি কিছুই চান না। আমাদের মত দুঃখী মানুষের জন্যই তিনি তাঁর জীবন পণ করেছেন। তাই অত্যাচারী রাজা আর পেটমোটা যাজকের দল তাঁকে হত্যা করে আপনাদের পথ পরিষ্কার করে নিতে চাইছে।

ঃ চুপ, চুপ চুপ, মনের কথা মনেই চাপা দে। রাস্তা ঘাটে এসব কথা বলতে নেই। এ কথা যদি ওদের কানে যায়, তবে আর রক্ষা থাকবে না।

ঃ আরে রেখে দে, অত ভয় কিসের? মরতে তো একদিন হবেই।

ঃ যিহোবার নাম নিয়ে এই অনাচার আর কতদিন চলবে? যিহোবা কি নেই? তিনি কি সব কিছু দেখছেন না? ওরা ভেবেছে কি? এমনি করে নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনবে।

ঃ আমরা অনেক সহ্য করেছি কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। আমরা আর সহ্য করব না। ওরা যদি নবী যেরেমিয়ার গায়ে একটি আঙ্গুল ছোঁয়ায় আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব না। হ্যাঁ, আমরাও প্রাণ দিতে জানি।

কত লোকে কত কথাই না বলছে! অহিকম পথে পথে ঘুরে ঘুরে কান পেতে শুনছেন, আর চোখ মেলে দেখছেন। নগরের রং যেন দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নগরবাসীদের

BanglaBook.org

চোখে মুখে সংকল্পের দৃঢ়তা ফুটে উঠছেঃ 'যেরেমিয়া আমাদের মানুষ, তাঁকে আমরা মরতে দেব না। কিছুতেই না।' এই একটি কথা সকলের মনের কথা। কি মন্ত্র জানে সেই আত্মভোলা নিঃসম্বল যেরেমিয়া, কোন্ গুণে সে এদের এমন করে বশ করে নিয়েছে? অহিকম অবাক হয়ে ভাবেন মনে মনে, এত শক্তি ছড়ানো রয়েছে নগরের পথে পথে! এই নগরীর সাধারণ মানুষের এত বীর্য এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? আজ মনে হচ্ছে, এতদিন লোকপ্রধান থেকেও লোকের যথার্থ পরিচয় লাভ করতে যেন অনেক বাকী ছিল তাঁর। এরা তো লোকপ্রধান নয়, এরা যে লোক।

বেলা বাড়তে লাগল। আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠল। উত্তেজনাও ক্রমেই উঁচু গ্রামে উঠতে লাগল। রাজভৃত্য ও শান্তিরক্ষকদের কর্মব্যস্ততা ও চঞ্চলতা অস্বাভাবিক রকম বেশি দেখা যাচ্ছে। ওরা কি কোন রকম অশান্তির আশঙ্কা করছে?

অহিকম ঘরে ফিরলেন। এখনও অনেক কাজ বাকী। তাঁর অনুরক্ত প্রচারকের দল নগরময় ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত নগর যেন কানাকানি করে কথা বলছে। এ পর্যন্ত যেটুকু সংবাদ পেয়েছেন, তাতে মনে হয় ওদের কাজ ভালই চলছে। অবস্থা গরম হয়েই আছে প্রয়োজন একটু স্ফুলিঙ্গের। কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গুণে গুণে পা ফেলতে হচ্ছে। বিপদ পদে পদে। রাজার লোকেরা আর মন্দিরের সেবকরা শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে ফিরছে।

ঘরে ফিরে এসে যা দেখলেন, অহিকমের চক্ষুস্থির। দলে দলে লোক লোকপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে। তারা বলে, আপনারা লোকপ্রধান, আপনাদের প্রধান বলে আমরা মান্য করি। কিন্তু জেরুজালেমের এই দুর্দিনে আপনারা এমন নিশ্চেষ্ট হয়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? এত রক্ত পান করেও রাজাদের তৃপ্তি হয় নি? এবার যিহোবার নিজের মানুষ যেরেমিয়াকে হত্যার চক্রান্ত চলছে। নবী যেরেমিয়া যদি সত্য সত্যই ধরা পড়েন, আর তাঁর বিচার হয়, তাহলে আপনারা লোকপ্রধানেরা তখন তাঁর পক্ষে থাকবেন কি না, আপনাদের মুখ থেকে এ কথা আজ আমরা স্পষ্ট করে শুনে নিতে চাই।

শান্ত ভেড়ার মত নিরীহ লোকগুলো এমন করেও কথা বলতে পারে! অবস্থা দেখে লোকপ্রধানদের মুখ চুন হয়ে গিয়েছে। এ সমস্ত খবর যদি রাজার কাছে বা মন্দির-প্রভুদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়, তখন যেরেমিয়ার ভবিষ্যৎ যা-ই হোক আর না হোক তাদের নিজেদের অবস্থাটা হবে কি? আর এ সমস্ত খবর কি কখনও চাপা থাকে? ওদের চরেরা কোথায় নেই? উপরওয়ালারা নিশ্চয় মনে করবেন, এই লোকপ্রধানেরাই লোকগুলোকে উসকিয়ে তুলছেন। রাজা যিহোয়াকীম কি আর তা নিঃশব্দে সহ্য করে যাবেন? কোথা থেকে এক বিপত্তি এসে ঘাড়ে চাপল? লোকপ্রধানেরা এতদিন নিশ্চিন্ত মনে মোড়লী করে এসেছেন, কিন্তু তার মধ্যে-যে এত ঝামেলা থাকতে পারে সে কথা কে জানত? এখন এই মারমুখো লোকগুলোকে তাঁরা কি বলে বুঝ দেবেন? অবস্থা বেগতিক বুঝে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি নেই বলে অন্তঃপুরে আশ্রয় নিলেন, কেউ বা রোগশয্যায় শয়ান হলেন। অহিকমের দুয়ারেও লোকের ভীড়। অহিকম তাদের বুঝিয়ে বললেনঃ দেখুন, লোকপ্রধান বলুন আর যাই বলুন, আমরা সামান্য প্রাণীমাত্র।

BanglaBook.org

এ যুগে আমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। যেখানে গেলে সত্যিকারের কাজ হবে সেই রাজা আর মন্দিরের কর্তাদের কাছে গিয়ে বলুন।

তারা বললঃ হ্যাঁ, আমরা যাব। যখন সময় আসবে তখন যাবই তো। আর যখন যাব, যাওয়ার মত করেই যাব, কিন্তু আপনারা তো আর রাজভৃত্য নন, আপনারা আমাদেরই মানুষ। আমাদের দশ জনকে নিয়েই আপনাদের চলতে হবে। সেই কথাটাই আপনাদের জানিয়ে দিতে এলাম।

অহিকম স্থির দৃষ্টিতে তাদের মুখের দিকে তাকালেন। এর মধ্যে কাউকে তিনি চেনেন। একজনের পর একজন সবার মুখের উপর দিয়ে তিনি তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। কিন্তু এক জায়গায় এসে তাঁর চোখ যেন আটকে গেল। ওই-যে লোকটি পেছন দিকে গলাটা লম্বা করে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি-যে চেনেন, হ্যাঁ চেনেন তিনি ওকে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছেন না, কোথায় ওকে দেখেছেন। কোথায়? কোথায়?— মুহূর্তে অন্ধকারের মধ্যে পরিচিতির বিদ্যুদ্দীপ্তি ফুটে উঠল। হ্যাঁ, এইবার তিনি চিনেছেন। ওই-যে ওর ঠোঁটের ধারে লম্বা কাটা দাগটা, যা ওর মুখের উপর একটা ক্রূরতার ছাপ এঁকে দিয়েছে, ওই দাগটাই চিনিয়ে দিয়েছে ওকে। আশ্চর্য পশহুরের একজন বিশ্বস্ত অনুচর। লেবীয় সম্প্রদায়ের লোক। পবিত্র মসিনার কাপড় ছেড়ে সাধারণ নাগরিকদের পোশাকে দিব্যি তাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কিন্তু ঠোঁটের ওই কাটা দাগটা সে গোপন করতে পারে নি।

অহিকম বুঝলেন, পেছনে মাছি লেগেছে। এ মাছি মন্দিরের মাছি। রাজপ্রাসাদের মাছিরাও-যে এর মধ্যে নেই, এমন কথাই বা কে বলতে পারে? এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ছায়ালোকের অধিবাসীরা পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করে চলছে। হুঁশিয়ার অহিকম, হুঁশিয়ার। যে ঐশ্বর্য তুমি তোমার পাতালঘরে লুকিয়ে রেখেছ, এই একটি দিন তাঁকে চোখের মণির মত সযত্নে রক্ষা করে চলতে হবে। এই একটি দিন, এখনও অনেক কাজ বাকী। তারপর আগামীকাল। আগামীকাল একটি নতুন ও চমকপ্রদ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হবে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। যে-সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, সবই অনুকূলে।

জিল্লাকে ডেকে বললেন, শোন জিল্লা, খুব সাবধান। ওরা চারদিকে জাল ফেলেছে। সে জাল আমাদেরও ঘিরে ফেলেছে। আমাদের বাড়ির আনাচে কানাচে ওদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। সাবধান, দাস-দাসীরা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। আজকের এই দিনটির মত পাতালঘরের তোমার প্রিয় বন্ধুটিকে রক্ষা করে চলবার দায়িত্ব তোমার।

জিল্লা চমকে উঠলেন। চোরের চমক। পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করে ঠোঁটের আগায় একটু মিষ্টি হাসি টেনে এনে বললেন, প্রিয় বন্ধু আমার না তোমার?

অহিকমের চোখ দু'টি সুমিষ্ট কৌতুকে হেসে উঠল। জিল্লার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ঃ আমাদের দু'জনেরই। এবার কোন আপত্তি নেই তো? ভুল বলেছি আমি? জিল্লা স্থির দৃষ্টিতে অহিকমের মুখের দিকে তাকালেন। অহিকম কিন্তু আর কোন কথাই

BanglaBook.org

বললেন না। শুধু তাঁর চোখ দু'টি হাসতে লাগল। আস্তে আস্তে জিল্লার চোখের পাতা দু'টি নেমে এল।

ঃ তোমার আর কিছু বলার আছে প্রিয়?

ঃ না, কিছুই নেই।

ঃ কিছু নেই? কেন নেই? যদি বলার কিছু থাকেই, মন খুলে বলে ফেলাই কি ভাল নয়?

ঃ না, আমার বলার কিছুই নেই। কেন মিছে ভাবছ জিল্লা? আমি ওকে এত বেশি ভালবাসি যে, ঈর্ষা করার কথা ভাবতেই পারি না। ও কি মানুষ? ও -যে -ঈর্ষা দ্বেষের সীমানার বাইরে। আর ওকে না ভালবেসে পারা যায় না। ও যেন কি যাদু জানে।

ঃ কিন্তু —

ঃ না, কিন্তু নয়। আজ তোমার কাছ থেকে কোন 'কিন্তু' আমি শুনতে চাই না। জিল্লা, আজ আমরা অতিক্রান্ত-যৌবন, প্রবীণ, সন্তানের জনক-জননী, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই সংসারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ ঘটেছে। আজ সেই সুদূর শিশু-যৌবনের আনন্দ বেদনায় উজ্জ্বল দিনগুলোকে যদি একটু সস্নেহ প্রশ্রয়ের হাসিতে বরণ করে নিতে না পারি তবে মিথ্যা আমাদের এই ভালবাসা।

জিল্লা কাঁপতে লাগলেন যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে অহিকমের বুকের উপর ভেঙ্গে পড়লেন, গুন গুন করে গানের মতই গুঞ্জন করে চললেন। প্রিয়, তুমি এত মহৎ, এত সুন্দর! তোমার এই উদার প্রশস্ত বুকে আমাকে একটু প্রাণভরে কাঁদতে দাও। আমি বহু দুঃখ পেয়েছি, অনেক অশ্রু আমার এই বুকে জমে আছে। আমার এই বোঝা আমাকে একটু নামাতে দাও।

ঃ আঃ কর কি, কর কি জিল্লা, ওরা দেখবে যে।

ঃ দেখুক।

অহিকম অবাক হয়ে ভাবছিলেন, এ সংসারে একদিকে রাজত্ব, প্রভুত্ব আর ধর্মের নামে চলেছে প্রাণ নিয়ে নিষ্ঠুর হানাহানি, ষড়যন্ত্র, শোষণ, লুণ্ঠন, অত্যাচার, ব্যভিচার। আর তারই এক পাশে অন্তঃশীলা নদীর মত প্রেমের ধারা বয়ে চলেছে জীবনের দুই কূল সঞ্জীবিত করে, এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

কিন্তু এই দার্শনিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় নেই। অহিকম আবার বেরিয়ে পড়লেন। রাজপথ তাঁকে ডাকছে। পথ দিয়ে কয়েকজন লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিল। অহিকম ডাকলেন, য়ুসুফ, য়ুসুফ শোনো। ওদের মধ্য থেকে একটি যুবক সামনে এগিয়ে এল। বছর ত্রিশেক বয়স হবে।

ঃ তোমার বন্ধুদের বিদায় করে দিয়ে চট করে ওই খাবারের দোকানটায় চলে এস য়ুসুফ।

ঃ এক্ষুণি আসছি।

অহিকম খাবারের দোকানটায় ঢুকে পড়লেন। কিছু খাবার আর দ্রাক্ষারসের ফরমায়েস করবার সঙ্গে সঙ্গেই য়ুসুফ তাঁর পাশের আসনে এসে বসে পড়ল।

ঃ তারপর, তোমরা সব তৈরি তো?

BanglaBook.org

ঃ সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা করবেন না।

ঃ ধর কাল সকালেই যদি তিনি ওদের হাতে ধরা পড়ে যান? চমকে উঠল য়ুসুফ। কার সকালেই? কখন? কোথায়?

ঃ এই দেখ, যে-কথা কেউ জানে না সে কথা আমি কেমন করে বলব? আমি বলছি একটা কথার কথা।

গলার সুর নামিয়ে য়ুসুফ ধীরে ধীরে বললঃ লোকে বলে লোকপ্রধান নাকি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কেউ কেউ এমন পর্যন্ত মনে করে থাকে, তাঁর সম্পর্কে যে-কথা কেউ জানে না, লোকপ্রধানের হয়তো বা তেমন কথাও জানা থাকতে পারে।

ঃ বটে, কি সর্বনেশে লোক সব। এখন বুঝি আবার আমার পেছনে লেগেছ? পাগল হয়েছ তোমরা! নবী যেরেমিয়ার আবার বন্ধু! একমাত্র যিহোবা ছাড়া আর কাউকে চেনেন নাকি তিনি? আমি বলছিলাম, ধর হয়েই যদি যায়। সব রকম অবস্থার জন্যই তৈরি থাকতে হবে তো।

য়ুসুফ হাসি মুখে উত্তর দিলঃ বেশ ধরেই নিলাম, কাল সকালে হয়েই যদি যায়?—হ্যাঁ, তবু আমরা তৈরি আছি।

ঃ বেশ, কত লোক জড় করতে পারবে?

ঃ অত অঙ্ক কষে বলতে পারব না। তবে হ্যাঁ, এ কথা বলতে পারি, আমরা নিজেরা যদি অন্তত শ' খানেক লোকও যোগাড় করতে পারি, হাজার লোক নাকি এমনিতেই আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দেবে। লোকের মনের ভাবটা দেখেছেন, অনেক দিনের জমানো রাগ। ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে।

ঃ কিন্তু একটা কথা য়ুসুফ, কোন রকম দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাতে পারবে না। লোকপ্রধানেরা মুখে যে যা-ই বলুন না কেন, মনে মনে তোমাদের সঙ্গেই আছেন এ কথাটা ভুলে যেও না। মাথা গরম করে যা তা একটা কিছু যদি করে বস, তাহলে তোমরা কিন্তু তাঁদের সমর্থন হারাবে।

ঃ না, না, হাঙ্গামা করবার কি দরকার আমাদের? তবে একটা কথা, ওরা যদি আগে এসে হামলা করে বসে, তখন-যে কি হবে, এটা কিন্তু কেউ বলতে পারে না।

ঃ না না, ওরা তা করবে না। আমার এই কথাটা তুমি বিশ্বাস করতে পার।

ঃ বেশ, তাহলে আমরাও কিছু করব না।

য়ুসুফ চলে গেল। দোকানের সামনের দিকে একটি লোক বসে ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। একটু খটকা লাগল অহিকমের মনে। আবার নিজের মনেই তিনি ভাবলেন যে, আজ অতিরিক্ত মাত্রায় সন্দেহ রোগে ভুগছেন না তো?

সন্ধ্যা হয় হয়। অহিকম দোকান ছেড়ে পথে নামলেন। কয়েক পা এগোতেই কে যেন পেছন থেকে নাম ধরে ডাকল—লোকপ্রধান, যিহোবা আপনার মঙ্গল করুন।

অহিকম পেছন ফিরে চেয়ে দেখলেন হুশরিয়ের পুত্র কাদমিয়েল। রাজার অতি বিশ্বস্ত অনুচর, কাদমিয়েল। সবার কাছেই পরিচিত। 'যিহোবা আপনার মঙ্গল করুণ', অত্যন্ত অপ্রসন্ন চিত্তে অহিকম তার এই সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিলেন। জোঁকের মত এরা যেন তাঁরই সঙ্গে আটকে আছে, মুহূর্তের জন্যও ছাড়তে চায় না।

BanglaBook.org

ঃ লোকপ্রধানকে এ ক'দিন যেন একটু অতিমাত্রায় ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে? কাদমিয়েলের কথার ভঙ্গিটা বাঁকা।

ঃ ঠিকই বলেছেন। ফসল ওঠবার সময় প্রতি বছরই এই অবস্থা। এই সময়টা চোখে মুখে আর পথ দেখা যায় না।

ঃ বাড়িতে আপনার বাজে লোকের উৎপাত বড় বেশি। একটু শান্তিতে থাকতে দেয় না, না? ওদেরও তো একটু বিবেচনা থাকা উচিত।

ঃ লোকপ্রধান হলে লোকের ঝামেলা একটু পোয়াতে তো হবেই। আমার অসুবিধা হচ্ছে বলে তাদের তো আর ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

ঃ তা অবশ্য যায় না। একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ করা যাচ্ছে, লোকপ্রধানেরা সম্প্রতি আগেকার দিনের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলছে। সেদিন মন্দিরের লোকেরা বলাবলি করছিল, লোকপ্রধানেরা নাকি অতি উৎসাহের ঝোঁকে তাদের নিজেদের সীমানা ডিঙ্গিয়ে চলছেন।

ঃ উঁচু মহলে আজকাল আমাদের নিয়ে এই ধরনের কথাবার্তাই চলছে বুঝি?

কাদমিয়েল বিনয়ে একেবারে গলে পড়ল।

ঃ দেখুন আমরা সামান্য বেতনভোগী রাজভৃত্য। উঁচু মহল বলতে আমরা যা বুঝি আপনারা লোকপ্রধানরা তো তারই একটা অংশ। আপনি বুঝি তা থেকে বাইরে থাকতে চান?

তার কথা শেষ হবার আগেই কাদমিয়েল সশব্দে হেসে উঠল। অহিকম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসলেন, যে, কি হয়েছে?

ঃ আপনারা লোকপ্রধানেরা আজকাল বুঝি অনুচর ছাড়া এক পাও চলেন না? এর পরেও উঁচু মহল থেকে বাইরে থাকতে চান?

ঃ তার মানে?

ঃ পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখুন তাহলেই মানেটা বুঝতে পারবেন। অহিকম পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, সেই ঠোঁটকাটা মন্দিরের লোকটা তাঁর পেছন পেছন আসছে। হঠাৎ তাঁকে ফিরে দাঁড়াতে দেখে লোকটা থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

কাদমিয়েল আবার হেসে উঠল। অহিকমও হাসলেন। অহিকম বললেনঃ হৃতগৌরব লোকপ্রধানদের মর্যাদা আপনারাই বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমাকে এখনই বাড়ি ফিরতে হবে। যিহোবা আপনার মঙ্গল করুন।

কাদমিয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অহিকম দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে কিছুটা দুর্বোধ বলেই মনে হচ্ছিল। মন্দির আর রাজপ্রাসাদ দু'দিক থেকেই তাঁর উপর নজর পড়েছে। কিন্তু একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ করবার মত। এই দুই পক্ষের পরস্পরের মাঝখানে কেমন যেন একটা গরমিল দেখা যাচ্ছে। দু'পক্ষের ভিতরকার ঠোকাঠুকিটা তো আর আজকার নয়। এ-যে ঐতিহাসিক ধারা বেয়ে চলে আসছে। সে-সব কথা অহিকমের অজানা নয়। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে যেরেমিয়ার ব্যাপারে এই দু'পক্ষ তো একপক্ষ। কিন্তু এই জায়গাতেও কি ওরা ঠিক গায়ে গায়ে মিলতে পারছে না? কেন? এর অর্থই বা কি?

BanglaBook.org

ঘরে বাইরে যেখানেই যান না কেন, ওদের এড়িয়ে চলবার উপায় নেই। একটা দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে তিনি অনুভব করতে লাগলেন, ওরা যেন তাঁর চারদিকে জালটা ক্রমেই গুটিয়ে নিয়ে আসছে। আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটবে তো?

একবার পেছন ফিরে দেখলেন। ঠোঁটকাটা লোকটা খসে পড়েছে। খসে কি আর সত্যিই পড়েছে? একটু আড়ালে আছে হয়তো। কাদমিয়েল কোথায় তাই বা কে বলবে! অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। জায়গা নির্জন। অহিকম এইবার একটু স্বস্তি বোধ করলেন। এতক্ষণে দুষ্টগ্রহের হাত থেকে বোধ হয় মুক্তি পেয়েছেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই। সেই মুহূর্তেই, কোথায় ওৎ পেতে বসেছিল কে জানে, কয়েকটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে জাপটে ধরল। আচমকা এভাবে আক্রান্ত হয়ে অহিকম আত্মরক্ষার সামান্য চেষ্টাটুকুও করতে পারলেন না। প্রতিরোধের শেষ চেষ্টায় শুধু একটা অস্ফুট আর্তনাদ তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত পড়ল। তাঁর সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল। অচৈতন্যের ঘোরে ক্রমশই তিনি তলিয়ে যেতে লাগলেন।

কিন্তু তবু তিনি পুরোপুরি জ্ঞান হারান নি, চেতন-অচেতনের সীমান্তে অবস্থান করছিলেন। সেই অবস্থাতেও বুঝতে পারছিলেন, ওরা কাপড় দিয়ে তাঁর মুখ বাঁধছে। তারপর ওরা ক'জন তাঁকে কাঁধে নিয়ে ছুটে চলল। কারা এরা? কোথায় নিয়ে চলেছে তাঁকে? কেন? হঠাৎ দৃশ্যের রূপান্তর ঘটল, ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ। কারা যেন ওদের ঘিরে ধরেছে। কে যেন চিৎকার করে কি বলল, আর তাঁর বাহকেরা তাঁকে পথে নামিয়ে রেখে ছুটে পালিয়ে গেল। কারা যেন তাঁকে টেনে ঘোড়ার উপর তুলছে। তারপর ঘোড়াটা ছুটল। কে যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। কিন্তু মাথায় বড় যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা ক্রমশই বাড়ছে। তিনি আরও আরও গড়িয়ে তলিয়ে যেতে লাগলেন। পাতাল-ঘর—যেরেমিয়া—জিল্লা—তারপর? তারপর সীমাহীন অন্ধকার।

অহিকম যখন চোখ মেললেন তখন দেখলেন ঘরটি একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু তাঁর সামনে যে-লোকটি বসেছিল, সে তাঁর খুবই পরিচিত। চিনতে দেরি হল না—কাদমিয়েল। হুশরিয়ের পুত্র কাদমিয়েল। অহিকম উঠে বসলেন। কাদমিয়েল একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, একি, উঠে বসলেন কেন?

অহিকম অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠলেন, একি, আমি এখানে কেন? পরক্ষণেই তাঁর সব কথা মনে পড়ে গেল।

ঃ ও, আপনিই বুঝি আমাকে বন্দী করে নিয়ে এসেছেন?

ঃ সে কথা আর বলবেন না। কি দুর্ভোগের মধ্যেই পড়েছিলেন আজ।

ভাগ্যিস ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়টায় আমরা সেখানে গিয়ে পড়লাম। যিহোবা সদয়, তাঁরই অনুগ্রহে আপনাকে ওদের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে পেরেছি। তা না হলে—

ঃ মুক্ত ? আমি কি মুক্ত? আপনার কথাই যদি সত্য হবে তা হলে আমি আমার নিজের ঘরে নেই কেন?

ঃ কেন মিছে আপনি ভাবছেন? নিজের ঘরের মতই নিরাপদ স্থানে আপনি আছেন।

BanglaBook.org

আপনার সঙ্গে আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। সেইটুকু মিটে গেলেই আপনাকে আপনার গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ঃ প্রয়োজন? আমার সঙ্গে আপনাদের কিসের প্রয়োজন?

ঃ তাও আপনার অজানা নয়, বলাটা বাহুল্য মাত্র। তবুও বলছি, আপনার বন্ধু নবী যেরেমিয়া গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। কিন্তু তিনি তিন দিন থেকে নিরুদ্দেশ। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি নগর থেকে বাইরে যেতে পারেন নি, এর মধ্যেই কোথাও আছেন। আমরা এ বিষয়েও নিশ্চিত যে, আপনিই তাঁকে গোপনে আশ্রয় দিয়ে বিচারকার্যে বাধা সৃষ্টি করছেন। রাজার আদেশ, আপনি তাঁকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এজন্য আপনাকে কোন দণ্ডভোগ করতে হবে না। আর বিচারে নবী যেরেমিয়া যদি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন, তবে কেউ তাঁর কেশ স্পর্শ করতে পারবে না।

ঃ আমার সম্পর্কে এ রকম অদ্ভুত ধারণা পোষণ করবার কারণটা কি? আমার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য চির, এইটাই কি আমার অপরাধ? এই নগরীতে নবী যেরেমিয়ার অনুরাগী লোকের সংখ্যা বড় কম নয়, এ কথাটাও কি আপনারা জানেন না? আপনারা কি সত্য সত্যই মনে করেন যে, আমি তাঁকে আমার গৃহে লুকিয়ে রেখেছি?

ঃ প্রথমে কেউ সেই রকমই সন্দেহ করেছিলেন বটে। কিন্তু পরে আপনার গৃহ তল্লাস করে দেখা গেল, সেই ধারণাটা ঠিক নয়। অত কাঁচা কাজ আপনি করেন নি।

ঃ আমার গৃহে তল্লাস? সে কি? কখন?

ঃ আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার পরেই। না, না, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনার পরিবারের কারু উপর কোনরূপ অসম্মান বা অমর্যাদা করা হয় নি। তল্লাসীর ব্যাপারে যতটুকু না করলেই নয় ঠিক ততটুকুই করা হয়েছে।

ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার গৃহ তল্লাস করা কি আপনাদের উচিত কাজ হয়েছে? একজন লোকপ্রধানের গৃহে যদি এভাবে হামলা চলতে পারে তবে সাধারণ নাগরিকদের মানমর্যাদার নিশ্চয়তা কোথায়?

ঃ রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য অপ্রীতিকর হলেও অনেক কাজ করতে হয়। কিন্তু দেখুন, আমি তো রাজার সামান্য একজন আজ্ঞাবাহক মাত্র। এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তো আমার দেবার কথা নয়।

ঃ বেশ, বুঝলাম। কিন্তু প্রথমেই আমাকে যারা আক্রমণ করেছিল, তারা কারা? তাদের কাছেই বা আমি কি অপরাধ করেছিলাম?

ঃ আপনি অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোক। আমাকে এ প্রশ্ন না করে আপনি নিজে চিন্তা করলেই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। কিন্তু আমি কি আজ এই ঘটনা ঘটবার একটু আগেই আপনাকে একবার সতর্ক করে দিই নি?

ঃ তা দিয়েছিলেন। অস্বীকার করব না। কিন্তু সেই সতর্কতায় আমার লাভ কি? আপনিও তো আমার মিত্রপক্ষ নন।

ঃ আপাতত তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু কোন কথাই জোর করে বলা চলে না। নগরীর আবহাওয়া অত্যন্ত অস্থির। ঘটনার মোড় যে-ভাবে ঘুরে চলেছে, তাতে যে-

BanglaBook.org

কোন সময় শক্তি-সমন্বয়ের প্রকৃতি রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। আজকার এই একটি দিন চিন্তার অনেক নতুন উপাদান সংগ্রহ করে এনেছে।

ঃ আপনার এই কথাটি কিন্তু সামান্য আজ্ঞাবহের মত শোনাচ্ছে না। সে যা-ই হোক, এখন আপনারা আমাকে নিয়ে কি করতে চান, তা-ই বলুন।

ঃ আপনার মুক্তি সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে। আপনি এই মুহূর্তে মুক্তি পেতে পারেন, যদি—

ঃ যদি আমি অসাধ্য সাধন করি, তাই না? যা জানি না, তা বলা আমার পক্ষে, শুধু আমার পক্ষেই বা কেন, কারু পক্ষেই সম্ভব নয়।

ঃ তাহলে আপনাকে কিছুদিন এই খানেই অপেক্ষা করতে হবে। তবে আপনি রাজ-অতিথির মর্যাদায় থাকবেন।

ঃ কত দিন?

ঃ যতদিন নবী যেরেমিয়ার সন্ধান না মেলে। কথা বলতে বলতে কাদমিয়েল হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল। বাইরে দেউড়ীর কাছে কি একটা শোনা যাচ্ছিল। একটু বাদেই একজন প্রহরী দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। কাদমিয়েলকে ঘরের এক পাশে সরিয়ে নিয়ে সে তার কানে কানে কি কথা বলল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। অহিকম অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, হঠাৎ এমন উত্তেজনার কি কারণ ঘটল।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে কাদমিয়েল প্রসন্নমুখে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

ঃ লোকপ্রধান অহিকম, আপনার জন্য সুসংবাদ।

ঃ সুসংবাদ?

ঃ হ্যাঁ, সুসংবাদ। আপনি মুক্ত। এখনই আপনাকে আপনার গৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। বলুন, এ কি সুসংবাদ নয়? অহিকম কথাটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

ঃ মুক্ত? আপনি কি বলছেন? তবে-যে এইমাত্র বললেন—

ঃ না, আর তার প্রয়োজন হবে না। নবী যেরেমিয়া এইমাত্র নিজেই আমাদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছেন।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ ছয় ॥

বিন্নামিন প্রদেশের এ্যানাথোথ-নিবাসী হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, আপনার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, এই বিচারসভায় আপনার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলো এতই গুরুতর যে, রাজা ও মন্দিরের পক্ষ থেকে এজন্য আপনার মৃত্যুদণ্ডের দাবী করা হয়েছে। এই বিচারসভায় মন্দিরের প্রতিনিধিগণ, অধ্যক্ষগণ ও লোকপ্রধানগণ উপস্থিত আছেন। সকল পক্ষের বক্তব্য শোনবার পর তাঁরা তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করে বিচার-কার্যের সহায়তা করবেন। হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, ন্যায়ের বিধান-অনুসারে আপনাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, আপনি কি আপনার পক্ষ সমর্থন করার মত বক্তা বা আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দেবার মত কোন সাক্ষী উপস্থিত করবেন? বিচারপতি তাঁর প্রাথমিক বক্তব্য শেষ করে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যেরেমিয়ার দিকে তাকালেন।

ঃ একমাত্র যিহোবাই আমার পক্ষসমর্থনকারী বক্তা, একমাত্র যিহোবাই আমার সাক্ষী। কোন মানুষের উপর আমার কোন নির্ভরতা নেই। যেয়েমিয়ার উচ্চ কণ্ঠের বজ্রগম্ভীর ধ্বনি বিচারগৃহের প্রাচীরের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। কিছুকালের জন্য সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল। উপস্থিত প্রতিনিধিগণ পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। বহুদিন থেকে বহু বিচারের কাজ তাঁরা চালিয়ে এসেছেন, কিন্তু স্বয়ং যিহোবাকে কারু পক্ষ-সমর্থনে বক্তৃতা করতে বা কারু পক্ষে সাক্ষ্য দিতে তাঁরা কেউ কোনদিন দেখেন নি। তাঁদের মধ্যে একটু অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল।

বিচারপতি আবার বললেন ঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, এই পার্থিব বিচারসভার কাজ এতকাল আমাদের মত মানুষেরাই চালিয়ে এসেছে। যিহোবা বিচারসভার কাজ পরিচালনার যাবতীয় ভার আমাদের মত মানুষের উপরেই ন্যস্ত করে এসেছেন। কিন্তু তিনি নিজে কোনদিন কারু পক্ষ নিয়ে কোন কথা বলতে আসেন না। যেরেমিয়া প্রতিবাদ করে বললেন ঃ না, এ কথা ঠিক নয়। মিসরের ফেরাউনের মোষাল থেকে যেদিন প্রভু ইসরায়েল সন্তানদের মুক্ত করে দিয়ে এলেন, সেদিন থেকে শুধু বিচারের বিষয়ে নয়, সর্ব বিষয়েই প্রভুকে কথা বলতে হয়েছে। যারা তাঁর বিরুদ্ধে অবাধ্যতা করেছে, ঘাড় শক্ত করে দাঁড়িয়েছে, তাদের তিনি ভর্ৎসনা করেছেন, অভিসম্পাত করেছেন, কঠিন হস্তে শাসন করেছেন, এ কথা কার অবিদিত?

BanglaBook.org

একজন মন্দিরের প্রতিনিধি এই কথার উপরে বললেন ঃ প্রভু কথা বলেছেন, তা মানি। কিন্তু নিজ মুখে বলেন নি। তিনি যা কিছু বলেছিলেন, তাঁর আপন মানুষ মোশির মুখ দিয়ে বলেছিলেন। কিন্তু আজ সেই মোশিও নেই, সেই দিনও চলে গিয়েছে।

ঃ না, সে দিন চলে যায় নি। প্রভুর বাণী নিত্য ধ্বনিত হয়ে চলছে। তাঁর আপন ভৃত্য তিনি সর্বযুগেই সৃষ্টি করেন। তাঁদের মুখ দিয়েই তিনি কথা বলেন।

ঃ সম্প্রতি তিনি বুঝি আপনার মুখ দিয়েই বলছেন। একজন বিদ্রূপোক্তি করল।

ঃ হ্যাঁ, আমার মুখ দিয়েই। আমি-যে তাঁর কথা শুনতে পাই।

কয়েকজন এক সঙ্গে কলরব করে উঠলঃ স্পর্ধা দেখেছ লোকটার! ভয় নেই প্রাণে!

যেরেমিয়া স্থির কণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ না, ভয় নেই, আমি কেন ভয় করব, প্রভু যাকে অনুগ্রহ করেন, তার আর ভয় থাকে না, সে চির নির্ভয়।

প্রতিপক্ষ স্তব্ধ হয়ে গেল। কতক্ষণ কারু মুখে কোন কথা ফুটল না।

বিচারপতি প্রশ্ন করলেন ঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, আপনি কি আপনাকে নবী বলে ঘোষণা করেন।

ঃ নবী কাকে বলে আমি জানি না। তবে প্রভু আমাকে যেমন দেখান, আমি তেমনি দেখি, যেমন বলান, তেমনি বলি, যেমনি করান তেমনি করি। আমার নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই।

আচার্য পশহুর এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এবার তিনি মুখ খুললেন ঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, আপনি যদি সত্যসত্যই নবী হয়ে থাকেন, তাহলে যিহোবার দিব্য, এই পবিত্র ধর্মসভায় দাঁড়িয়ে সুস্পষ্টভাবে বলুন, আপনি কোন দৈবচিহ্ন দেখাতে পারেন বা কোন অলৌকিক কার্য করতে পারেন?

ঃ কোন দৈবচিহ্ন দেখানো বা কোন অলৌকিক কার্য করা আমার পেশা নয়। আমি যাদুকর, ডাইন বা গুপ্তমন্ত্রবিদ নই। আমি শুধু প্রভুর প্রত্যাদেশ ঘোষণা করে বেড়াই । এই আমার কাজ, এই আমার জীবন।

কয়েকটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

ঃ ধর্মদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, ভণ্ড।

ঃ প্রভুর মানুষ মোশি কি কোন দৈবচিহ্ন দেখান নি বা অলৌকিক কার্য করেন নি?

ঃ আইজাইয়া ও অন্যান্য প্রেরিত পুরুষরা কি ব্যবসা ফাঁদবার জন্য অলৌকিক কার্যাদি করেছেন?

ঃ নবীদের সম্পর্কে কি জঘন্য অপবাদ! এই অপরাধের জন্যই এর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। কোলাহল বেড়ে উঠল। বিচারপতি গোলমাল থামাবার জন্য তাঁর ন্যায়দণ্ড ঊর্ধ্বে তুললেন। প্রতিবাদকারীরা সংযত হোল। বিচারপতি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, অভিযুক্ত নবী কিনা আপাতত সে প্রশ্ন স্থগিত থাকুক। এবার বিচারকার্য আরম্ভ হবে। আমি এখানে উপস্থিত অভিযোগকারী, অভিযুক্ত এবং বিচারার্থে আহূত মন্দিরের প্রতিনিধিগণ, অধ্যক্ষগণ ও লোকপ্রধানগণের উদ্দেশে বলছি, এই মহাপবিত্র ধর্মাধিকরণের সম্মুখে আপনারা যে-সমস্ত উক্তি বা সিদ্ধান্ত করবেন, তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র মিথ্যা বা কপটতা থাকে, তাহলে পরলোকে অনন্ত নরকাগ্নি আপনাদের জন্য প্রজ্বলিত থাকবে।

BanglaBook.org

এই কথা স্মরণ রেখে আপনারা আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হোন। প্রথমে মন্দিরের অধ্যক্ষ মেলেফিয়ার পুত্র পশহুর, আপনি আপনার অভিযোগ উত্থাপন করুন। আচার্য পশহুর উঠে দাঁড়ালেন।

"পশহুর, পশহুর, শোন শোন, কি বলছেন"— চারদিকে কানাকানি পড়ে গেল।

ঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া প্রকাশ্য জনসমাবেশের মধ্যে প্রভুর মন্দিরের বিরুদ্ধে অনর্গল মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তিনি রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে সকলের সমনের মন্দিরের অধ্যক্ষ, যাজক ও সেবকদের নামে থুথু ফেলেন, আমাদের হোম ও বলিদানকে শয়তানের পূজা বলে আখ্যা দেন।

ঃ ধিক ধিক, মিথ্যা কুৎসাকারীর উপর প্রভুর অভিসম্পাত নেমে আসুক, মৃত্যুদণ্ড, একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই এর উপযুক্ত শাস্তি— মন্দিরের লোকেরা গর্জন করে উঠল।

বিচারপতি যেরেমিয়ার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেনঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, এ অভিযোগ গুরুতর। আপনি বলুন, এ কি সত্য?

যেরেমিয়া উত্তর দিলেনঃ আচার্য পশহুর যা বলেছেন তা অসত্য নয়। কিন্তু আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থিত করা হয় নি।

ঃ বেশ আপনার যা বক্তব্য আপনি নিজ মুখেই বলুন।

ঃ বলছি। কিন্তু আমি নয়, আমার কণ্ঠ দিয়ে প্রভুই বলছেন; আঃ, আমার ঘৃণ্য সন্তানগণ, তোমরা আমার মন্দিরে স্বর্ণময় দীপবৃক্ষের উপর শত শত রত্নদীপ জ্বালাও, সুগন্ধি ধূপ পুড়িয়ে সুবাস ছড়াও, তোমরা আমার ভোগের জন্য স্তূপীকৃত অর্ঘ্য সাজাও আর বলির পশুর রক্তে মন্দির-প্রাঙ্গণ কর্দমাক্ত করে তোল। আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি, না তোমরা আমাকে সৃষ্টি করেছ যে, তোমরা আমাকে শিশুর মত ভুলিয়ে রাখতে চাও? তোমাদের এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা কি আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে পারে? তোমাদের লেবীয় বাদকদের সন্ধ্যারতির উচ্চ দম্ফ-মৃদঙ্গ-করতাল-কাংস্যধ্বনি কি আমার কর্ণকে বধির করে রাখতে পারে? আমি কি দেখতে পাই না, তোমাদের ওই পবিত্র মসিনা-বস্ত্রের যবনিকার অন্তরালে ব্যভিচারের কি গোপন স্রোত বয়ে চলেছে? আমি কি জানি না, কত পূজার্থিনী রমণীর সতীত্ব-ধর্মকে মন্দিরের সেবকদের কামাগ্নিতে আহুতি দেওয়া চলেছে?

প্রধান যাজক মেসায়ার পুত্র জেফানিয়া আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারলেন না। স্থান কাল অবস্থা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেনঃ

ঃ আঃ, এই ক্ষিপ্ত গরলস্রাবী কুকুরটার মুখটাকে কেউ বন্ধ করে দিতে পারে না! একজন তরুণ অধ্যক্ষ প্রধান যাজকের এই আপত্তিতে বাধা দিয়ে বললেন, না, এ কখনই সংগত কথা নয়। বিচারপতি আদেশ দিয়েছেন, অভিযুক্তকে তাঁর বক্তব্য অবশ্যই বলতে দিতে হবে। বিচারপতি তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, অভিযুক্তের মুখ বন্ধ করবার অধিকার আমাদের নেই। আপনারা ভুলবেন না অভিযুক্তের মাথার উপর মৃত্যুদণ্ডের খড়গ ঝুলছে। তাঁর পক্ষে সমর্থন করবার মত কোন বক্তা নেই, তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য দেবার মত কোন সাক্ষী নেই। কাজেই তাঁর বক্তব্য বলবার পুরোপুরি সুযোগ তাঁকে দিতেই হবে। এতে কারু অধৈর্য হলে চলবে না।

BanglaBook.org

যেরেমিয়া বলে চললেনঃ তোমরা আমার নাম করে প্রথমজাত পশু ও ফলশস্যাদি এবং উৎপন্নের দশমাংশ প্রজাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে আস। আর সেই সম্পদের অধিকাংশ দিয়ে তোমরা আপন ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তুলছ। তোমরা শুনে রাখ, এই পাহাড় একদিন তোমাদেরই কবরস্তূপে পরিণত হবে। কে একজন চিৎকার দিয়ে উঠলঃ মিথ্যা কথা।

ঃ 'আকাশ, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচরে। এ হেন আমি, আমার কাছ থেকে কি তোমরা লুকিয়ে থাকতে পার? একদিন আমি আপন হাতে বিশুদ্ধ বীজ বপন করে এক উন্নত দ্রাক্ষালতাকে লালন করে তুলেছিলাম। আজ তা বন্যলতার মত জটিল শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে মন্দিরকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আর তারই আড়ালে মন্দিরের মধ্যে গোবৎস, পক্ষী ও নাগদেবতারা গোপন ভূগর্ভে এসে আশ্রয় নিয়েছে। একদিন আমি এই মন্দিরের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলাম, আর আজ তোমরা পরজাতীয়দের পূজিত মিথ্যা দেবতাদের আমার ঘরে এনে ঠাঁই করে দিয়েছ। একদিন সুন্দরী জেরুজালেম আমার একনিষ্ঠ শয্যাসঙ্গিনী ছিল, আর আজ সে নিত্য নতুন উপপতি সংগ্রহ করে আমার গৃহকে বেশ্যালয়ে পরিণত করছে, আমি কি তা জানি না?'

মন্দিরের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের কলরব উঠল।

বিচারপতি প্রশ্ন করলেনঃ হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া, মন্দির- সম্পর্কে আপনি যে-সমস্ত কথা বলছেন, আপনি কি তার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?

ঃ না, প্রভুর কথার উপর কোন সাক্ষী বা প্রমাণের প্রয়োজন করে না।

বিচারপতি বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ রাজার পক্ষ থেকে যিনি অভিযোগ উপস্থিত করবেন, তিনি তাঁর বক্তব্য বলুন।

রাজার প্রতিনিধি একজন প্রবীণ অধ্যক্ষ এগিয়ে এলেন। যেরেমিয়া রাজদ্রোহী। তিনি রাজার বিরুদ্ধে প্রজাদের উত্তেজিত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। যেরেমিয়া জাতিদ্রোহী, দেশদ্রোহী। তিনি জেরুজালেম ও য়াহুদার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে, আমাদের দেশ বিদেশী আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হবে, মন্দির ধ্বংস হবে এবং জেরুজালেম পৃথিবীর জাতিবর্গের সম্মুখে অভিশপ্ত নগরী বলে গণ্য হবে।

ঃ আপনার সাক্ষী আছে?

ঃ সাক্ষীর অভাব নেই, কিন্তু সম্ভবত তার কোন প্রয়োজন হবে না, যেরেমিয়া নিজেই বলুন আমার এই অভিযোগ সত্য কি না।

বিচারপতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যেরেমিয়ার দিকে তাকাতেই যেরেমিয়া বললেনঃ এ কথা দিনের আলোর মত সত্য। কিন্তু আমি প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। আমি কোন কথা বলতে চাই নি। একদিন প্রভু আমার নাম ধরে ডাকলেন, যেরেমিয়া, যেরেমিয়া!

— প্রভু, এই-যে আমি।

— তোমাকে আমি কি বলতে পাঠিয়েছিলাম? তুমি কথা বলছ না কেন যেরেমিয়া? তুমি এমন ভয় করছ কেন? তুমি কাকে ভয় করছ? আমি তো তোমার সঙ্গে আছি।

BanglaBook.org

আমি তোমাকে রক্ষা করব। এই বলে প্রভু তাঁর দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর অঙ্গুলীর অগ্রভাগ এসে আমার ওষ্ঠ স্পর্শ করল। আর তিনি বললেন, যেরেমিয়া, দেখ এই-যে আমার বাণী তোমার মুখে দিয়ে দিলাম। আর তোমার কি চাই?

হ্যাঁ, আমি তখন গর্জে উঠলাম। আমার আর ভয় রইল না, দ্বিধা রইল না। আমি বললামঃ রাজা, তুমি তোমার ঐশ্বর্য আর শক্তির গর্বে প্রমত্ত। আমিই তোমাকে একদিন রাজপদে বসিয়েছি। কিন্তু তুমি আজ আমার কথা ভুলে গিয়েছ। রাজা, তুমি অত্যাচারী, প্রজাদের জীবন তুমি অশান্তিময় করে তুলেছ। তোমার এই দুঃসাহস আমি আর কত দিন নিঃশব্দে সহ্য করব! যেদিন আমার প্রবল হস্তের আঘাত দুর্নিবার বেগে নেমে আসবে, সেদিন মায়ের গর্ভে প্রবিষ্ট হবার আগে যেমন ছিলে, তেমনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তুমি। আর তোমার এই রাজত্ব আর ঐশ্বর্য আর প্রতাপ জল-বুদ্‌বুদের মতই ফুৎকারে মিলিয়ে যাবে। আর পৃথিবীর মানুষ তাই দেখে হাসবে, কেউ তোমার জন্য এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

প্রভু আমাকে ডাক দিলেন,— যেরেমিয়া, যেরেমিয়া!

— প্রভু, এই-যে আমি।

— যেরেমিয়া, তোমার চোখের সামনে তুমি ওটা কি দেখছ?

—আমি দেখছি বাদাম গাছের বিশাল এক দণ্ড।

— ঠিকই দেখছ তুমি। আমি তোমাকে যে-কথা বলেছি, ওই দণ্ড দিয়েই আমি তা সুসম্পন্ন করব। আমি ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি। আমি কিছুতেই নিবৃত্ত হব না।

প্রভু আবার আমাকে ডাকলেন,—যেরেমিয়া, যেরেমিয়া!

— প্রভু, এই-যে আমি।

— তোমার চোখের সামনে তুমি কি দেখছ যেরেমিয়া?

— আমি দেখছি একটা ধাতুপাত্র। তার মধ্যে একটা তরল পদাথ টগবগ করে ফুটছে। পাত্রের মুখ দিয়ে রক্তবর্ণ ধূম উদ্‌গীরিত হচ্ছে।

—পাত্রের মুখ কোন্ দিকে?

— উত্তর দিকে।

প্রভু বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই দেখছ। ধ্বংসের বাহিনী তো উত্তর দিক থেকেই আসবে। তাদের আক্রমণ সারা দেশের উপর মহামারীর মতই ভেঙ্গে পড়বে। জেরুজালেম আর যারূশালেম আর যাহুদাদের সমস্ত নগরের প্রাকারের চতুর্দিকে আর দ্বারের মুখে মুখে তারা তাদের সিংহাসন স্থাপন করবে। আর তখন সেই চূড়ান্ত মুহূর্তে আমি আমার চরম দণ্ড ঘোষণা করব। তখন আমার এই অবাধ্য সন্তানেরা যারা দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমার পথ পরিত্যাগ করে অধর্মের পথ গ্রহণ করেছে, যারা আমার দিকে পেছন করে অন্যান্য দেবতার সামনে ধূপ পুড়িয়েছে, আর নিজেদের হাতে গড়া ধাতু কাঠ আর পাথরের মূর্তিকে পুজো করছে, তাদের উপর এমন কঠিন দণ্ড নেমে আসবে যার তুলনা নেই। সমস্ত মানুষের কাছে তা এক বিভীষিকা-পূর্ণ দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এই সময় আচার্য পশহুর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ এই প্রলাপোক্তি আমাদের আর কত শুনতে হবে? আমাদের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

BanglaBook.org

বিচারপতি যেরেমিয়াকে উদ্দেশ করে বললেনঃ আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজা ও মন্দিরের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন, কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগের সপক্ষে আপনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন? প্রমাণ ছাড়া এসব কথার মূল্য কি? আপনি ভাল করে ভেবে দেখুন।

ঃ আমার প্রমাণ যিহোবা।

দক্ষিণ দিকের আসনগুলো থেকে বিদ্রূপের হাস্যধ্বনি শোনা গেল। অহিকম সচকিত হয়ে প্রথমের দক্ষিণ দিকে, পরে বাম দিকে তাকালেন। দক্ষিণে মন্দিরের প্রতিনিধিদের মুখে বিজয়োল্লাসের চিহ্ন। বামদিকে অধ্যক্ষদের মধ্যে একটু বাদ-প্রতিবাদ চলেছে। রাজপ্রতিনিধি হিসেবে যেই প্রাচীন অধ্যক্ষ অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন, তিনি তরুণ অধ্যক্ষটিকে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে বাগে আনতে পারছেন না। বয়সে তরুণ হলেও মর্যাদায় তিনি ছোট নন। সকলেই জানেন তিনি রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র।

অহিকমের মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অধ্যক্ষদের ভেতরে এ নিয়ে-যে কোনরূপ মতভেদ ঘটতে পারে এ কথাটা তাঁর হিসেবের মধ্যে ছিল না।

বিচারপতি বললেনঃ অভিযুক্ত হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া তাঁর বিরুদ্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ আনা হয়েছে তার খণ্ডন করবার জন্য বা আত্মপক্ষ সমর্থন করবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না। ফলে আমাদের কাজটা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এখন আপনারা সমস্ত দিক বিবেচনা করে আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করুন।

মতামত জানবার জন্য তিনি দক্ষিণে মন্দিরের প্রতিনিধিদের দিকে তাকালেন। তাঁদের অভিমত পেতে একটুও দেরি হোল না। তাঁরা সবাই একমত হয়ে যেরেমিয়ার প্রাণদণ্ডের পক্ষে অভিমত দিলেন। বিচারপতি এবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাম দিকে তাকালেন। অধ্যক্ষেরা তখনও পরস্পর বাদানুবাদে রত। ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন তরুণ অধ্যক্ষটির পক্ষ নিয়েছেন। ফলে তাঁরা কোন ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। তাঁরা তাঁদের মতামত স্থির করবার জন্য আরও একটু সময় চাইলেন। অহিকম লক্ষ্য করলেন আচার্য পশহুরের চোখ দুটো যেন জ্বলছে। যদি সম্ভব হোত, তিনি ওই তরুণ অধ্যক্ষটিকে তাঁর চোখের আগুনে ভস্ম করে ফেলতেন। অহিকম আচার্য পশহুরের ভেতরকার হিংস্র পশুটাকে আর কখনও এমন নগ্নমূর্তিতে দেখেন নি।

বিচারপতি সবার পেছনে-পড়া লোকপ্রধানদের দিকে তাকালেন। এ যুগের লোকপ্রধানরা সর্বব্যাপারেই পেছনে থাকাটা পছন্দ করেন। বিচারপতির এই নিঃশব্দ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা উসখুস করতে লাগলেন। যেরেমিয়ার প্রাণদণ্ড তাঁরা কেউ চান না, এ বিষয়ে তাঁরা সবাই একমত। কিন্তু কেউ সাহস করে উঠতে চাইছিলেন না। আচার্য শহুরের দুটো চোখ-যে জ্বল জ্বল করে তাঁদের দিকেই তাকিয়ে আছে। অহিকম বুঝলেন এতগুলো প্রাচীন ব্যক্তির তুলনায় অপ্রাচীন হলেও তাঁকেই উঠতে হবে। তিনি বিচারপতির কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, আমাদের অভিমত জ্ঞাপন প্রসঙ্গে আমার কিছু বলবার আছে। বিচারার্থে উপস্থিত প্রতিনিধিদের উদ্দেশেই আমি আমাদের পক্ষের এই কথাগুলো বলতে চাই। যদি অনুমতি পাই, তবেই বলতে পারি।

BanglaBook.org

বিচারসভায় একটা কানাকানির বাতাস বয়ে গেল— অহিকম, অহিকম— যেরেমিয়ার বন্ধু অহিকম।

বিচারপতি অহিকমকে তাঁর বক্তব্য বলবার অনুমতি দিলেন। অধ্যক্ষ পশহুর অহিকমকে উঠতে দেখে একটু তিক্ত ও বাঁকা হাসি হেসে বললেন, লোকপ্রধান অহিকম কি অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করবার জন্য উঠেছেন?

এর উত্তরে অহিকম মন্তব্য করলেন, আচার্য পশহুর প্রবীণ ও পদস্থ লোক। বিচারসভার কার্যপদ্ধতি-সম্পর্কে তাঁর একটু বেশি অভিজ্ঞতা থাকবে, এইটাই আমরা আশা করি। আমরা প্রতিনিধিরা এখানে বিচারার্থে আহূত হয়েছি। সুবিচারের জন্য আমরা দায়ী। আমরা যা কিছু বলব সুবিচারের সহায়তার জন্যই বলব। অভিযোগকারী বা অভিযুক্তের পক্ষ সমর্থন করা আমাদের কাজ নয়।

প্রধান যাজক জেফানিয়া বলে উঠলেনঃ লোকপ্রধান অহিকম-যে অভিযুক্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এ কথা কি কারু কাছে অবিদিত আছে?

বিচারপতি ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন ঃ এ কথা অবান্তর। লোকপ্রধান অহিকম, আপনি আপনার বক্তব্য বলুন। এমন সময় বাইরে বহু লোকের কোলাহলের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা দূর থেকে এগিয়ে আসছে। বিচারসভার সমস্ত লোক সচকিত হয়ে উঠল।

বিচারপতি ডাকলেনঃ দ্বারপাল!

দ্বারপাল এসে অভিবাদন জানাল।

ঃ বাইরে ও কিসের গোলমাল?

ঃ অনেক লোক এসে জড় হচ্ছে। হয়তো বিচারের ফলাফল জানবার জন্য আসছে।

সমস্ত বিচারগৃহে একমাত্র অহিকম ছাড়া আসল কথাটা কেউ বুঝল না। আশায় উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। মঙ্গলময় যিহোবাকে ধন্যবাদ! যুসুফ মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি।

বিচারপতি ব্যস্ত হয়ে আদেশ দিলেন ঃ দ্বার বন্ধ করে দাও।

অহিকম তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। আমরা এই জাতীয় বিচার-সমস্যার সঙ্গে আর কোনদিন মুখোমুখি হই নি। অভিযুক্ত হিলফিয়ার পুত্র যেরেমিয়া লোকসমাজে নবীবলে পরিচিত ও সম্মানিত। তিনি স্পষ্টভাষী, সত্যবাদী ও নির্ভীক। তাঁর জীবন বিপন্ন এ কথা জানা-সত্ত্বেও সমস্ত অভিযোগ তিনি সত্যবলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, তিনি যা কিছু বলেছেন সবই যিহোবার আদেশে বলেছেন এবং জাতির কল্যাণের জন্যই বলেছেন। সাধারণ প্রচলিত দৃষ্টি নিয়ে এর বিচার করা চলে না। আমরা জানি ইসরায়েল জাতির ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে বহু নবী লোককল্যাণ ও জাতির নিস্তারের জন্য এই জাতীয় এমন অনেক উক্তি করে গেছেন, যা আপাত-দৃষ্টিতে ধর্মদ্রোহ, রাজদ্রোহ, দেশদ্রোহ বলে মনে হলেও তাঁরা আজ জাতির পথদর্শক ও বন্ধু বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন। আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে, রাজমালায় ও বংশমালায় সেই সব কথা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে। অনুরূপ অভিযোগে নবী আইজাইয়াকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলত। কিন্তু আমরা কি তা সমর্থন করতাম?

BanglaBook.org

বাইরের গোলমালটা ক্রমশই বড়ে উঠছে। কোলাহল এবার আর অস্পষ্ট নয়, সুস্পষ্ট ধ্বনি শোনা গেল।

বিচারসভায় সমবেত ব্যক্তিগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন, ওরা ধ্বনি তুলছে—যেরেমিয়ার মুক্তি চাই! যেরেমিয়ার মুক্তি চাই! অহিকমের স্নায়ুগুলো আবেগে টন্‌টন্ করে উঠল। একবার কটাক্ষে তাকিয়ে দেখলেন আচার্য পশহুরের দিকে। ক্রোধে বিকৃত তাঁর মুখভঙ্গি, উত্তেজনায় সর্বশরীর কাঁপছে। আচার্য পশহুর ক্ষিপ্তের মতই বলে উঠলেনঃ ষড়যন্ত্র—একটা বিরাট ষড়যন্ত্র! পবিত্র ধর্মাধিকরণের উপর হামলা করে বিচারকে প্রভাবিত করতে চাইছে এরা। লোকপ্রধান অহিকম আপনি অনেক বক্তৃতা করেছেন। এখন অকারেণে সময় ক্ষেপণ না করে আপনাদের অভিমতটা জানিয়ে আপনাদের স্বরূপ উদঘাটিত করুন।

অহিকম শান্ত কণ্ঠে বললেনঃ আচার্য পশহুরের মত প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে এতটা অসংযম শোভা পায় না। আমার বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। মাননীয় বিচারপতি যদি অনুমতি করেন, তবে বলি। বিচারপতি বললেনঃ আপনি বলুন। আমরা অত্যন্ত গুরুতর একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি। এ তো শুধু ব্যক্তিবিশেষের প্রশ্ন নয়, সমগ্র জাতির কল্যাণ অকল্যাণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। কাজেই অমন ব্যস্ততার কিছু নেই।

অহিকম বলে চললেনঃ আমি আপনাদের স্মরণ করাতে চাই, রাজা হিজিফিয়ার আমলে অনুরূপ সমস্যাই একবার দেখা দিয়েছিল। যোরাস্থীয় নবী মিকা লোককল্যাণের উদ্দেশে অভিযুক্ত যেরেমিয়ার মতই মুক্তকণ্ঠে প্রভুর প্রত্যাদেশ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সেদিন দূরে নয় যখন সমগ্র য়াহুদা ভূমি দুর্ধর্ষ শত্রু-কর্তৃক কর্ষিত হয়ে যাবে, পবিত্র জেরুজালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। ইহুদী জাতি পৃথিবীর জাতিবর্গের সম্মুখে হাস্যাস্পদ ও করুণার পাত্র বলে বিবেচিত হবে। সে তো বহুদিনের কথা নয়। এই জেরুজালেমের বুকের উপর দাঁড়িয়ে নবী মিকা যখন প্রকাশ্যে এই বাণী প্রচার করলেন, তখন আজকের মত সেদিনও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধেও এই রকমই মৃত্যুদণ্ডের দাবী তোলা হয়েছিল। কিন্তু সেই দাবী পূর্ণ করা হয়েছিল কি? না, নবী মিকার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করবার মত দুঃসাহস সেদিন কারু হয় নি। মাননীয় বিচারপতি আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। এবার উপস্থিত লোকপ্রধানদের নির্দেশে তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে আমি এই পবিত্র ধর্মাধিকরণের সম্মুখে নিবেদন করছি যে, আমরা মনে করি অভিযুক্ত যেরেমিয়াকে মুক্তিদান করাই সংগত।

'যেরেমিয়ার মুক্তি চাই'—বহু কণ্ঠের মিলিত উচ্চধ্বনি মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে এসে আছড়ে পড়ছিল। দ্বারপাল ছুটে এসে সংবাদ দিল, বাইরে হাজার হাজার লোক এসে জড় হচ্ছে। লোক আসছেই শুধু আসছেই, বন্যাধারার মত ছুটে আসছে।

বিচারপতি বাম দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনারা?

বিচারসভায় উপস্থিত সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে অধ্যক্ষগণ তাঁদের অভিমত জানালেনঃ সকলের সমস্ত বক্তব্য শোনবার পর এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করার পর আমরা মনে করি অভিযুক্ত যেরেমিয়াকে মুক্তিদান করাই সংগত।

BanglaBook.org

এবার বিচারপতি তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন ঃ বিচারার্থ সমবেত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের সঙ্গে একমত হয়ে আমি অভিযুক্ত হিরফিয়ার পুত্র যেরেমিয়াকে মুক্তির আদেশ দিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে সংবাদটা বিদ্যুদ্‌বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত জনতার আনন্দরোল আকাশ স্পর্শ করল। আনন্দে উল্লাসে যেন ওরা সমস্ত আকাশটাকে লুটেপুটে নিতে চাইছে। এমন দৃশ্য জেরুজালেম কি আর কোন দিন দেখেছে? একটা বিপুল বিস্ময় ও অননুভূত ভাবাবেগে আলোড়িত অহিকম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন। এই দুর্বার প্রাণাবেগে এতদিন ওরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল? এরাই কি শান্তশিষ্ট নিরীহ প্রাণীগুলো যাদের সঙ্গে প্রতিদিন পথ চলতে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, আর যারা মাথা নুয়ে তাঁকে অভিবাদন জানায় সেই পরিচিত সাধারণ মানুষগুলোকে আজ যেন আর তিনি চিনে উঠতে পারছেন না। অহিকম ভিড় ঠেলে যেরেমিয়াকে খোঁজ করতে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কোথায় পাবেন তাঁকে? যেরেমিয়াকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে ওরা তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আপনাদের মাঝখানে। এর মধ্য থেকে তাঁকে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করা বৃথা। কে জানে, কেমন করে জোগাড় করে নিয়ে এসেছে—বেজে উঠল বাঁশী, করতাল আর জগঝম্প। বাজনা বেজে চলল। আর তারই তালে তালে আনন্দে উন্মত্ত লোকগুলো হাতে হাত ধরে নাচতে লাগল। যেন যুদ্ধজয়ের নৃত্য।

হঠাৎ তাদের সমস্ত আনন্দরোল ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে শিঙ্গার উচ্চ ও তীক্ষ্ণ হুঁশিয়ারী বেজে উঠল। বিপদের ঘণ্টা বাজতে লাগল— ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং! কি হয়েছে! কি হয়েছে! এই আকস্মিক বিপদ সংকেতে আনন্দমুখর জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলের মুখে আতঙ্কের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণাকারীরে উচ্চ কণ্ঠের ঘোষণা শোনা গেল। দ্বার বন্ধ কর, দ্বার বন্ধ কর, নগরীর দ্বার বন্ধ কর। যাহুদী আক্রান্ত, জেরুজালেম আক্রান্ত, বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের সৈন্যগণ য়াহুদার সীমান্ত অতিক্রম করে ভেতরে এসে প্রবেশ করেছে। ওরা ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। নাগরিকগণ, শান্তিপূর্ণভাবে যে যার ঘরে ফিরে যাও। প্রাচীর-প্রহরীগণ নিজ নিজ স্থানে মোতায়েন থাকো। দ্বার বন্ধ কর, দ্বার বন্ধ কর, নগরীর দ্বার বন্ধ কর।

বিপদের ঘণ্টা বেজে চলল— ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ সাত ॥

অবরুদ্ধ জেরুজালেম। বাবিলরাজের ক্যালদীয় সৈন্যরা চারদিক ঘেরাও করে বসে আছে। হায় অবরুদ্ধ নগরী। জেরুজালেমের আজ এমন শক্তি নেই যে, দুর্ধর্ষ শত্রুবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে প্রকাশ্যে মুখোমুখি হতে পারে, তার সৈন্যদের বীর্য নেই, অস্ত্রে ধার নেই। রথ জীর্ণ, অশ্বশালা শূন্য। লোকে বলে একদিন প্রভুর আশীর্বাদ তাকে অক্ষয় বর্মের মতই ঘিরে রাখত। কিন্তু পাপাসক্ত এই অবাধ্য নগরী প্রভুর বিরাগভাজন হয়েছে। তিনিও আজ তাঁর সন্তানদের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। কিছুই নেই, তবে আছে কি? আছে শুধু এক সুউচ্চ প্রাচীর। কিন্তু ঝড়ের পর ঝড়ের তাণ্ডব তার ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছে। এবার উত্তর থেকে যে-দুরন্ত মরুজড় বয়ে এসেছে, তা কি আর তাকে উন্মূলিত না করেই ছাড়বে।

প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ নাগরিকেরা বলাবলি করেন, দূর দৃষ্ট ইহুদী জাতির জীবনে শান্তি নেই। যুগের পর যুগ ধরে আমরা শাস্তির আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি কিন্তু কাকেই বা দোষ দেব? সবই-যে আমাদের পাপের ফল। প্রথম পিতা আদমের পদস্খলনের জের আজও আমরা টেনে টেনে চলছি।

জনপ্রিয় কথক পথের মোড়ে বসে প্রাচীন দিনের কাহিনী শোনান। নগরের লোক তাঁর চারদিকে এসে ভিড় জমায়। সবার আগে ক্ষুদে নাগরিকেরা, তাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। ওদের চোখে ভয় বা দুশ্চিন্তার ছায়াটুকুও নেই। এই দুর্দিন ওদের জীবনে এক নতুন বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। মনে হয় যেন ছুটি, চারদিকেই শুধু ছুটি। তাই ওরা উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

ওদের ধৈর্য বাঁধ মানে না। ওরা অধীর হয়ে বলেঃ বল বল কথক বাবা, তারপর? তারপর?

ঃ তারপর? বৃদ্ধ কথকের স্তিমিত চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কাহিনীর ধারা এগিয়ে চলে। কথক মাঝে মাঝে তাঁর হাতের তারের যন্ত্রটায় টুং টাং করে শব্দ তোলেন, আর দু' এক কলি গান গেয়ে ওঠেন, গল্প জমে যায়।

বাইরে সশস্ত্র মৃত্যু তার রক্তাক্ত থাবা বাড়িয়ে দিয়ে শিকারের সন্ধান করে ফিরছে। আর সেই উদ্যত থাবার কালো ছায়ার নিচে গল্প-ভালবাসা মানুষগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প শোনে।

তখন আসীরিয়ার রাজা সেনাচেরিবের আদেশে তার্তান আর বব্ শারিম আর ববশাকেহ্ লাকিশ থেকে জেরুজালেমের দুয়ারে এসে হানা দিল। এক বিরাট

BanglaBook.org

সৈন্যবাহিনী এসে তাঁবু খাটিয়ে বসল। কি চায় তারা? তাদের উদ্দেশ্য জানবার জন্য আর তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার জন্য রাজা হেজেফিয়ার পক্ষ থেকে রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ হিলফিয়ার পুত্র এলিয়াকীম, লেখক শেবন আর ইতিহাস-রক্ষক আসফের পুত্র যোয়হ্ প্রাচীরের বাইরে তাদের সঙ্গে এসে দেখা করলেন। ববশাকেহ্ তাদের যেন দেখেও দেখলেন না। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেনঃ তোমরা যাও তোমাদের হেজেফিয়ার কাছে গিয়ে এ কথা বল, রাজাধিরাজ আসীরিয়রাজ সেনাচেরিব তোমার কাছে জানতে চাইছেন— 'নির্বোধ হেজেফিয়া, কার উপর তুমি ভরসা করে বসে আছ? আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে? তুমি বলছ, তুমি যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু কার উপর নির্ভর করে তোমার এত সাহস, সেই কথাটিই তুমি আমাকে বল। মূর্খ, তুমি কি ওই থেঁতলে যাওয়া নলখাগড়ার মত মিসরের উপর ভরসা করে বসে আছ? মিসরের খবর জানতে কি তোমার এখনও বাকী আছে? যে দুর্ভাগা তার উপর নির্ভর করতে যাবে, মিসর তার হাতের মধ্যে বিঁধে বসবে। ফেরাউনের আশ্বাসের উপর যারা নির্ভর করে, তাদের এই দশাই ঘটে থাকে। তাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তোমরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছো! এতই তোমাদের শৌর্যবীর্য? বেশ তো তুমি শুধু একবার বল, আমরা তোমাদের দু'হাজার যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি তোমাদের যিহোবার দিব্য করে বল, সেই দু'হাজার অশ্বের আরোহী যোগবার সামর্থ্য কি তোমাদের আছে? আমার নিম্নতম সেনানীকে পরাজিত করবার শক্তিও তোমার নেই। আর তুমি কার সঙ্গে যুদ্ধ করবার স্পর্ধা করছ, ভেবে দেখেছ একবার?'

তখন হিলফিয়ার পুত্র এলিয়াকীম, লেখক শেবন ও আসফের পুত্র যোয়াহ্ নম্রভাবে ববশাকেহ্‌কে বললেন ঃ ভদ্র, আমরা মিনতি করি আপনি আমাদের সঙ্গে অরামীয় ভাষায় কথা বলুন। আমরা তা বুঝতেও পারি, বলতেও পারি। আপনারা যদি এ সমস্ত কূটনৈতিক কথাবার্তা হিব্রু ভাষায় বলেন, তাহলে প্রাচীরের উপর যে-নগরবাসীরা এসে জড় হয়েছে, তারা সবাই সব কথাই বুঝতে পারবে।

তাদের এই কথায় ববশাকেহ বিদ্রূপের অট্টহাসি হেসে বললেনঃ তোমাদের সঙ্গে আবার কূটনৈতিক আলাপ! আমার প্রভু কি শুধু তোমাদের প্রভুর কাছেই বা তোমাদের কাছেই এ সব কথা বলতে পাঠিয়েছেন? আর ওই-যে প্রাণীগুলো যারা তোমাদের সঙ্গে আপনাপন বিষ্ঠা ভোজন করবার জন্য এবং আপনাপন মূত্র পান করবার জন্য প্রাচীরের উপর এসে জমায়েত হয়েছে, তাদের সকলের কাছে এই সমস্ত কথা বলবার জন্য তিনি আমাদের পাঠান নি কি?

এই কথা বলেই ববশাকেহ্ তাদের উদ্দেশে হিব্রু ভাষায় বলতে লাগলেনঃ রাজাধিরাজ আসীরিয়রাজ যে-কথা তোমাদের কাছে বলে পাঠিয়েছেন, তা তোমরা শোন সবাই। তিনি বলেছেন, হেজেফিয়ার মিথ্যা আশ্বাসে তোমরা ভুলো না, আমার হাত থেকে কাউকে নিস্তার করবার শক্তি তার নেই। আমার এই আঙ্গুলের আঘাতটুকুও সে সহ্য করতে পারবে না। আমি জানি হেজেফিয়া তোমাদের বলবেঃ যিহোবা আমাদের রক্ষা করবেন। যিহোবা কি কখনও তাঁর নগরীকে শত্রুর হাতে তুলে দিতে

BanglaBook.org

পারেন? কিন্তু হেজেফিয়ার কথায় তোমরা কেউ কান দিও না। আমি আসীরিয়রাজ সেনিচেরিব, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা সবাই আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর। আমি তোমাদের দয়া করব, কাউকে প্রাণে মারব না। তারপর তোমরা নিশ্চিন্ত মনে আপন আপন দ্রাক্ষা ও ডুমুর ফল ভোজন কর আর আপন আপন কূপের জল পান কর।

তারপর যখন সময় হবে, আমি নিজে এসে তোমাদের এক দেশে নিয়ে যাব। সে দেশ শস্য আর দ্রাক্ষার দেশ, তৈলদায়ী জলপাই ও মধুর দেশ। সে দেশে গেলে তোমরা বেঁচে যাবে। মিথ্যাবাদী হেজেফিয়া তোমাদের আশ্বাস দিয়ে বলবে, কোন ভয় নেই, যিহোবা আমাদের অবশ্যই নিস্তার করবেন। কিন্তু তার সেই মিথ্যা আশ্বাসে তোমরা কেউ কান দিও না।

কোন জাতির কোন দেবতা কি তাকে আসীরিয়দের কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে? হামাদ আর অর্পদের দেবতারা সব কোথায় গেল? কোথায় গেল সেফরবইম, হেনা আরা ইভাহর দেবতারা? তারা কি শমরিয়াকে আমার হাত থেকে নিস্তার করতে পেরেছে? পৃথিবীর কোন দেশের কোন দেবতাই আমার আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। তোমাদের যিহোবাই বা কি করে জেরুজালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে?

প্রাচীরের উপর যে-সমস্ত নগরবাসী জড় হয়েছিল, ববশাকেহের মুখের এ সমস্ত কথা শুনে তাদের বুক ফেটে যেতে লাগল। তারা নিঃশব্দ হয়ে শুনল, কেউ কিছু বলল না। রাজার আদেশ ছিল, তোমরা কেউ কিছু বল না, রাজার আদেশ ছিল, তোমরা কেউ কোন কথার উত্তর দিও না।

তখন হিলফিয়ার পুত্র এলিয়াকীম, লেখক শেবন আর ইতিহাস-রক্ষক আসফের পুত্র যোয়াহ্ অবনত মস্তকে নগরের মধ্যে ফিরে এলেন। ক্ষোভে দুঃকে লজ্জায় তাঁরা আপন আপন বস্ত্র ছিঁড়ে রাজা হেজেফিয়ার কাছে এই সমস্ত কথা নিবেদন করলেন।

বৃদ্ধ কথক বসে ছিলেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল ঝরছে। দু'বাহু ঊর্ধ্বে তুলে তখন তিনি হা হা করে কেঁদে উঠলেন। ঃ হা প্রভু, তুমি কি এখনও মুখ ফিরিয়ে থাকবে? ওই সমস্ত পরজাতীয় বিধর্মীরা শক্তিমদে প্রমত্ত হয়ে তোমাকে তুচ্ছ করবে, ব্যঙ্গ করবে, আর অনুপায় হয়ে তাই আমাদের শুনতে হবে।

কথকের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারাও কাঁদতে লাগল। সবাই আপন বস্ত্র ছিঁড়ল। একদিক থেকে আর একদিক পর্যন্ত কান্নার রোল পড়ে গেল। নির্বোধ শিশুগুলো কোন কথা বুঝল না, তবু তারা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল।

কিন্তু ওকি? হঠাৎ কথকের গলায় সুর বদলে গেল। "ধন্য যিহোবা, ধন্য যিহোবা!" কথকের কণ্ঠে আর তাঁর তারের যন্ত্রে যিহোবার বন্দনা গান বেজে উঠল।

— "ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রভু মন্দিরের বেদীর তলায় ভূলুণ্ঠিত রাজা হেজেফিয়ার দিকে তাকালেন। বিলাপকারী নগরবাসীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রভুর করুণার পাত্র উছলে উঠল। আসীরিয়দর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাঁবুগুলো ও উদ্ধত নিশান-দণ্ডের দিকে তাকিয়ে প্রভু তীব্র ক্রোধে গর্জন করে উঠলেনঃ 'কাকে তুমি ভয় দেখাও? কার বিরুদ্ধে তুমি তোমার দুর্বিনীত কণ্ঠধ্বনি উচ্চগ্রামে তুলছ? আঃ মদগর্বী, ঊর্ধ্বে কার দিকে চেয়ে

BanglaBook.org

তুমি চোখ রাঙাও? ইসরায়েলের মহিমময় প্রভুর বিরুদ্ধে তুমি তোমার স্পর্ধা ঘোষণা কর এতই তোমার দুঃসাহস? তোমরা কি শোন নি সৃষ্টির প্রত্যুষে এই আমি স্ব-ইচ্ছায় সমস্ত বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেছিলাম। আর আজ সেই আমারই নির্দেশে তোমরা ধ্বংসের বাহন হয়ে ছুটে চলেছ, সুরম্য নগরী আর শস্য-শ্যামল প্রান্তর তোমাদের পদপ্রান্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে চলেছে। কিন্তু তোমরা জান না কার নির্দেশে তোমরা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছ। তোমরা জান না কার শক্তিতে তোমরা শক্তিমান। সেই জন্যই তোমাদের সমস্ত শক্তি হরণ করে নিলাম। আমি তোমাদের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

আমি জানি তোমার নিবাস কোথায়। আমি জানি কোন পথে তোমার যাওয়া আসা। যে-পথ দিয়েই যাও, তুমি আমার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। আঃ দম্ভী, আমার নামে তুমি গর্জন করে উঠেছ! তোমার সেই গর্জন আমার কানে এসে পৌঁছেছে। তুমি আমায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছ। আমি বড়শি দিয়ে তোমার নাকের ডগা বিদ্ধ করব। বলগা এঁটে তোমার মুখের চোয়াল বন্ধ করে দেব। তারপর তুমি যেই পথ দিয়ে এসেছিলে, সেই পথ দিয়ে পশুর মত তোমায় তাড়িয়ে নিয়ে যাব।"

ঃ দেখ, দেখ, প্রভুর কি বিচিত্র লীলা। সেই মুহূর্তেই প্রভুর নবীরা বাণী দিলেন—ভয় নেই, আর ভয় নেই। আসীরিয়রা নগরে ঢুকতে পারবে না। তারা যেই পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই তাঁর নগর রক্ষা করবেন।

তারপর সেই রাত্রিতেই প্রভুর ধ্বংস-দূত আসীরিয়দের শিবিরের উপর অব্যর্থ আঘাত হানল। আর তারপর সে এক বিচিত্র কাহিনী। পরদিন সূর্যের প্রথম আলো যখন পৃথিবীর বুকে নেমে এলো, তখন সেই আলোয় দেখা গেল আসীরিয়দের শিবির শবদেহে সমাকীর্ণ হয়ে আছে।

আসীরিয়রাজ আতঙ্কে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন নিনেভায়, কিন্তু প্রভুর কালদণ্ড সেখানেও তার পেছন পেছন ছুটে আসছে—অব্যাহতি নেই। নিনেভার দেবমন্দিরে রাজা সেনাচেরিব তাঁর দেবতার পুজো দিচ্ছিলেন। এমন সময় প্রভুর ইঙ্গিতে রাজার দুই পুত্র এড্রামেলেক ও শারেজের পেছন থেকে তরোয়ালের আঘাতে তাঁকে হত্যা করল। এ সংবাদ যখন জেরুজালেমে গিয়ে পৌঁছল, সমস্ত নগরে আনন্দধ্বনি উঠল—ধন্য প্রভু, তুমিই নিস্তারকর্তা।

'ধন্য ধন্য মঙ্গলময় যিহোবা'—কথক দু'হাত তুলে আনন্দধ্বনি তুললেন। আর শ্রোতারা—শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই সমস্বরে সাড়া দিল— ধন্য ধন্য মঙ্গলময় যিহোবা।

কথক আবেগে গান গেয়ে উঠলেন। গান গাইলেন কি কাঁদলেন ঠিক বোঝা গেল না।—প্রভু, প্রভু, প্রভু, তুমি চিরকাল আমাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে এসেছ। আজও এই সংকটে আমাদের দিকে ফিরে তাকাও। হে প্রভু, তোমার অপ্রসন্ন মুখ প্রসন্ন হোক, এই দুঃসময়ে তুমি তোমার বরাভয়দানকারী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত কর।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে বলির পশুর রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। দলে দলে পশু আসছে, আর তারা অপ্রসন্ন প্রভুর মুখে হাসি ফোটাবার জন্য যূপকাষ্ঠে প্রাণ দিয়ে চলেছে। মন্দিরে বিরাম নেই, অষ্টপ্রহরব্যাপী পুজো চলেছে। স্বয়ং রানী প্রতিদিন পুজোর অর্ঘ্য সাজিয়ে

BanglaBook.org

নিয়ে আসছেন, আর তাঁর পেছন পেছন দাসদাসীরা ভারে ভারে সেই নৈবেদ্য বহন করে মিছিল করে আসছে। নগরবাসীরাও সবাই যে যার সাধ্যমত পুজো দিয়ে চলেছে। প্রভু কি এতেও তুষ্ঠ হবেন না?

পাড়ায় পাড়ায় খাদ্যাভাব শুরু হয়ে গিয়েছে। কাজ নেই—নিঃস্ব শ্রমজীবীরা কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। এ দুর্দিনে কাজ করাবে কে? নগরের সঙ্গে পল্লীর সংযোগ কেটে গিয়েছে, ব্যবসা-পত্র, দোকান-পাট অচল। অভাব সমাজের তলদেশ থেকে স্তরের পর স্তর আক্রমণ করতে করতে ক্রমশই উপরের দিকে উঠে আসছে। ঘরে খাবার নেই, উনুনে ধোঁয়া ওঠে না; গরীবের ঘরে যেটুকু সঞ্চয়, সবই নিঃশেষিত। ক্ষুধার্ত শিশুগুলো ক্ষুধার জ্বালায় ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। অনুপায় গৃহিণীরা মনের ক্ষোভে চুল ছিঁড়ছে। এ ভাবে কত দিন যাবে?

আক্রমণের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্য প্রার্থনা করে মিসরে দূত পাঠানো হয়েছিল। কতদিন হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। উৎসুক দৃষ্টিতে সবাই মিসরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেমন করে ব্যাকুল কৃষক ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে থাকে বর্ষণহীন মেঘের দিকে। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মেঘ ভেসে চলে যায়, আর কৃষক হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। মিসরের দিকে চেয়ে চেয়ে নগরবাসীদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এমন করে মানুষ কতদিন আর অপেক্ষা করে থাকতে পারে?

তবু হঠাৎ একদিন অবরুদ্ধ নগরীর মাঝে আনন্দধ্বনি উঠল। ঐ আসছে, আসছে! নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে প্রাচীরের উপর উঠে ব্যগ্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। ঠিকই তো, ওই দক্ষিণ দিকে বহুদূরে ধূলি উড়ছে দেখা যাচ্ছে। একদল লোক এগিয়ে আসছে সন্দেহ নেই। মিসরের সৈন্য ছাড়া আর কারাই বা এখন আসবে? মৃতের বুকে যেন প্রাণ সঞ্চার হোল। এতদিন পর নগরবাসীদের মুখে হাসি ফুটছে। ওরা হাসল, নাচল, গান গাইল, আর যিহোবার নামে জয়ধ্বনি দিল। আর সেই ধ্বনি শুনে আসীরিয়রা সচকিত হয়ে উঠল। তাদের শিবিরে প্রস্তুতির সংকেত স্বরূপ মুহুর্মুহু রণশিঙ্গা বাজতে লাগল। কিন্তু একটু বাদে সকলেরই ভুল ভেঙ্গে গেল। হায় অদৃষ্ট! কোথায় মিসরীয় সৈন্য? একদল আবর বণিকের বিরাট এক কাফেলা জেরুজালেমকে বাঁয়ে রেখে ইয়েমেনের দিকে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত উত্তাপ জমে হিম হয়ে গেল। আসীরিয়ারা প্রাণ খুলে হাসল।

প্রেরিত পুরুষ যেরেমিয়ার বাণী পেথে পথে ঘোষিত হয়ে চলেছে, তার বিরাম নেই। এ বাণী বড় তিক্ত, বড় নির্মমঃ হায় মূর্খের দল, কোন্ আশায় মিসরের দিকে তাকিয়ে আছ? বন্ধ্যা গরুর বাঁট থেকে দুধের আশা কর তোমরা? মিসর কবে তোমার বন্ধু ছিল? ফেরাউন বিষাক্ত সর্পের মত তোমার চির শত্রু। হায় দুর্দৈব, প্রাণের আশায় সেই সাপকেই তুমি আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরতে চাও। কিন্তু ভুলে যাও না তার চুম্বনে বিষ।

— তোমাদের স্মৃতিশক্তি কি এতই ক্ষীণ? এই সেদিনের কথা তোমরা এখনই ভুলে গেলে যে, মিসরের ফেরাউন নেকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়েই রাজা যিহোয়াকীমের পিতা পুণ্যাত্মা রাজা যোশিয়াকে রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। আহা, সেদিন কি শোকের দিন! রাজ-অনুচরেরা রাজার মৃতদেহ রথে করে মেগাড্ডার রণক্ষেত্র থেকে

BanglaBook.org

জেরুজালেমে নিয়ে এল। নগরবাসীর হাহাকার ধ্বনির মধ্যে তাঁকে রাজকীয় সমাধি ভূমিতে সমাধিস্থ করা হোল। তারপর নগরবাসীরা রাজা যোশিয়ার পুত্র যিহোয়াহাজকে রাজপদে অভিষিক্ত করল। কিন্তু মাত্র তিন মাস। মাত্র তিন মাস বাদেই মিসরের ফেরাউন নেকোর সৈন্যদল জেরুজালেমে এসে প্রবেশ করল। আর তারা রাজা যিহোয়াহাজকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজা যোশিয়ার অপর পুত্র ইলিয়াকীমকে রাজা বানাল। সেই ইলিয়াকীমই কি বর্তমান রাজা যিহোয়াকীম নয়? মিসরীয়েরাই কি তার পৈতৃক নাম কেড়ে নিয়ে আপনাদের দেওয়া যিহোয়াকীম নাম তার উপর চাপিয়ে দেয় নি? তারপর সিংহাসনচ্যুত যিহোয়াহাজকে তারা বন্দী করে মিসরে নিয়ে গেল, আর সেখানে সেই পরজাতীয়দের মধ্যে তার শোচনীয় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

— এ সমস্ত ইতিহাস সবই কি তোমরা ভুলে গিয়েছ? তারপর ফেরাউন নেকো জেরুজালেমকে আপনার পদানত করে তার উপর বার্ষিক একশত তালেন্ত রৌপ্য ও এক তালেন্ত স্বর্ণ রাজকর ধার্য করল। রাজা যিহোয়াকীম সেই আদেশ শিরোধার্য করে নাগরিকরে মাথার উপর গুরুভার-কর চাপিয়ে দিয়ে ফেরাউন নেকোর ক্ষুধার গহ্বর পূর্ণ করে চললেন। তোমরা মনে মনে আশা করছ, তোমাদের এই বিবাদের সময় মিসর রক্ষাকর্তা হয়ে তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে? বৃথা আশা। চেয়ে দেখ বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের রণোন্মাদ সৈন্যবাহিনীর গর্জন শুনে মিসর আজ বায়ুতাড়িত নলখাগড়ার মতই কেঁপে কেঁপে নুয়ে পড়ছে। শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে ঃ নবী, বলুন কি করে আমরা এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি?

নবী যেরেমিয়া উত্তর দেনঃ কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। যিহোবার বিধানের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারে? নগর অধিকৃত হবে। কঠিন দুঃখের মধ্য দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, স্বয়ং যিহোবা ক্যালদীয়দের পরিচালিত করছেন।

শ্রোতারা হাহাকার করে উঠেঃ নবী, আপন প্রভুর মানুষ, প্রভু আপনার সঙ্গে কথা বলেন। আমাদের সকলের হয়ে আপনি প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করুন। আপনি প্রভুর অনুগ্রহের পাত্র, প্রভু আপনার কথা শুনবেন।

ঃ না। প্রভুর বিধান অলঙ্ঘ্য। ক্ষমা নেই। সকল প্রার্থনা ব্যর্থ হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ আট ॥

রাজা যিহোয়াকীমের মন্ত্রণাসভার ঘন ঘন অধিবেশন চলছে। কিন্তু সমস্যা যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোন সমাধানে পৌঁছান যায় নি।

এ সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। প্রথম পন্থা, অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত এইভাবে অপেক্ষা করা। হয়তো এর মধ্যে মিসর থেকে সাহায্য এসে যেতেও পারে। হয়তো বা ক্যালদীয়েরা দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে অবরোধ তুলে নিয়ে ফিরে যেতেও পারে। ইতিমধ্যে তাদের দেশেও নানারূপ আভ্যন্তরীণ সংকটও দেখা দিতে পারে। এ-রকম ঘটনা-যে ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটে নি, তা তো নয়।

দ্বিতীয় পন্থা, ক্যালদীয়দের কাছে আত্মসমর্পণ।

তৃতীয় পন্থা হিসেবে রাজা যিহোয়াকীম যে-প্রস্তাব করেছিলেন, সেই প্রস্তাবের পক্ষে কেউ ছিল না। তিনি বলেছিলেন, আমাদের যেটুকু শক্তি আছে, তাই নিয়ে আসুন আমরা সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এভাবে আটকে থেকে দিনে দিনে পচে মরার চেয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ের ঝুঁকি নেওয়া-যে অনেক ভাল। সেনাপতি প্রতিবাদ করে বললেনঃ এ হবে নিছক আত্মহত্যা। আমাদের আছে কি? কি নিয়ে আমরা এই দুর্ধর্ষ ক্যালদীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

রাজা যিহোয়াকীম বললেনঃ সময়-বিশেষে এ রকম আত্মহত্যা বীরেরই ধর্ম। কিন্তু তার এই কথা কারুরই মনঃপূত হলো না।

এইভাবে দিনের পর দিন গড়িয়ে চলল। নগরে সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ কমতে কমতে সংকটজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়ালো। যতই দিন যাচ্ছিল, এ জিনিসটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছিল যে, অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এইভাবে অপেক্ষা করে চলা শুধু কথার কথাই মাত্র, কার্যত সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি যতই কঠিন হয়ে আসছিল, নগরের অভ্যন্তরীণ অবস্থাও ততই জটিল হয়ে উঠছিল। প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিচের তলার মানুষগুলো ছটফট করতে শুরু করে দিয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় তারা পাগল হয়ে উঠেছে। অপরদিকে উপরতলার উঁচু মহলের লোকেরা আপনাদের জানমাল বাঁচাবার জন্য যে যে-পথ দিয়ে পারেন, নিত্যনতুন সুরঙ্গ পথের সন্ধানের ব্যস্ত। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি ও ষড়যন্ত্র দিন দিনই তীব্র হয়ে উঠতে লাগল।

ইতিমধ্যে কাদমিয়েল একদিন এসে সংবাদ দিল, অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। নিরুদ্বেগ প্রশান্ত কণ্ঠে রাজা যিহোয়াকীম উত্তর দিলেন, তা জানি।

BanglaBook.org

ঃ না, সবটুকু জানেন না। হয়তো বা দু'একদিনের মধ্যেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

ঃ সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। যে-ভাবেই হোক, বর্তমান অবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটুক, এটাই আমি কামনা করি। আমি বড় ক্লান্ত। কাদমিয়েল, আমি আর এইভাবে টেনে টেনে চলতে পারছি না। তাই তো সেদিন বলেছিলাম, চল যাই, খোলা তরোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু কেউ তাতে রাজী নয়। সেনাপতি বললেন, এ হবে আত্মহত্যা। আরে, এ-যে আত্মহত্যা, তা কি আর আমি জানি না? শোন কাদমিয়েল—কাদমিয়েল, তুমি আজ আমার দাস নও, তুমি আমার নিকটতম বন্ধু। শোন তোমাকে বলছি, যেদিন থেকে এই পাপ-সিংহাসনে আমি বসেছি, সেদিন থেকেই তিলে তিলে আত্মহত্যা করে চলেছি। আর শুধু কি আমি? আমার মনে হয় এই হতভাগ্য ইহুদী জাতিও আমার মতই আত্মহত্যা করে চলেছে। এর-চেয়ে একটা উজ্জ্বল ও গরিমময় আত্মহত্যার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়াটাই কি ভাল ছিল না?

ঃ কিন্তু মালিক, আপনি আত্মহত্যা করবার জন্য প্রস্তুত থাকলে কি হবে? আর কেউ-যে তাতে রাজী নয়। কিন্তু তারা সবাই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। আমি-যে সংবাদ বহন করে এনেছি, তা বলতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে।

ঃ কোন চিন্তা করো না কাদমিয়েল। আমি যে-কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। তুমি স্বচ্ছন্দে বল।

ঃ মালিক, আচার্য পশহুরের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রভাব আছে এ কথা আপনি বিদিত আছেন।

ঃ অবশ্যই আছি। কিন্তু শুধু কি তাই, আচার্য পশহুর কোথায় নেই? এমন কি রাজকুল ও রাজ-অন্তঃপুরের মধ্যেও তাঁর অদৃশ্য হস্ত নিরবধি কাজ করে চলেছে। আমি কি তার কিছুই জানি না? কিন্তু কি করব? চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা থাকতেও আজ আমাকে অন্ধ, বধির, মূক হয়েই থাকতে হচ্ছে। রাজার মত অসহায় আর কে আছে? রাজা এখানে পুত্তলিকার মতই সিংহাসনের শোভা মাত্র।

ঃ শুনুন তবে। আচার্য পশহুর আর সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষেরা একমত হয়ে স্থির করেছেন, আপনাকে বাবিলরাজের হাতে তুলে দিয়ে তাঁরা জেরুজালেমকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবেন। সেনাপতি প্রথমত এতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু তিনি একা আর কি করবেন? শেষ পর্যন্ত তাঁকেও সম্মতি দিতে হয়েছে। আর শুনতে পাচ্ছি রাজকুলের কেউ কেউ নাকি এ ব্যাপারে জড়িত আছেন।

রাজা হাসলেন ঃ তা থাকাই সম্ভব। কিন্তু আমি ভাবছি, আমার এই রাজকীয় দেহটা কি এমনই মহামূল্য সম্পদ যে, শুধু আমাকে নিয়েই তারা খুশী হয়ে ঘরে ফিরে যাবে!

ঃ তারা তাই মনে করে। বাবিলের চিরশত্রু মিশরের ফেরাউন-কর্তৃক অভিষিক্ত রাজা যিহোয়াকীমকে বাবিলরাজের হাতে উপঢৌকনরূপে তুলে দিয়ে তারা তার কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের আশা করে।

ঃ একদিকে মিসর, আর একদিকে বাবিল, আর হায় দুর্ভাগ্য নগরী, তুমি মাঝখানে তাদের ক্রীড়নক। তোমাকে নিয়ে তারা শক্তির খেলা খেলে চলেছে। আর রাজা

BanglaBook.org

যিহোয়াকীম, তুমি জেরুজালেমের সকল পাপের প্রতিভূ। জাতির সববিছু অপরাধ, দোস-ত্রুটি, পতন-স্খলন, সবকিছুর উপলক্ষ ও কেন্দ্রস্থল তুমি। তোমাকে বলি দিয়ে তোমার রক্ত দানে জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

ঃ ওরা বলছে মিসরের জন্যই য়িরূশালেমের বুকে অভিশাপের কালো ছায়া নেমে এসেছে। আর রাজা যিহোয়াকীম সেই মিসরেরই সৃষ্টি।

ঃ আজ থেকে এগার বছর আগে ভাগ্যের দোষে আমাকে এই সিংহাসনে বসতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিন কি মন্দির-কর্তৃপক্ষ ফেরাউন নেকোর পদ চুম্বন করতে কম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন? জেরুজালেমের একটি প্রাণীও কি সেদিন তার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল? একথা কি সত্য নয়, জেরুজালেম নগরী আজও মিসরের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছে? আর এখন যদি দক্ষিণ দিকে মিসরের সৈন্যদের রণদামামা বেজে ওঠে, তাহলে সমস্ত নগরী ফেরাউনের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠবে না? তখন যিহোবার প্রতিনিধি মন্দির-প্রভুদের মনোভাব আর মুখভঙ্গি কি দেখতে দেখতে বদলে যাবে না? কাদমিয়েল, এই প্রশ্ন ফিরে ফিরে আমার মনের উপর এসে আঘাত করে, এই এমন দুর্বল ও পরমুখাপেক্ষী জাতির এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার অধিকার আছে কি?

ঃ মালিক, আমাদের কিছুই কি করবার নেই?

ঃ অনেক তো করে দেখলাম কাদমিয়েল, এখন কিছু না করেই দেখি, দেখি তাতেই বা কি হয়? মনে হচ্ছে কি জান, এবার আমার ছুটির দিন এসে গেছে— সমস্ত দায়িত্ব আর দুর্ভাবনা থেকে ছুটি। কিন্তু সব কিছু থেকে ছুটি নেবার আগে একটা কাজ আমাকে করে যেতেই হবে। কাদমিয়েল, সে কাজে তুমি কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

ঃ আপনাকে বাধা দেব আমি! এমন কি কাজ আছে মালিক, যাতে আমি আপনাকে বাধা দিতে পারি?

ঃ আমার বহুদিনের একটা সংকল্প পূর্ণ করবো। কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে! এখন সময় হারালে আর সময় মিলবে না, একথা তোমাকে আগেও একদিন বলেছিলাম। আগামী কাল, হ্যাঁ আগামী কালই আমি মন্দিরে প্রবেশ করব। মন্দিরের রহস্যটা উদঘাটন না করে আমার মরতে মন সরছে না।

কাদমিয়েল বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার বাক্যহীন মুখের দিকে তাকিয়ে রাজা বললেনঃ কি বলবে, বলেই ফেল।

ঃ আপনি যাবেন না, আমার অনুরোধ আপনি যাবেন না।

ঃ তোমার ওই অনুরোধ ফিরিয়ে নাও কাদমিয়েল, আমাকে যেতেই হবে।

ঃ মালিক, আমি আজন্ম আপনার সেবা করেছি, কিন্তু নিজে থেকে কোনদিন কোন অনুগ্রহ চেয়েছি?

গভীর আবেগে রাজার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। ধরা গলায় তিনি উত্তর দিলেঃ না, তুমি তা চাও নি। চিরদিন নিঃশব্দে তুমি শুধু দিয়েই এসেছ।

ঃ তবু— তবু আপনি আমাকে এই অনুগ্রহটুকু করবেন না?

রাজার চোখ দু'টি ছলছল করে উঠলোঃ কেন তুমি এত উতলা হচ্ছ কাদমিয়েল? মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে বাধা দিও না।

BanglaBook.org

ঃ কিন্তু একথা কে না জানে, একমাত্র লেবীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছাড়া আর কেউ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকারী নয়। এই আদেশ অমান্য করলে প্রভুর অভিসম্পাত বজ্র হয়ে নেমে আসে।

ঃ এ সব মন্দিরের প্রভুদের প্রচার।

ঃ না, একথা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

ঃ তুমি শাস্ত্র দিয়ে আমার মুখ চাপা দেবে? তা পারবে না। তুমি কি জান না, ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন দেখা দিলে শাস্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নব নব রূপান্তর গ্রহণের বেশি সময়ের দরকার হয় না।

ঃ আপনার কথা শুনতে আমার ভয় হয়।

ঃ এই ভয়কে পুঁজি করেই তো ওরা ওদের কারবার চালায়। আচ্ছা, ওকথা রাখো। কাদমিয়েল একটা কথা শোনা'। আচার্য পশহুরকে তো তুমি রগে রগে চেন। ওর মত পাষণ্ড তুমি কোথাও দেখেছ?

ঃ না, দেখি নি।

ঃ সেই পশহুর যদি প্রভুর মন্দিরে ঢোকবার অধিকারী হয়ে থাকে, আমি কি তবে সেখানে ঢুকতে পারি না?

কাদমিয়েল এবার হেসে বললঃ আমার উপর যদি বিচারের ভার থাকতো আমি নিশ্চয়ই আপনাকে ঢুকতে দিতাম।

ঃ যিহোবা কি তোমার চেয়েও নির্বোধ, আর তোমার চেয়েও অবিচারী?

ঃ মালিক, আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে সংসারের কাজকর্ম পর্যন্তই চলে, ধর্মীয় ব্যাপারে তার প্রবেশ অনধিকারচর্চা। আমার বিচার দিয়ে আমি যখন প্রভুর বিচারকে যাচাই করতে পারবো না, তখন আমার শাস্ত্রকেই প্রামাণ্যবলে মানতে হবে।

ঃ এবার তুমি আমাকে হার মানালে কাদমিয়েল। আমি আমার সহজ বুদ্ধি দিয়েই সবকিছুর বিচার করে থাকি। কিন্তু তুমি তোমার এক কথায় তার পথও আটকে দিলে। কিন্তু তাই বলে তুমি মনে করোনা-যে তাই দিয়ে তুমি আমার মন্দির প্রবেশের পথ আটকাতে পারবে। তুমি আমার সর্বশেষ যুক্তিটা শোন। প্রভুর অভিসম্পাত তো নিয়তই আমার উপর বর্ষিত হচ্ছে। তবে আমার আর কিসের বা ভয়? জিজ্ঞাসা করো নবী যেরেমিয়াকে, জিজ্ঞাসা করো আচার্য পশহুরকে। জেরুজালেমের এই দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্ববিষয়েই পরস্পরের ঘোর বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, আমার সম্পর্কে তাঁরা উভয়েই এ বিষয়ে একমত। এছাড়া জেরুজালেমের যে-কোন নাগরিককে জিজ্ঞাসা কর, সবাই তাদের এই কথায় সায় দেবে।

ঃ আমি তাদের কথা বিশ্বাস করি না।

ঃ প্রভুর মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং প্রভুর নবীর উক্তি-সম্পর্কে তোমার এই মন্তব্য বিশেষ আপত্তিকর। তোমার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে কিইবা এসে যায়! তোমার অবিশ্বাস কি প্রভুর অভিসম্পাতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? কিন্তু ওসব কথা থাক। একটা কথা শোন কাদমিয়েল। তুমি তো বুঝতে পারছো পতন আমার অবশ্যম্ভাবী। তুমি আর আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, এই পতনকে ঠেকাতে পারবো না। কিন্তু যাবার আগে আমি

BanglaBook.org

আমার এই শেষ আকাঙক্ষাটি পূর্ণ করে যেতে চাই । আমার অনুরোধ, তুমি তাতে বাধা দিও না। মন্দির-সম্পর্কে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য অনেক কাহিনী শুনেছি। আমি তাকে একবার নিজের চোখে পরখ করে দেখতে চাই। আচার্য পশহুরের বহু মূর্তিই আমার দেখা আছে। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে তাঁর যে-সব লীলাখেলা চলছে তা আমাকে দেখতেই হবে।

ঃ তাতেই বা কি লাভ? কিসের জন্য আপনি এই বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে চলেছেন?

ঃ কিসের জন্য? নিছক কৌতূহল-নিবৃত্তি। রহস্য চিরদিনই মানুষকে টানে। এ কোন নতুন কথা নয়। তবে হ্যাঁ, যদি একটু সময় ও সুযোগ পাই—

ঃ আপনি কি মনে করেন, তাই দিয়ে স্রোতের মোড় ঘোরাতে পারবেন? অসম্ভব, স্বচক্ষে দেখলেও আপনি তা প্রমাণ করতে পারবেন না। আপনি প্রকাশ্যে সে কথা বলতেই পারেন না। কারণ মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার স্বয়ং রাজারও নেই।

ঃ হ্যাঁ, সেই আশা কমই করি। জানি সাধারণের মন পশহুরের হাতের মঠোর মধ্যে বন্দী, পার্থিব রাজার হাত সেখানে পৌঁছায় না। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা হলেও এই আমার শেষ চেষ্টা। এই চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

ঃ মালিক, আমি-যে কি বলবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করা কিভাবে আপনার পক্ষে সম্ভবপর হবে? আপনি তো জানেন, মন্দির প্রাজার রাজত্বের সীমানার বাইরে। মালিক, আপনার কাছেই আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি, আপনার প্রতিভা আমার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...

ঃ বেশ, বুঝিয়ে দিচ্ছি। রাজা তিন বার হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ছোট্ট একটি দরজা খুলে গেল। ভিতর থেকে লেবীয় বস্ত্র-পরিহিত খর্বাকৃতি একটি লোক বেরিয়ে এল।

ঃ আসুন, লেখক যোনাথন, আসন গ্রহণ করুন।

লেখক যোনাথন! কাদমিয়েল আবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সত্যিই তো লেখক যোনাথন। আচার্য পশহুরের পরম বিশ্বাসভাজন লেখক যোনাথন রাজপ্রাসাদে!

কাদমিয়েলের মুখের দিকে চেয়ে রাজা হেসে ফেললেনঃ খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছ লেখক যোনাথনকে এই অবস্থায় দেখে? লেখক যোনাথন অনুগ্রহ করে আমাকে তাঁর সঙ্গে মন্দিরের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে সম্মত হয়েছেন। আমি অবশ্য লেবীয়দের ছদ্মবেশেই যাব।

ঃ আপনাকে কে না চিনবে?

ঃ এ তোমার ভুল ধারণা। রাজাকে লোকে চেনে না, তারা চেনে তাঁর রাজকীয় পোশাকটাকে।

ঃ কিন্তু আচার্য পশহুর? আপনার ছদ্মাবেশ কি তাঁকেও ভোলাতে পারবে!

ঃ না, তা পারবে না। কিন্তু তিনি কাল সন্ধ্যার পরে মন্দিরে অনুপস্থিত থাকবেন। সেই সময়েই আমি মন্দিরে প্রবেশ করব স্থির করেছি।

এবার রাজা লেখক যোনাথনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন ভেবে দেখুন লেখক

BanglaBook.org

যোনাথন, বড় বিপজ্জনক কাজ কিন্তু—জীবন নিয়ে খেলা। ধরা পড়ে গেলে আপনি বা আমি দু'জনেরই প্রাণসংশয়। আমি আপনাকে আবার ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

ঃ রাজা, একদিন আপনি আমার জীবন দান করেছিলেন। সে কথা কি আমি ভুলে যেতে পারি? নগরের মানুষ, যে যা-ই ভাবুক, যে যা-ই বলুক আমি আপনাকে চিনবার সুযোগ পেয়েছি। আপনার জন্য যদি জীবন দিতে পারি, তবে তাকে আমার সৌভাগ্যবলেই মনে করব। তা ছাড়া—

ঃ তা ছাড়া কি লেখক যোনাথন?

ঃ তা ছাড়া বাঁচতে আর ইচ্ছা হয় না। মনে বড় গ্লানি জাগে রাজা। মাঝে মাঝে মনে হয় বেরিয়ে আসি এই মন্দির ছেড়ে। প্রভুর নাম করে ভন্ডামি আর মিথ্যাচার আমার সহ্য হয় না। কিন্তু মন্দির ছেড়ে কোথায় যাব? এর বাইরে-যে আমাদের স্থান নেই। এই এক অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে আজন্ম ঘুরে মরছি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। মনে হয় যেন আমার অঙ্গে অঙ্গে পচন ধরেছে। কিন্তু আমি-যে বেরিয়ে যাবার পথ জানি না। আমার মুক্তি নেই। শেষ পর্যন্ত এই যন্ত্র আমাকে জীর্ণ করে ফেলবে।

কাদমিয়েল আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলঃ লেখক যোনাথন, আপন রাজাকে নিয়ে মন্দিরে যাবেন, আপনার ভয় নেই প্রাণে?

ঃ কিসের ভয়?

ঃ মন্দিরের বাইরের লোক মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলে প্রভুর ক্রোধ বজ্র হয়ে ভেঙে পড়বে না? লেখক যোনাথন শিশুর মত তরল কণ্ঠে হেসে উঠলেন।

কাদমিয়েল ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, হাসলেন-যে?

ঃ সরলমতি শিশু! আপনারা কি যা কিছু শোনেন, সবই বিশ্বাস করেন?

ঃ কেন মন্দিরের লোক হয়েও এ কথা কি আপনি মানেন না?

লেখক যোনাথনের মুখে মৃদু হাসি খেলা করে গেল না। মন্দিরের লোক বলেই তো একথা আরও বেশি করে মানি না। আমি দেখে আসছি অনেক বাইরের লোক গোপনে এই মন্দিরে প্রবেশ করেছে; এখনও করে। কিন্তু তারা সম্পূর্ণ অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় আছে—আমার আপনার মতই।

রাজা হেসে উঠলেন। কিন্তু কাদমিয়েল হাসল না। সে ঝাঁজালো সুরে বলে উঠলঃ এ কি কখনও হতে পারে? তবে শাস্ত্রে এমন কথা লিখবে কেন? সে কথার উত্তর দিন।

ঃ আমি উত্তর দিতে যাব কেন? লেখক যোনাথনের কণ্ঠে উত্তেজনার সুর লক্ষ করা গেল। জিজ্ঞাসা করুন তাঁদের কাছে যাঁরা এ সমস্ত শাস্ত্র রচনা করেছেন। আমরা সামান্য সহজ বুদ্ধির মানুষ, যেমন দেখি তেমন বলি।

কাদমিয়েল একেবারেই নিভে গেল। এর উত্তরে বলবার মত আর কোন কথাই সে খুঁজে পেল না।

রাজা কাদমিয়েলকে ডেকে বললেনঃ কাদমিয়েল, এখন তুমি যাও। এই রইল ঠিক, কাল সন্ধ্যায় আমি আমার গন্তব্যস্থলে যাব। তুমি এতে বাধা দিও না।

ঃ মালিক, আমার উপর কোন আদেশ নেই?

ঃ আদেশ? আদেশ দেবার দিন ফুরিয়ে এসেছে কাদমিয়েল। এখন থেকে তুমিই তোমার মালিক।

BanglaBook.org

॥ নয় ॥

লেখক যোনাথন আর তাঁর সঙ্গী যখন মন্দির প্রাঙ্গণে এসে প্রবেশ করলেন, বাইরে তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এসেছে। আকাশের এখানে ওখানে দু'টি একটি করে তারা দেখা যাচ্ছে।

সারা মন্দির আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। সন্ধ্যার অন্ধকার সেখানে এসে পা ফেলতে পারে নি। সন্ধ্যাবন্দনার শিঙ্গা থেকে পূজার্থীদের আহ্বান জানাচ্ছে। অবরোধের আগে এ সময় মন্দির-প্রাঙ্গণের খোলা চত্বরে মেলা বেসে যেত। নগরের বাইরের গ্রামাঞ্চল থেকে ইহুদী ও পরজাতীয় দোকানীরা কত রকম মালপত্র নিয়ে দোকান সাজিয়ে বসতো। সোনা রূপার কাজ থেকে শুরু করে শৌখিন মনিহারী, ফলফলাদি, তরিতরকারী হরেক রকমের জিনিসই এখানে উঠত। এই বাজারের তোলা খাজনা মন্দিরের আয়ের অংশ বলে গণ্য ছিল। কিন্তু এখন এই অবরুদ্ধ নগরীতে বাইরে থেকে মালপত্র আসা যাওয়ার পথ বন্ধ। মেলা আর জমে না। ছোট খাটো দু'টো একটা দোকান নিয়ম মত খোলে বটে, কিন্তু কেনাকাটায় মানুষের মন নেই, সামর্থ্যও নেই।

আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় খোঁটায় বাঁধা বলির পশুগুলো কাতর সুরে ডেকে ডেকে উঠছে। সারদিন ধরে কত-যে বলি পড়ছে! যূপকাষ্ঠের চারদিকে রক্তাক্ত কর্দম তারই চিহ্ন বুকে ধরে আছে। পচা রক্তের দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে আছে। ঘাতকের খড়গ এখনও নিবৃত্ত হয় নি। পাপার্থে বলি, শান্তির জন্য বলি, প্রায়শ্চিত্তের বলি, মানতের বলি, নিত্য নৈমিত্তিক বলি—বলির পর বলি চলছে। তবু কি যিহোবা তুষ্ট হবেন না?

পবিত্র মসিনা বস্ত্রধারী মন্দিরের দু'জন সেবককে আসতে দেখে বাইরের পূজার্থীরা সম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। লেখক যোনাথন, আর তাঁর পিছে পিছে ছদ্মবেশী রাজা যিহোয়াকীম অঙ্গনের সীমানা ছাড়িয়ে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলেন। দুঃসাহসী ছদ্মবেশীর বুকটা একবার কেটে উঠল। এই মন্দির রাজার রাজত্ব সীমার বাইরে। মন্দিরের সেবকগণ এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। বাইরের লোকের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। যে দূরদৃষ্টি এই বিধি লঙ্ঘন করে, প্রভুর ক্রোধে বজ্রাগ্নির মত তাকে মুহূর্তে দগ্ধ করে।

মোশির যুগে এমনি ঘটনাই ঘটেছিল, কোন্ ইহুদী সন্তান সে কথা জ্ঞাত নয়? রাজা মনে মনে নিজেকে লক্ষ্য করে নিজেই হাসলেন। যুগ যুগ ধরে সমগ্র জাতির মনে যে-সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে, তিনিও তা থেকে মুক্ত নন। তিনি-যে বেশ ভয় পেয়েছেন, একথা নিজের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারলেন না।

BanglaBook.org

মন্দিরের পবিত্রতম কক্ষটিতে ঢুকতেই রাজার চোখ ঝলসে উঠল। সোনা, সোনা, সোনা, চারদিকেই শুধু সোনা—সোনার ছড়াছড়ি! ঘরের দেয়াল আগাগোড়া সোনার পাত দিয়ে মোড়াই করা। শত শত রত্নপ্রদীপের উজ্জ্বল আলো প্রাচীরের গায়ে প্রতিহত হয়ে ঠিকরে আসছে। মনে হয় সেই উজ্জ্বল কাঞ্চন-প্রাচীর যেন সমস্ত ঘরটিকে আলোকিত করে রেখেছে। দৈববাণী ঘোষণার স্থানটির সম্মুখে সূক্ষ্ম সোনার সুতো দিয়ে তৈরি একটি যবনিকা ঝুলছে। উজ্জ্বল আলোকে সেই যবনিকা সোনার হাসি হাসছে।

ঘরের মধ্যে দু'টি দশ হাত উঁচু পক্ষী-আকৃতি চেরাব মূর্তি। চেরাবদের পাঁচ হাত-বিশিষ্ট এক একটি ডানা। চারটি পাখা মিলে ঘরের এক দেয়াল থেকে আর এক দেয়াল পর্যন্ত বিস্তারিত। আর সেই পাখার ছায়ায় প্রভুর পবিত্র সিন্দুক বিরাজ করছে। লোকে বলে, এই সেই পবিত্র সিন্দুক যাকে নবী মোশি নিজ হস্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঘরের দেয়ালের গায়ে নানা রকম ছোট বড় চেরাব মূর্তি, তালগাছ ও প্রস্ফুটিত ফুল ক্ষোদিত রয়েছে।

প্রভুর সেবার জন্য অসংখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলপাত্র থরে থরে সজ্জিত আছে। শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত দীপ-বৃক্ষগুলোর উপর রত্ন-প্রদীপ জ্বলছে। স্বর্ণময় ধূপপাত্রে ধূপ পুড়ছে। ধূপের ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর সুবাসিত।

লেবীয় বাদকেরা মৃদঙ্গ, করতাল ও কাঁসির সহযোগে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজাচ্ছে। আর সেই সবকিছু মিলে এমন একটি রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে যে, মনটা গভীরভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে। এক অদৃশ্য পরম সত্তার সম্মুখে মাথা যেন আপনা থেকেই নুয়ে আসতে চায়। রাজা মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন।

ঃ এগিয়ে আসুন, লেখন যোনাথন ডাক দিলেন, এই-যে সম্মুখে প্রভুর বেদ। রাজা চেয়ে দেখলেন, প্রভুর বেদীর উপরে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়েছে। তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। একজন যাজক নিহত পশুর তাজা রক্তে অঞ্জলি পূর্ণ করে বেদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সেই রক্ত বেদীর উপরে আর চারদিকে ছড়িয়ে দিলেন। আর সেই বেদীর মৃঙ্গ রক্তে রঞ্জিত করলেন। তারপর নিহত পশুটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে প্রথমে মাথা, তারপর চর্বি শৃঙ্খলা মত স্তরে স্তরে জ্বলন্ত কাঠের উপর সাজিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনি পশুর অন্ত্র ও পাগুলোকে জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে শোধন করে নিয়ে তারপর আগুনের উপর চাপালেন। পোড়া মাংসের সুগন্ধ বাতাসে ভাসতে লাগল। যিহোবা এই সুঘ্রাণে পরিতৃপ্ত হয়ে থাকেন।

ঘরে বহু লোক। কেউ তাঁদের দিকে লক্ষ করল না। রাজা প্রধান যাজকের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর ঐশ্বর্য রাজাকেও হার মানিয়েছে। মন্দিরের সেবকদের পবিত্র মসিনার বস্ত্র পরতে হয়, তাই তিনি মসিনার বস্ত্র পরেছেন। কিন্তু সেই মসিনার বস্ত্রের মাঝে মাঝে কত সূক্ষ্ম জরীর কাজ। গলায় দুলছে চার লহর মালা। মরকত মণি, বৈদূর্য মণি, বৈদূর্য মণি, নীলকান্ত মণি, পোখরাজ, চুনী, পান্না— কত রকমের মহামূল্য মণি দিয়ে গাঁথা সেই মালা। এক রাজার ঐশ্বর্য যেন গলায় দুলছে। মাথায় রত্নমণ্ডিত স্বর্ণমুকুট, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে।

ঃ এগিয়ে চলুন, এগিয়ে চলুন, আপনার দ্রষ্টব্য এখানে নয়, লেখক যোনাথ

BanglaBook.org

ইঙ্গিতে ডাক দিলেন। রাজা সম্বিত ফিরে পেয়ে লেখক যোনাথনের পেছন পেছন দ্রুতপদে এগিয়ে চললেন। পেছনে লেবীয় বাদকদের ঐকতান সংবলিত বাজনা বাজতে লাগলো। ধূপের ধোঁয়া কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগলো। যজ্ঞাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত পশুর মাংস দগ্ধ হয়ে সুগন্ধ ছড়াতে লাগল, আর প্রধান যাজকের গলায় চার লহরের মণি মালা দীপালোকে ঝলমল করতে লাগল।

রাজা অবাক হয়ে দেখলেন, ঘরের পর ঘর, গলির পর গলি, ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পেছনে—কেমন ধাঁধা লেগে যায়। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি লেখক যোনাথনকে অনুসরণ করে চললেন। এ যেন মর্ত্য-লোকের সীমানার বাইরে এক রহস্যের মায়াপুরী। অবশেষে লেখক যোনাথন একটা দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে থেমে গেলেন।

ঃ রাজা, এবার তবে প্রস্তুত হোন।

ঃ কিসের প্রস্তুতি? বিপদের জন্য? সে তো হয়েই আছি। এ বিষয়ে আপনি কখনই আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবেন না।

ঃ না, না, বিপদের কথাই কি আমি বলছি? আপনি যা দেখতে এসেছেন, এবার তা দেখবার জন্য প্রস্তুত হোন।

দেয়ালের গায়ে ছোট একটা গর্ত। লেখক যোনাথন সেই গর্তের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কি যেন টানলেন। রাজার বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সামনেই দেয়ালটা আস্তে ফাঁক হয়ে গেল। এ কি যাদুর খেলা!

ঃ প্রবেশ করুন রাজা।

রাজা মন্ত্রমুগ্ধের মত পেছনে পেছনে প্রবেশ করলেন। এখান থেকে একটা সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। নামছেন, নামছেনই, এ কোথায় চলেছেন? ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে হঠাৎ চমকে উঠলেন রাজা। তাঁরা বড় একটা ঘরের খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। সারাটা ঘরে মাত্র দু'টি ক্ষীণ বাতি জলছে, এত বড় একটা ঘরকে সম্পূর্ণ আলোকিত করে তোলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঘরের বাতাস ধূপের ধোঁয়ায় যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। কেমন একটা গুরুভার অস্বস্তির বোঝা তাঁর বুকের উপর চেপে বসলো। এ কোথায় এসেছেন তিনি? সেই রহস্যময় আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট দেখা গেল, কয়েকটি ছায়ামূর্তি শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। শিউরে উঠলেন রাজা। তবে কি তাঁরা জীবলোকের সীমানা ছড়িয়ে প্রেতলোকে প্রবেশ করেছেন? ছায়ামূর্তিদের কাছে একটি করে ধুনুচি, তা থেকে সুবাসিত ধূপের ধোঁয়া উঠছে।

একটু কেঁপে ওঠা কণ্ঠে রাজা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এঁরা, এঁরা কারা? লেখক যোনাথন একটু হেসে উত্তর দিলেনঃ আমাদের ইহুদী সমাজেরই লোক। নাম উল্লেখ করতে চাই না। এঁরা সবাই বিশিষ্ট ও সম্পন্ন নাগরিক।

ঃ এঁরা এই মৃত্যুপুরীতে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

ঃ মৃত্যুপুরী নয়, এ গুপ্তমন্দির। এঁরা বর্তমান সংকট থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও আপন আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পুজো দিচ্ছেন।

ঃ পুজো? কার কাছে?

BanglaBook.org

ঃ সম্মুখের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখুন। কি দেখছেন?

ঃ গোবৎস, ঈগল, সাপ আর নানা জাতির সরীসৃপদের মূর্তি।

ঃ ঠিকই দেখেছেন। এই সমস্ত দেবতার প্রীতার্থেই পুজো দেওয়া হচ্ছে।

ঃ পশু পাখী পুজো? যিহোবার মন্দিরে?

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু প্রভুর চক্ষুর আড়ালে।

লেখক যোনাথন রাজার হাত ধরে টানলেন ঃ ডান দিকে এগিয়ে চলুন। একটা গলি ধরে এগোতে এগোতে তাঁরা একটা দেয়ালের মুখোমুখি এসে থামলেন। দেয়ালের গায়ে তেমনি এক গর্ত। লেখক যোনাথন সেই গর্তে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে টানলেন। দেয়াল ফাঁক হয়ে গেল। তার মধ্য দিয়ে তাঁরা আর একটি কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন। ঘরটি উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। আবছা অন্ধকারের মধ্য থেকে হঠাৎ এত আলোর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁদের চোখ ঝলসে গেল। সেই আলোকে রাজা দেখলেন কয়েকজন লোক পূর্বদিকে মুখ করে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঃ এঁরা আবার কারা? এঁরাও কি পুজো করছেন?

ঃ পুবের দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখুন— স্বর্ণনির্মিত সূর্যমূর্তি। এঁরা মিসর-রাজের কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশায় মিসরের সূর্যদেবতা 'রা'-এর কাছে প্রার্থনা করছেন।

ঃ আচার্য পশহুর কি তবে পশুপূজা ও সূর্যপূজায় বিশ্বাসী?

ঃ আচার্য পশহুর বহু ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করেন। তিনি সাধারণের বুদ্ধির অধিগম্য নন। তিনি কী-যে বিশ্বাস করেন এবং কিইবা বিশ্বাস করেন না, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ সে কথা বলতে পারে না। তবে এই সমস্ত গুপ্ত পূজকদের তাঁদের পুজোর জন্য খুব ভারী হাতেই দক্ষিণা দিতে হয়। যে সে লোকের এখানে প্রবেশের অধিকার নেই।

ঃ লেখক যোনাথন, আর কত বিস্ময় আমার জন্য সঞ্চিত রয়েছে?

ঃ বিস্ময়ের সমুদ্রে থই পাবেন না রাজা। কিন্তু সময় আমাদের অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। বাম দিকে এগিয়ে চলুন।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার তাঁরা দেয়ালের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। এখানেও সেই একই ব্যবস্থা। একই নিয়মে দেয়ালটা ফাঁক হয়ে গেল। এখান থেকে সোজা ওপরের দিকে একটা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। আবার সেই দেয়াল। লেখক যোনাথনের আঙ্গুলের ছোঁয়ায় দেয়ালটা ফাঁক হয়ে তাঁদের পথ করে দিল।

সামনে খোলা অঙ্গন। অঙ্গনের দিকেই মুখ করে পাশাপাশি কয়েকটি কক্ষ। এখানে থেকে বাইরের পথিবীর কিছুই দেখা যায় না। বাইরের শব্দও কমই শুনতে পাওয়া যায়। শুধু মাঝে মাঝে মন্দিরের কাঁসি ঘণ্টার অস্ফুট শব্দ ভেসে আসছিল।

হঠাৎ উপলাহত ঝরণার মত মধুর কলহাস্যের ঝঙ্কার শুনতে পেয়ে রাজা চমকে উঠলেন। কয়েকটি লাবণ্যময়ী তরুণী হাসাহাসি করতে করতে তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সব কয়টিই অপরূপ সুন্দরী। যৌবনের অসংযত প্রবাহ যেন দু'কূল ছাপিয়ে উপছে উঠছে।

BanglaBook.org

ঃ মন্দিরের সেবকগণ, আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

লেখক যোনাথন নিয়ম রক্ষার হাসি হেসে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করলেন। একটা মেয়ে একেবারে রাজার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো। রাজা একটু পিছিয়ে গেলেন। নিঃসংকোচ দৃষ্টিতে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখরা মেয়েটা বলে উঠলঃ আমাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবতী কি প্রভুর এই কমনীয়-কান্তি সেবকটির নৈশ প্রসাদ কামনা করতে পারে না?

তার এই কথায় আর সব মেয়েরা হাসির ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ল। লেখক যোনাথন কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য ঢেলে দিয়ে বললেন, তোমরা শিষ্টতা রক্ষা করে কথা বলো।

মুখরা যুবতী এই শাসনে বিন্দুমাত্রও অপ্রতিভ বোধ করল না। সে আদুরে মেয়ের ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে আধ আধ সুরে বললঃ হ্যাঁগো, আমি কি তোমাদের সঙ্গে কোন অশিষ্টতা করেছি? কিন্তু প্রভুর ওই সেবকটি এমন ভীতু কেন? আমি কি সাপ না বাঘ যে, আমার গায়ের হাওয়া লাগতেই ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল?

তারপর আর একটি যুবতীকে কাছে টেনে নিয়ে এসে তাকে দেখিয়ে বললঃ আমাদের প্রধান যাজককে বলবেন, তিনি ক'দিন ধরে আসছেন না কেন? তাঁর অভাবে তাঁর এই ফুলটি-যে শুকিয়ে যাচ্ছে।

তার কথা শুনে মেয়েরা হাসির রোল তুলে পাশ কাটিয়ে আর একদিকে চলে গেল।

রাজা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লেখক যোনাথনের দিকে তাকালেন।

লেখক যোনাথন তাঁর প্রশ্ন বুঝতে পারলেন, এরা? এরা প্রভুর দাসী।

ঃ এদের কাজ?

ঃ সব কথাই কি মুখ ফুটে বলতে হবে? ওদের কাজ প্রভুর সেবকদের চিত্ত-বিনোদন।

ঃ ইহুদী?

ঃ ইহুদীও আছে, পরজাতীয়াও আছে।

তাঁরা প্রভুর দাসীদের সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষগুলোর পাশ দিয়ে চলেছেন, এমন সময় দেখলেন, একটি যুবতী ঘরের মধ্যে একটি কাঠের পুতুলের সামনে এলোচুলে মাথা নত করে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে।

ঃ ও কি? এ কি করছে? এতবড় মেয়ে, পুতুল খেলছে নাকি?

ঃ পুতুল খেলা কোথায় দেখলেন? এ-যে পুজো করছে।

ঃ কার পুজো?

ঃ এ মেয়েটি পরজাতীয়া। তম্মুজ দেবতার পুজো করছে।

রাজা মনে মনে ভাবলেন, যিহোবার মন্দিরে সবার অবারিত দ্বার। সকলেরই এখানে স্থান আছে। শুধু রাজার প্রবেশটাই কি অনধিকার-প্রবেশ?

চলতে চলতে অপর প্রান্তে তাঁরা আবার একটা দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রাজা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিলেন, কোন বাধাই বাধা নয়। লেখক যোনাথনের অমোঘ স্পর্শে এই দেয়ালও পথ করে দেবে।

ঃ লেখক যোনাথন, আমার দেখার কাজ হয়ে গেছে। আপনি এখন আমাকে এখান থেকে বাইরে নিয়ে চলুন।

BanglaBook.org

ঃ আর কিছু দেখবেন না, রাজা?

ঃ না, আমি আর দেখতে চাই না।

রাজা মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তিনি বুক ভরে বাইরের বাতাস টেনে নিলেন। রাস্তায় তখন লোকের ভীড়। লেখক যোনাথন মন্দিরেই রয়ে গেলেন। সাথীহীন রাজা যিহোয়াকীম মন্দিরের সীমানা ছাড়িয়ে রাজপথ ধরে চলতে লাগলেন। চিন্তাচ্ছন্ন মনে তিনি এগিয়ে চলেছেন। একটি সন্ধ্যা তাঁর জীবনে এ কি অভিজ্ঞতা এনে দিয়েছে! মন্দির ছাড়িয়ে রাজপথ ধরে কিছুটা এগিয়েছেন, এমন সময় কে যেন তাঁকে ডাকল—রাজা!

চমকে উঠলেন তিনি, নিশ্চয়ই তিনি ভুল শুনেছেন। এই পোশাকে কে তাঁকে চিনবে? আবার তিনি পা বাড়ালেন।

ঃ দাঁড়ান!

এবার আর কোন সন্দেহ নেই। রাজা পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন আচার্য পশহুর।

কতক্ষণ অপলক নেত্রে দু'জন দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

ঃ এতই আপনার দুঃসাহস রাজা?

ঃ আপনার চেয়ে বেশি নয়, আচার্য পশহুর।

ঃ আপনি মন্দির-সেবকের ছদ্মবেশে কেন?

ঃ আমার বেশভূষা-সম্পর্কে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?

ঃ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে আপনি মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন। নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে আপনি ছদ্মবেশে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করেন নি। জানেন এর শাস্তি কি?

ঃ আমি তা জনতে চাই নে। আমার যা জানবার প্রয়োজন ছিল, তা আমি জেনেছি।

ঃ কি জেনেছেন আপনি?

ঃ আপনাকে জেনেছি। আপনার সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক কিছুই জানতাম। যেটুকু বাকী ছিল, তাও আজ জানলাম। আজ আমার কৌতূহল পূর্ণ হয়েছে।

রাজা দেখলেন, মুহূর্তে আচার্য পশহুরের চোখ থেকে যেন তীব্র একটা আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে পড়ল। পশহুর বাঘের মতই গর্জন করে উঠলেঃ ধরো, ধরো তোমরা একে। এই পাপাত্মা মন্দির-সেবক প্রভুর মন্দিরের পবিত্র শৃঙ্খলাভঙ্গ করে শাস্তির ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তোমরা একে বন্দী করে প্রভুর মন্দিরের মধ্যে নিয়ে যাও।

আচার্য পশহুরের সঙ্গে চার পাঁচজন মসিনাবস্ত্রধারী অনুচর ছিল। এই আদেশ পেয়ে তারা রাজাকে ঘেরাও করে ফেলল। প্রকাশ্য জনবহুল রাজপথের উপরে এমন একটা সংকটজনক অবস্থায় পড়তে হতে পারে, রাজা তা একেবারেই ভাবতে পারেন নি। অভ্যাসের বশে আত্মরক্ষার জন্য তিনি তাঁর কোমরে হাত দিলেন। কিন্তু হায় ছদ্মবেশী, কোথায় তোমার তরবারী!

আর ঠিক সেই সময়েই চারদিকে একটা চেঁচামেচি শোনা গেল, সর, সর, ঘোড়া আসছে, ঘোড়া আসছে? আরে লোকটা কি ক্ষেপে গেছে নাকি? ভিড়ের মধ্য দিয়েই কেমন করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে!

BanglaBook.org

ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শুনে রাজা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলেন, একজন ঘোড়সওয়ার ভিড় ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। ঘোড়সওয়ারের হাতের খোলা তরোয়াল রাস্তায় বাতির আলোয় ঝিলিক মেরে উঠল। লোকজন ভয়ে দু'পাশে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। সেই ধাক্কায় আচার্য পশহুরের অনুচরেরাও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো।

আরোহী ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে পড়ে রাজার কাছে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল।

ঃ কে, কাদমিয়েল?

ঃ মালিক, এক মুহূর্ত দেরি নয়, এখনই এই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যান।

ঃ আর তুমি?

ঃ আমার জন্য ভাববেন না। ওরা আমার কি করবে?

ভাববার সময় ছিল না। রাজা লাফ দিয়ে ঘোড়ার উপর উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই শিক্ষিত ঘোড়া আরোহীর ইঙ্গিতে টগবগ করে প্রাসাদের দিকে ছুটল। রাজার লোক এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল।

আচার্য পশহুর ঘায়েল বাঘের মত হিংস্র দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটুর জন্য শিকারটা হাত থেকে ফসকে গেল। তখনও দেখা যাচ্ছিল, ঘোড়াটা ছুটে চলেছে, আর অশ্বারোহীর মসিনার কাপড়ের আঁচলটা বাতাসে লটপট করে উড়ছে। ক্রোধোন্মত্ত পশহুর দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র চাপা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— বটে, আচ্ছা!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ দশ ॥

এর পরের ঘটনাগুলো অত্যন্ত দ্রুত গেল। যেদিন সন্ধ্যার সময় রাজা যিহোয়াকীম মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, তার পরদিনই নিশীথ রাত্রিতে ক্যালদীয়েরা নগরে প্রবেশ করল। কেউ বলল, ওরা প্রহরীদের অসতর্কতার সুযোগে প্রাচীর টপকে ঢুকে পড়েছিল। আবার কেউ বলল, ভেতর থেকে দরজা খুলে ওদের ডেকে আনা হয়েছে। একটা জিনিস সবাই লক্ষ করল ক্যালদীয়েরা যা যার করবার স্বচ্ছন্দে করে গেল, বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ তারা পায়নি। জেরুজালেমের সৈন্যরা নিরপেক্ষ দর্শকের মতই বসে বসে দেখল।

ক্যালদীয়দের ব্যবহারটাও আশাতীতরূপ ভদ্র দেখা গেল। তারা রাজপ্রাসাদ, মন্দির আর ধনী নাগরিকদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠন করে স্বর্ণ, রৌপ্য আর তামা প্রচুর পরিমাণেই আত্মসাৎ করল। মন্দিরের বহু স্বর্ণপাত্র ও রৌপ্যপাত্র বাবিলের দেবতার মন্দিরে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। আর সেই সেঙ্গ রাজা যিহোয়াকীমকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের আদেশে রাজা যিহোয়াকীমের তরুণ পুত্র যিহোইয়াকিনকে রাজপদে অভিষিক্ত করা হোল।

কলঙ্কী রাজ যিহোযাকীমের এই দুর্ভাগ্যে দুঃখ করবার মত লোক খুব কমই ছিল। নগরবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

॥ এগারো ॥

স্বর্ণময়ী সুন্দরী জেরুজালেমকে একবার ধর্ষণ করেই বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের স্বর্ণ-কামনার পরিতৃপ্তি হয় নি। তার শেষ মধুটুকু নিঃশেষ করে না নেওয়া পর্যন্ত তার সর্বগ্রাসী তৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই।

প্রাচীন রাজবংশমালায় লেখা আছে, রাজা যিহোয়াকীমের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বাবিলের লুব্ধ পঙ্গপালগুলো জেরুজালেমের সোনার ফসলের উপর আবার এসে নামল। তরুণ রাজা যিহোইয়াকীন তাঁর সাধ্যমত বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই প্রবল বন্যার মুখে তাঁর সেই প্রতিরোধের বাঁধ কোথায় ভেসে গেল!

বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের লুণ্ঠনরত দক্ষিণ হস্তকে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন শক্তিধর কে? রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য আর মহার্ঘ বিলাসোপকরণ সব কিছুই লুণ্ঠিত হোল। প্রভুর মন্দিরের যুগযুগসঞ্চিত বিপুল সম্পদ ভারবাহী বন্দীদের পিঠে চাপিয়ে বাবিলে চালান দেওয়া হতে লাগল। ভারে ভারে পবিত্র স্বর্ণপাত্র ও রৌপ্যপাত্র অসহায় ধর্মপ্রাণ নাগরিকদের অশ্রুসজল চোখের সুমুখ দিয়ে চলে যেতে লাগল।

শুধু কি তাই? রাজা যিহোইয়াকীন, তাঁর মা নেহুশতা, তাঁর পত্নীগণ, কুলপতিগণ আর নগরের যোদ্ধাগণকে বন্দী করে বাবিলে পাঠানো হোল। রজ্জুবদ্ধ পশুর মত হাজার হাজার বন্দী পায়ের শিকল টানতে টানতে তাদের পেছনে পেছনে চলল। তাদের মধ্যে ছিল অস্ত্রধারণক্ষম সাত হাজার পুরুষ আর এক হাজার কারিগর ও কর্মকার।

অভিজাত পরিবারের বাছা বাছা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে করে নিয়ে গেল ওরা। যে-মেয়েরা কখনও পায়ে হেঁটে পথ চলে নি, তাদের অনাবৃত সুকোমল মুখমণ্ডল প্রখর সূর্যের তাপে ফুলের মতই শুকিয়ে উটল। ভয়ার্ত হরিণীর মতই ওরা কাঁপছিল আর ব্যাকুল চোখে চারদিকে চাইছিল। ওরা চলতে পারছিল না, বারেবারেই হোঁচট খেয়ে পড়ছিল।

দুর্ভাগা নগরী শ্রীহীন বিধবার মূর্তিধারণ করল। আর সেই ধর্ষিতা, লুণ্ঠিতা নগরীতে রাজপদে বসানো হোল রাজা যিহোইয়াকীনের পিতৃব্য মেতানিয়াকে। বাবিলরাজের প্রতি আনুগত্যের মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ তার পৈতৃক নাম 'মেতানিয়া' অপসারণ করে তারা তাঁর নাম দিল যেদেকিয়া।

বছরের পর বছর ঘুরে চলে, শুকনো পাতা ঝরে গিয়ে আবার নতুন কিশলয় দেখা দেয়। পুরাতন ক্ষত একটু একটু করে সেরে আসতে থাকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ মানুষগুলো আবার

BanglaBook.org

তাদের শিরদাঁড়া সোজা করে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। বাবিলরাজের গুরুভার যোয়ালের চাপ অসহ্য হয়ে উঠছে। বার্ষিক একশত তালেন্ত রৌপ্য আর এক তালেন্ত স্বর্ণের করভারের দুর্বহ বোঝা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইহুদীরা ছটফট করে মরে। কিন্তু উদ্ধারের পথ কি? কে না জানে শক্তিপ্রমত্ত বাবিলের বিরুদ্ধে ইহুদীদের দুর্বল প্রতিরোধ তৃণের মতই ভেসে যাবে। মুক্তির কি কোনই পথ নেই? মন্দির কর্তৃপক্ষ ও অধ্যক্ষদের প্ররোচনায় রাজা যেদেকিয়া গোপনে মিসর-রাজের সঙ্গে দূত চলাচল শুরু করলেন। সেই পুরাতন ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। একদিকে বাবিল আর একদিকে মিসর, মাঝখানে তাদের হাতের ক্রীড়নক হতভাগ্য ইহুদী জাতি।

কিন্তু লোকপ্রধানদের মধ্যে মতবৈষম্য দেখা দেয়। কয়েকজন মিসরের কাছে থেকে আশ্বাস পেয়ে নতুন পথে পা বাড়াতে যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থিতাবস্থা রক্ষা করে চলবার পক্ষপাতী। একবার তাঁরা আগুনে হাত দিয়ে দেখেছেন তার কি জ্বালা। সে কি তাঁরা এরই মধ্যে ভুলে গেছেন? রাজা যিহোইয়াকীনের পতনের সময়কার মর্মান্তিক ইতিহাস তো এত অল্প দিনের মধ্যেই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। সেই দুর্দিনে মিসর কোথায় ছিল? ঘন ঘন আবেদন পাঠাবার পরেও মিসর চোখ কান বুজে অসাড় হয়ে রইল। মসির তো আলেয়ার আলো, সে শুধু সর্বনাশের পথেই টেনে নিয়ে যেতে পারে।

নবী যেরেমিয়ার সতর্কতার বাণী ঘোষিত হয়ে চলেছে। তাঁর কণ্ঠের বিরাম নেই। প্রভু বলছেন—'শোন আমার মূঢ় সন্তানগণ, অসম্ভবের আশায় হাত বাড়িও না। আমি যা ইচ্ছা করব, তাই ঘটবে। আমার আদেশ ছাড়া গাছের পাতাটিও বৃন্ত থেকে খসে পড়তে পারে না, সে কি তোমরা জান না? তোমাদের পাপের জন্য আমি যে-দণ্ড বিধান করেছি, তা থেকে অব্যাহতি লাভের কোনই পথ নেই। বাবিলরাজে এই কষ্টকর যোয়াল তোমাদের দীর্ঘদিন বহন করে চলতে হবে। যেদিন আমি তোমাদের মুক্তি দেব, সেই দিনই তোমরা মুক্ত হবে। তার আগে নয়।

'—কোন্ মিথ্যা আশার মরীচিকায় ভুলে তোমরা আজ মিসর রাজ্যের পদচুম্বন করতে চলেছ? বরঞ্চ বিষাক্ত সাপকে বিশ্বাস করে, কিন্তু ফেরাউনকে বিশ্বাস কোরো না। অত্যাচারী ফেরাউনের বজ্র বাঁধন থেকেই একদিন আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের মুক্ত করে এনেছিলাম, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে সে কথা কি তোমরা পড় নি? অবশেষে বহু মরু পর্বত অরণ্য অতিক্রম করে যে তোমাদের এই দুগ্ধ ও মধুর দেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সে কি আমি নই? আঃ অকৃতজ্ঞ সন্তানগণ, সে কথা কি তোমরা ভুলে গিয়েছ? এত দুঃখ দুর্ভোগের পরেও আজও কি তোমরা বুঝতে পার না যে, আমার ইচ্ছা ছাড়া তোমরা এক পাও চলতে পার না। আজও কি তোমরা দেখতে পারছ না মিসর কণ্টকতরু-সদৃশ, তাকে আলিঙ্গন করতে গেলে তার কাঁটা তোমার বুকে বিঁধে বসবে?...'

লোকপ্রধানদের অধিকাংশই এই মতের পোষকতা করে আসছিলেন। কিন্তু মন্দির-কর্তৃপক্ষ ও অধ্যক্ষেরা মিসরের সাহায্য নিয়ে বাবিলের প্রতি আনুগত্য অস্বীকারের পক্ষপাতী। মন্দিরের যিহোবা মিসরের দিকে, আর যেরেমিয়ার যিহোবা বাবিলের দিকে। জেরুজালেমের ভেতরে এই দুই শক্তির শক্তি পরীক্ষা চলেছে। ওদিকে বাবিলে

BanglaBook.org

যেই হাজার হাজার ইহুদী নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল, তাদের মধ্যেও অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। স্বদেশে ফিরে আসবার জন্য ওদের মন হাহাকার করে মরছিল। কবে আসবে সেই সুদিন, যেদিন তারা মুক্ত হয়ে দলে দলে স্বাধীন জেরুজালেমে ফিরে আসবে! মাতৃভুমি থেকে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক কঠিন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে অত্যাচার ও লাঞ্ছনাময় জীবন যাপন করতে করতে হতভাগ্যের দল এই স্বপ্নই শুধু দেখছিল।

বাবিলে নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে এবং তারা যে-কোন সময় সেখানে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে বসতে পারে, এ রকম জনশ্রুতি মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল। জেরুজালেম থেকে এই ব্যাপারে উৎসাহ দেবার লোকের অভাব ছিল না। যেরেমিয়া ও তাঁর সমমতাবলম্বীগণ বাবিলের এই সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। যে-ভাবেই হোক এই বিপদকে ঠেকাতেই হবে। বাবিলে এই ধরনের কোন কিছু যদি সত্যসত্যই ঘটে, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া-যে শুধু বাবিলেই ঘটবে তা নয়, তার প্রতিহিংসায় জেরুজালেমের অস্থি পর্যন্ত ওরা চূর্ণ চূর্ণ করে দেবে। তখন তাঁরা যেরেমিয়ার স্বাক্ষরিত এক লিপি শাফোনের পুত্র এলাসাহ এবং হিলফিয়ার পুত্র গেমারিয়ার মারফৎ বাবিলের ইহুদীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নিম্নোক্ত এই লিপি নির্বাসিত প্রাচীন বর্গ, যাজকগণ, নবীগণ ও সাধারণ ইহুদীদের উদ্দেশে লিখিত হয়েছিলঃ

"ভ্রাতৃমণ্ডলী, ইসরায়েলের প্রভু আপনাদের সম্বোধন করে ডেকে বলছেন—'হে আমার নির্বাসিত সন্তানগণ, তোমরা তোমাদের এই নতুন আবাসভূমিতে গৃহ নির্মাণ করে শান্তিতে বসবাস কর। তোমরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে তরুলতা রোপণ কর; আর তাদের ফল ভোজন কর। তোমরা বিবাহ কর আর পুত্রকন্যার জন্ম দাও। আর তোমরা তোমাদের পুত্রদের জন্য বধূ ও কন্যাদের জন্য জামাতা সংগ্রহ কর, যাতে তারাও সৃষ্টির বিধান-অনুসারে পুত্রকন্যার জন্ম দিতে পারে। এই ভাবে দিনের পর দিন তোমরা সেখানে তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাক। সংখ্যাই শক্তি। সংখ্যার বৃদ্ধিতেই জাতির বৃদ্ধি।

'তোমরা যেই দেশে বাস করছ, সেখানকার শান্তি তোমাদের কাম্য। তোমাদের পরম প্রভুর কাছে তোমরা সেই দেশের শান্তির জন্য প্রার্থনা কর। কারণ সেই দেশের শান্তিতে তোমাদেরও শান্তি।

'দীর্ঘদিন তোমাদের সেই দেশেই থাকতে হবে। যতই অধৈর্য হও না কেন, আমার নির্ধারিত আল খণ্ডন করবার সাধ্য কার আছে? তারপর যখন সময় আসবে, আমি নিজেই তোমাদের কাছে সেই সুসমাচার ঘোষণা করবো। সেদিন আমিই তোমাদের হাত ধরে নিয়ে আসব, যেমন করে আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের ফেরাউনের হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলাম। তোমরা আমাতে [illegible] পাব।

'সেদিন তোমরা আমাকে [illegible]। আমিও তোমাদের ফিরে পাব। সেদিন আমি [illegible] বন্দীদশা ঘোচাব। ক্রোধ-পরবশ হয়ে আমি তোমাদের নিজ হাতে [illegible] থেকে বিতাড়িত করে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিকীর্ণ করে দিয়েছি। যখন সময় আসবে, আমি আবার তোমাদের এখানে এনে জড় করব, যেমন করে মেষ-পালক তার বিচ্ছিন্ন মেষগুলোকে একত্রে জড় করে।

'তোমরা জেরুজালেমের কথা শুনে কাঁদছো? কিন্তু এই অবাধ্য নগরীকে তোমাদের চাইতেও অনেক বেশি কাঁদতে হবে। এই জেরুজালেমের বুকে দায়ুদের পরিত্যক্ত সিংহাসনে যেই হতভাগ্য রাজা সমাসীন আছে, আর এই নগরীর অধিবাসী যারা, তাদের ভাগ্যাকাশে ঘোর ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে। আর দেরি নেই, অচিরেই মৃত্যুর তাণ্ডব শুরু হবে। তাদের জন্য ক্ষমা নেই। আমার অমোঘ বিধান তাদের উপর শাস্তি তরবাবীর আঘাত হয়ে নেমে আসছে। নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। আর আমার নির্দয় তাড়নায় বিতাড়িত তারা আশ্রয়ের সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। আর পৃথিবীর জাতিবর্গ বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে, বিদ্রূপ করবে, গায়ে ধুলো দেবে, ব্যঙ্গ করে মিস দেবে আর অভিসম্পাত করবে।

'কেন? তারা-যে আমার অবাধ্য। তারা-যে আমার কথা শোনে না। আমি প্রতিদিন প্রত্যুষে তাদের শুভবুদ্ধি উন্মেষের জন্য নবীদের আমার বাণী প্রচার করতে পাঠিয়ে দিই, কিন্তু তারা তাদের কথা শুনতে চায় না। তারা অবজ্ঞা করে মুখ ফিরিয়ে থাকে।'

এই লিপি যখন বাবিলে গিয়ে পৌছল, সেখানকার নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্যে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। কিছু কিছু লোক বললঃ নবী যেরেমিয়ার কথা কোন দিনই মিথ্যা হয় নি। স্বয়ং প্রভু তাঁর মুখ দিয়ে কথা বলেন; একথা মানতেই হবে।

কিন্তু যারা এ কথা বলল, তাদের সংখ্যা নগণ্য। অধিকাংশ লোকই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। যখন তারা তাদের স্বদেশে ফিরে যাবার সোনালী স্বপ্নে ডুবে আছে, তখন এ কি বিপরীত কথা! এমন কথা শুনতে কার ভাল লাগে। তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলাবলি করতে লাগল—মিথ্যাবাদী, ভণ্ড যেরেমিয়া, আমরা তার কোন কথাই শুনতে চাই না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ বারো ॥

সংবাদটা বণিকদের মুখ থেকে শোনা গিয়েছে। বণিকেরা পণ্য নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়! তাদের মুখে দেশ-বিদেশের কাহিনী।

সীদনের বণিকেরা প্রতি বছরেই একবার করে ইহুদী অঞ্চলগুলোতে এসে তাদের বাণিজ্যের ডিঙ্গা ভিড়ায়। এবারও তারা তাদের নিয়ম মত জেরুজালেমে এসেছে। তাদের মুখে শোনা গেল এক বিচিত্র কাহিনী, যে-কথা কেউ কোন দিন শোনে নি। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ বা করল না। এথেন্সের ক্রীতদাসেরা নাকি তাদের মালিকদের বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। শুধু বেঁকে দাঁড়ানোই নয়, কোথাও কোথাও দু'পক্ষের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধও নাকি চলেছে। প্রথম দু'একটা দিন লোকে সংবাদটাকে একটা কাহিনীর মতই গ্রহণ করল। সওদাগরদের ডিঙ্গা এসে ভিড়লেই সারা এলাকার লোকেরা তাদের এসে ঘিরে ধরে। এইটাই চিরকালের প্রথা। সওাগরেরা কত দেশের কত উপকথা, ইতিহাস আর সত্যি মিথ্যায় মিশানো কত কাহিনী এমনি করে দেশে দেশে ছড়িয়ে বেড়ায়। এজন্যই তারা এত জনপ্রিয়, তাদের পেলে আর কেহ ছাড়তে চায় না। এইভাবে পণ্যের সঙ্গে সঙ্গে তারা সংবাদ ফিরি করে বেড়ায়। সীদনের বণিকেরা এবার এথেন্সের ক্রীতদাসদের লড়াইয়ের সংবাদটা দিয়ে বাজারটা একেবারে মাত করে দিয়েছে। এই গল্প সবার মুখে মুখে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুদিন যেতে না যেতেই গল্প আর নিছক গল্প রইল না, কেমন একটা নতুন রূপ ধরতে লাগল। ক্রীতদাসদের মালিকেরা নাক সিটকে বলতে লাগল, ক্ষেপেছ তোমরা! যত সব আজগুবী কথা। ক্রীতদাসদের কখনও এত সাহস হতে পারে? বণিকদের সব কিছু নিয়েই ব্যবসা। এক একবার এক একটা গল্প নিয়ে এসে বাজার জমায়। ওদের কথায় বিশ্বাস করে কে?

ক্রীতদাসদের গলার স্বর কিন্তু উঠল না, বরঞ্চ নেমে গেল। একেবারেই খাদে নেমে গেল। তারপর চলল কানাকানি, চুপি চুপি কথা, নানা রকম শলা-পরামর্শ। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখ মুখের ভাব দ্রুত বদলে যেতে লাগল। সীদনের বণিকেরা কি সর্বনাশের বীজই-যে বুনে গেল!

সওদাগরেরা মাল নিয়ে বিকিকিনি করতে এসেছিল। কাজ শেষ হয়ে গেলে তারা তাদের ভরা ডিঙ্গায় পাল তুলে নতুন বন্দর লক্ষ করে চলল। কিন্তু যে-বীজ তারা ছড়িয়ে দিয়ে গেল, তা কিন্তু সরল না। জমিন তৈরি ছিল, আবহাওয়া অনুকূল ছিল, মাটির তলার সেই বীজ একটু একটু করে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে লাগল।

BanglaBook.org

কথা বাতাসে আসে বাতাসে যায়। কথা কি কেউ ধরে রাখতে পারে? দেখতে দেখতে এক মুখের কথা দশ মুখের কথা হয়ে দাঁড়ায়। মালিকপক্ষ কিন্তু নিশ্চিন্ত ছিল। যে-জিনিস কোনদিন হয় নি, তেমন জিনিস কোনদিন হতে পারে না; এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল ছিল। সেজন্য ব্যাপারটার উপর গুরুত্ব দেয় নি। তাছাড়া জেরুজালেমের ক্রীতদাসেরা এতই নিরীহ ও বশংবদ প্রাণী যে, তাদের সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ জাগাই কঠিন। আর এ কথাও সত্যি, উপর থেকে তলার ব্যাপারটা ভাল করে দেখাও যাচ্ছিল না।

লোকপ্রধান অহিকম নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। এ সমস্ত খবর তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। হঠাৎ কথায় কথায় য়ুসুফের কাছে একটু আভাস পেতেই তিনি দস্তুরমত চমকে উঠলেন। এ সব আবার কি ব্যাপার? রাত্রিতে রাত্রিতে নাকি ক্রীতদাসদের গোপন সভা চলছে। প্রথম প্রথম দু'দশ জন লোক হোত। আর এখন এত লোক হয় যে, জায়গা দেওয়াই কঠিন।

য়ুসুফ নিজে একজন ক্রীতদাস। ক্রীতদাস সমাজে তার প্রভাব কম নয়, যেরেমিয়ার বিচারের দিন সে তা ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছে। ক্রীতদাসদের মধ্যেএ রকম কর্মঠ ও বুদ্ধিমান লোক খুবই কম আছে। অহিকম গুণীর আদর করতে জানতেন। সেইজন্য তিনি য়ুসুফকে খুবই পছন্দ করতেন। অপরপক্ষে অহিকমের উপরেও য়ুসুফের অগাধ বিশ্বাস, তার কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, যে-কোন ন্যায়সংগত কাজে লোকপ্রধান অহিকমের সক্রিয় সহযোগিতা নাও যদি থাকে, সহানুভূতি ও সমর্থন থাকবেই— তাই মালিকপক্ষের লোক হলেও তাদের নিজেদের গোপন কথা তার কাছে প্রকাশ করতে য়ুসুফের মনে কোনই দ্বিধা জাগে নি। কিন্তু কথাটা তোলার পর অহিকমের মনের প্রতিক্রিয়াটা দেখে সেও খুবই চমকে উঠল।

অহিকম বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন কথাটা শুনে। সমস্ত জেরুজালেম নগরে অন্তত পক্ষে হাজার দুয়েকের মত ক্রীতদাস তো আছেই। ওরা যদি সত্যসত্যই একজোট হয়ে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায়, তখন ব্যাপারটাকে সামলানো বড় সহজ হবে না। যেরিমিয়ার বিচারের দিনে বিচারসভার সামনে সেই বিপুল জন-বিক্ষোভের ছবিটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। তাদের মধ্যে ক্রীতদাসদের সংখ্যা তো বড় কম নয়। আর সেদিনকার বিক্ষোভে তাদেরই ছিল উদ্যোগী ভূমিকা. এ কথা তার চেয়ে আর বেশি কে জানে? সে দৃশ্যটা সেদিন তাঁর চোখে বড়ই মনোরম লেগেছিল। কিন্তু ক্রীতদাসেরা যদি আজ তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে মালিকদের বিরুদ্ধে তেমনি করেই দল বেঁধে রুখে দাঁড়ায়, তখন সেই দৃশ্যটা তাঁর কাছে সুখকর হবে কি? এতদিনের জেরুজালেমের সমস্যা মূলত এই প্রশ্নটিকেই কেন্দ্র করে ছিল—ইহুদীরা বাবিলের সঙ্গেই থাকবে, না মিসরের আশ্রয় নেবে? নগরীর সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ এই প্রশ্নটির সুমীমাংসার উপরেই ঝুলছিল। মন্দির কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষগণ, লোকপ্রধানগণ এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে এই নিয়েই যথেষ্ট মতবিরোধ, মনকষাকষি, বাদপ্রতিবাদ ও আক্রমণ প্রতি আক্রমণ চলছে। এর মধ্যে ক্রীতদাসেরা আবার কোথা থেকে এক নতুন অশান্তির বীজ বহন করে নিয়ে এলো!

ঃ তোমরা কি আর সময় পেলে না? জেরুজালেম ও সমগ্র য়াহুদা রাজ্য আজ একটা বিরাট বিপর্যয়ের সামনে। আমাদের রাজা যে-সর্বনেশে পথ ধরে চলেছেন, সে খবর কি বাবিলে গিয়ে পৌঁছতে বাকী আছে? বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার আর কতদিন তা নিঃশব্দে সহ্য করে চলবেন? আর তোমরা কিনা এই সংকটের সময়ে তোমাদের নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারটাকে হাওয়া দিয়ে উসকে তুলছ। আগুন নিয়ে খেলা কলার এই কি সময়?

অহিকমের কণ্ঠস্বরে উষ্মা চাপা রইল না। য়ুসুফ তা লক্ষ করল। একটু ক্ষুব্ধ বোধ করল সে। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে শান্ত কণ্ঠে বললঃ বিপর্যয়? বিপর্যয় তো এই দুর্ভাগা নগরীর উপর এই প্রথম আসছে না। কিন্তু আমাদের ক্রীতদাসদের জীবনে এই বিপর্যয়ের উপরে-যে আরও সহস্র বিপর্যয় চলেছে, আমরা তা আর কতদিন নিঃশব্দে সহ্য করে চলব? লোকপ্রধান, ভারবাহী পশু পর্যন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করে, আপনি কি তা দেখে নি! আর আমরা তো মানুষ।

— আর আমরা তো মানুষ! এ যেন একটা নতুন কথা। অহিকম বিস্মিত হলেন। হোক না য়ুসুফ, তবু ও একজন ক্রীতদাস বই তো নয়। একজন ক্রীতদাসের মুখ থেকে এমন দৃঢ় ও সুস্পষ্ট উক্তি তিনি প্রত্যাশা করেন নি। অহিকম বললেনঃ না, অত্যাচার যেই করুক, আমি তা কখনই সমর্থন করি না। একথা সত্য ক্রীতদাস হলেও সে মানুষই। তুমি তো দেখেছ, আমার গৃহে দাসদাসীরা ঘরের ছেলে মেয়ের মতই আছে।

ঃ আপনার কথা বা কোন লোক বিশেষের কথা হচ্ছে না। শুধু দৈহিক অত্যাচারের কথাও হচ্ছে না। আমাদের দাবী তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক বেশি মৌলিক।

ঃ কি তোমাদের সেই দাবী?

ঃ আমি মনে করি সে দাবী শুধু আমাদের নয়, আপনারও এবং প্রত্যেক স্বধর্মে আস্থাশীল ইহুদীদেরও সেই দাবী হওয়া উচিত।

ঃ তুমি কি বলতে চাও, স্পষ্ট করে বল য়ুসুফ।

ঃ আপনি দুর্ভাগ্য ইহুদী জাতির ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা বলছিলেন। সে কথা কে অস্বীকার করবে? নবীরা বলে আসছেন ইহুদী জাতির নিজের পাপের ফলেই বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় নেমে আসছে। আমিও সেই কথাই বলতে চাই। এই ইহুদা রাজ্যে ইহুদী তার ইহুদী ভাইকে ক্রীতদাসরূপে ভোগ করে আসছে। যুগ যুগ ধরে প্রভুর রাজ্যে এই অপরাধ চলে আসছে, সেই অপরাধের কি কোন দণ্ড নেই!

ঃ অপরাধ, তুমি বলছ কি য়ুসুফ? আমরা তো দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে বলপ্রয়োগ করে কাউকে ক্রীতদাস বানাই না। আমরা ক্রীতদাসদের যথার্থ মূল্য দিয়েই ক্রয় করে থাকি। দাসদাসী না থাকলে গৃহের কাজ, ক্ষেত্রের কাজ এবং অন্যান্য শ্রমসাধ্য কাজ করবে কারা? বলদ ছাড়া কি হলকর্ষণের কাজ চলে? উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর ছাড়া কি ভার বহনের কাজ চলে? সমাজের মঙ্গলের জন্যই প্রভু দাসদাসীর বিধান দিয়েছেন। এর মধ্যে অপরাধের তো কোন কথা নেই।

য়ুসুফ হাসল। তিক্ত বিদ্রূপ সেই হাসির সঙ্গে মিশানো ছিল। সেই হাসি দেখে অহিকম ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

BanglaBook.org

ঃ লোকপ্রধান, প্রভু কি সত্য সত্যই এই বিধান দিয়েছেন?

অহিকম উত্তর দিলেনঃ অবশ্যই । প্রভুর বিধান না থাকলে এই ব্যবস্থা কি করে এত দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে? সমাজব্যবস্থা তো প্রভুরই সৃষ্টি।

য়ুসুফ তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল ঃ লোকপ্রধান, প্রভু কি সত্যসত্যই এই বিধান দিয়েছিলেন?

য়ুসুফের কথার সুরে অহিকম কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। একটু ইতস্তত করেই বললেন, তুমি কি বলতে চাও?

ঃ আমাদের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে কি এই কথাই লিখিত আছে? লোকপ্রধান সামান্য ক্রীতদাস হলেও প্রভুর অনুগ্রহে আমি যৎসামান্য শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ কিছু কিছু পড়েছি। আপনি একটু ধৈর্য ধরে শুনুন। ক্রীতদাসদের সম্বন্ধে প্রভু তাঁর আপন মানুষ মোশির মুখ দিয়ে যে-কথা বলেছিলেন, যাত্রাপুস্তকে তা এইভাবে লিখিত আছে— "যদি তুমি কোন ইহুদী দাসকে ক্রয় কর, ছয় বৎসর পর্যন্ত সে তোমার সেবা করবে। সপ্তম বৎসরে তুমি তাকে বিনামূল্যে মুক্তি দেবে। যদি সে একা থাকে, সে একাই মুক্তি পাবে। আর সে যদি বিবাহিত হয়, তবে তার স্ত্রীও সঙ্গে মুক্ত হবে।" এই আদেশ প্রচারিত হবার পর থেকে প্রভু-কর্তৃক নির্ধারিত সেই ছয় বৎসর আজও কি কারু পূর্ণ হোল না? এ পর্যন্ত কোন মালিক কি প্রভুর আদেশ পালন করে তার দাসদাসীকে বিনামূল্যে মুক্তি দিয়েছেন?

লোকপ্রধান অহিকম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। যে-কথা আজন্ম স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতই জেনে এসেছেন, তার বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে? যাত্রাপুস্তকে এমন কথা কি সত্য সত্যই লিখিত আছে? কই, তাঁর ঠিক মনে পড়ছে না তো। এমন অসংগত ও যুক্তিহীন কথা প্রভু কি করেই বা বলতে পারেন? তবে হ্যাঁ, শাস্ত্রের কোন কথার কি মানে, একমাত্র শাস্ত্রীয় আচার্যেরাই শুধু ব্যাখ্যা করতে পারেন। সামান্য একজন ক্রীতদাস তার কি বুঝবে?

কিন্তু যদি না-ই থাকে, য়ুসুফ এমন কথা বলবেই বা কোন সাহসে? মিথ্যা কথা বললে তো ধরা পড়ে যাবেই। তাছাড়া য়ুসুফ তেমন প্রকৃতির লোকও নয়। কিন্তু তাঁর ভেতর থেকে একটা আশঙ্কা জেগে উঠেছে, হয়তো বা য়ুসুফের কথাই সত্যি হবে। তখন! কি আর? সংসার নির্বাহ করতে গেলে শাস্ত্রের কথা অত অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা যায় না। তাছাড়া শাস্ত্রের এমন অনেক আদেশ আছে, যার একটা মানতে গেলে আর একটাকে লঙ্ঘন করতে হয়। কিন্তু য়ুসুফকে বিশ্বাস নেই, এই কথা বললে সে হয়তো ফস করে এক বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসবে— প্রভুর কোন আদেশটা মান্য করে চলতে হবে, আর কোন্‌টা মান্য না করলেও চলতে পারে?

য়ুসুফের কথার বিষম ধার, যেখান দিয়ে যায় যেন কেটে কেটে যায়। অহিকম বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি তার কোন প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে পারছেন না। য়ুসুফের শাস্ত্রীয় দলিলটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন এমন জোরও তাঁর মনে ছিল না। নিজের কাছে নিজেই ঘা খেয়ে মেজাজটা তাঁর তিরিক্ষি হয়ে উঠল। নিজের সঙ্গে জবাবদিহি করতে করতে যতই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন, ততই তিনি য়ুসুফের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে

BanglaBook.org

উঠছিলেন। কি প্রয়োজন পড়েছিল তাঁর একটা ক্রীতদাসকে এমনভাবে প্রশ্রয় দিয়ে চলবার? আজ সে কিনা তার সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করতে সাহস পায়।

অহিকম কল্পনার চোখে দেখতে লাগলেন। আচ্ছা ধর, ওরা যা বলছে তাই যদি হয়? সমাজে দাসদাসী বলে কেউ নেই, সবাই মুক্ত নাগরিক, সবাই স্বাধীনভাবে যে যার সংসারধর্ম প্রতিপালন করে চলেছে— একমাত্র পাগল ছাড়া এমন কথা ভাবতে পারে কেউ? লোকপ্রধানদের এতগুলো জমি চাষ করবে কে? অহিকম নিজে? সে কি করে হয়? অহিকমের বাপ, পিতামহ, কেউ কি কোনদিন নিজের হাতে চাষ করেছে? আর লোকপ্রধানেরা যদি নিজ নিজ জমি চাষেই ব্যস্ত থাকে, তবে সমাজরক্ষার কাজই বা করবে কারা? আবার এদিকে চাষের অভাবে জমিতে ফসল যদি না হয়, তবে লোকপ্রধান অহিকম, তাঁর পরিবার পরিজন তারাই বা খাবে কি?

অহিকম মনশ্চক্ষে দেখছিলেন, যেন লোকপ্রধান অহিকম স্বহস্তে ক্ষেতে জল দিচ্ছেন, জমি চাষ করছেন, বীজ বুনছেন, আগাছা তুলছেন, ফসল কাটছেন। আর এদিকে ঘরের কাজের জন্য যে-সব দাসদাসী ছিল, তারাও কেউ নেই। জিল্লাকে নিজেই সব কাজ করতে হচ্ছে। সমস্ত চিত্রটা তার কাছে অদ্ভুত, অসংগত ও অসম্ভব বলেই মনে হতে লাগল। য়ুসুফেরা তাদের এমনি একটা অবস্থার মধ্যেই ঠেলে নিয়ে ফেলতে চায় নাকি? কি সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র! য়ুসুফকে তো এতকাল তিনি ভাল লোক বলেই জেনে এসেছেন।

য়ুসুফ বারেবারেই এই কথাটা জোর দিয়ে বলছিল—আমরা কি মানুষ নই? হ্যাঁ, তোমরা মানুষ, অবশ্যই মানুষ। আমরা কি সে কথা কোনদিন অস্বীকার করেছি? কিন্তু প্রভুর অলঙ্ঘ্য বিধানে তোমরা তো শুধু মানুষই নও, ক্রীতদাসও বটে। সে কথাটাই বা তোমরা স্বীকার করতে চাও না কেন?

বাড়ি ফিরে এসে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অহিকম জিল্লার কাছে সব কথা খুলে বললেন। বললেনঃ বড় নিশ্চিন্তে আছ, ওদিকে কী-যে সব হচ্ছে, খবর রাখ কিছু?

জিল্লা ও কথা শুনে কিন্তু মোটেই আশ্চর্য হলেন না। একটা হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে দেহের আলস্য ভেঙ্গে শেষে নিরুদ্বেগ প্রশান্ত কণ্ঠে বললেনঃ তুমি কি এই মাত্র এই কথা শুনলে?

ঃ বারে, তুমি জানতে এসব কথা? কই, আমাকে কিছুই বল নি তো।

ঃ ভাল কথা! আশ্চর্য মানুষ তুমি। আমি বলব তোমাকে তবে তুমি জানবে? তুমি একজন লোকপ্রধান, সারা নগরের মানুষের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে বেড়াও। যে-খবর সবাই জানে, তা-যে তুমি জান না, আমি তা কি করে জানব? যার ঘরে এই নিয়ে জটলা। কর্তা আর গিন্নীদের চোখ তো কপালে গিয়ে উঠেছে। 'সোনা' 'বাছাধন' বলে সবাই যে যার দাসদাসীদের গায়ে হাত বুলোচ্ছে।

কে জানে কোনটা কখন বিগড়ায়।

ঃ কিন্তু আমাদের ঘরে তো সে ভয় নেই। আমাদের দাসদাসীরা আমাদের ঘরের ছেলেমেয়ের মত। বাইরে অপর কানভাঙ্গানী কথায় ওরা ভুলবে না। তাই না জিল্লা?

ঃ তা আর বলতে! দিনের বেলা কি শান্তশিষ্ট বাছারা আমার। হাসি মুখে কাজ

BanglaBook.org

করে চলেছে; একটু তেড়া বাঁকা কথা বলতে জানে না। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মুস্কিলের কথা কিন্তু রাত্রিবেলা সবকটার পাখা গজিয়ে ওঠে। সবাই তখন সভা করতে ছোটেন। উঃ, কি দারুণ উৎসাহ!

অহিকম আঁতকে উঠলেনঃ বল কি, সভায় যায়! তুমি কিছু বল' না?

ঃ বারে, আমি কি বলব! ওদের সভায় ওরা যাবে না? তুমি যখন তোমাদের সভায় যাও, আমি তখন কিছু বলতে যাই?

ঃ না, তুমি দেখছি সর্বনাশ করবে। তুমি জান, ওরা গোপনে গোপনে সভা করে কি ভীষণ সব ষড়যন্ত্র করছে?

ঃ ওমা, তাই নাকি? তা আমি অত সব কি করে জানবো বল? কিন্তু তোমার ছেলেই-যে ওদের বড় একজন পাণ্ডা, সে খবর তুমি রাখ? ক্রীতদাস-মুক্তির মহাব্রতে সে যে তার পেটের ক্ষুধা আর চোখের ঘুম দুই-ই উৎসর্গ করেছে।

ঃ আমার ছেলে? কে? কে? গেদালিয়া?

ঃ তোমার তো একটি ছেলে আছে বলেই এতদিন জানতাম। আরও দু'একটা আছে নাকি কোথাও, কারু কাছে? জিল্লা একবার চারদিকটা তাকিয়ে দেখে নিলেন। পরে দু'হাত দিয়ে অহিকমের গলা জড়িয়ে ধরে বললেনঃ বল না, লক্ষ্মীটি, আমি কারু কাছে বলব না—কারু কাছে না। অহিকম ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠলেন, আরে ছাড় ছাড়, কি করে দেখ, দেখবে যে!

ঃ দেখুক না। অত ভয় কিসের? আমি যা-ই করি না কেন, আমার; স্বামীর সঙ্গেই করছি।

ঃ হয়েছে, হয়েছে। বয়স কত হয়েছে হিসেব আছে?

ঃ দায় পড়েছে আমার হিসেব করতে। সে হিসেব তুমিই করো।

ঃ কিন্তু তুমি-যে আমাকে দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ফেললে। গেদালিয়ার ব্যাপারটা কি বল দেখি। দাসদাসীদের মুক্তির জন্য তার প্রাণই বা হঠাৎ এমন উথলে উঠলো কেন? কি যেন একটা রহস্য আছে এর মধ্যে। আচ্ছা, পেছন থেকে কোন শ্রীমতী ইভ আবার কলকাঠি নাড়ছেন না তো? আমি ভাবছি হরিণীর মত কালো চোখ বেথেলহেমের ওই-যে সারা বলে অল্পবয়সী দাসীটি, এ ব্যাপারে তার কোন হাত নেই তো?

ঃ ও বাবা, লোকপ্রধান, ধন্য দিই তোমাকে। ওই হরিণীর কালো চোখের দিকে তোমারও নজর পড়েছে?

ঃ ঠাট্টা রাখো জিল্লা, বড়ই চিন্তার কথা। কিন্তু তুমি কি গেদালিয়াকে কোন কথাই বল নি এ ব্যাপারে? তুমি কেমন মা? সে যে-পথে চলেছে তার পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওর সঙ্গে আমার তো প্রায় দেখাই হয় না। কদাচিৎ দু'একটা কথা হয়। ওর যত কথা সব তোমার সঙ্গে, তুমি ওকে কিছু বল না কেন?

ঃ ও কি আমাকে কোন কথা বলতে দেয়? ও-যে ওর নিজের কথা বলেই শেষ করতে পারে না। আর ওর উজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে ওর কথা শুনতে শুনতে আমি আমার নিজের কথা সবই ভুলে যাই।

BanglaBook.org

ঃ কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না জিল্লা, ও-যে আগুন নিয়ে খেলা করতে চলেছে।

ঃ আমি তার কি করব? আর এই তো আগুন নিয়ে খেলা করবার বয়স। আমার বয়সে আমি আগুন নিয়ে খেলা করেছি। তোমার বয়সে তুমিও আগুন নিয়ে খেলা করেছ। আর আমাদের ছেলে যদি তার বয়সে আগুন নিয়ে খেলা করে, আমরা কি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?

ঃ কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে হবে তো। গেদালিয়া যখন শিশু ছিল, আগুন দেখলেই ধরবার জন্য হাত বাড়াত। তুমি কি তখন তাকে বাধা দিতে না?

ঃ গোদালিয়া আজ আর শিশু নয়, সে এখন শক্ত সবল মানুষ হয়ে উঠেছে। তাকে আর গড়ে পিটে মানুষ করবার সুযোগ নেই। প্রিয় অহিকম, ছেলে তোমার, কিন্তু তোমার ছেলেকে তুমি চেনো না। আমি ওকে বোঝাব কি, ও-যে ও র কথার তোড়ে আমাকেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অহিকম, তুমিও চেষ্টা করতে যেও না। কে জানে হয়তো তুমি সুদ্ধ ভেসে যাবে। শেষকালে কি স্বামী-পুত্র দুই-আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে?

ঃ জিল্লা, তোমার কি কিছুতেই ভয় নেই?

ঃ ভয়? প্রিয়, আমার সবচেয়ে ভয় হয় কখন জান?—

ঃ কখন?

ঃ যখন আমি তোমাকে মুখ কালো করে দুর্ভাবনা করতে দেখি। তুমি এত বেশি ভাব কেন?

ঃ কেন, দুর্ভাবনা করবার মত বিষয়কি এটা নয়? সত্য সত্যই দাসপ্রথা যদি বন্ধ হয়ে যায়, আমরা কি তবে সবসুদ্ধ অচল হয়ে পড়ব না?

ঃ কেন, আমরা কি এতই অক্ষম, এতই অসহায়? না, আমি তা মনে করি না। আমি সেজন্য ভয় করি না। তুমি জান আমি গ্রামাঞ্চলের গরীব ঘরের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে এই দু'টি সবল হাতে মাতৃহীনা আমি দরিদ্র সংসারের যাবতীয় কাজ করে এসেছি। দাসদাসীর স্বপ্ন আমি কোনদিন দেখি নি। তারপর ভাগ্যচক্রে কে জানে কি করে তোমার এই সচ্ছল সংসারের এসে পড়লাম। এখন আমি বেকার, শূন্য হাত। আমার এই পোশাকী জীবন আমার কোনদিনই ভাল লাগে নি। আমার ইচ্ছে হয় কি জান, আমাদের নিজের সংসার আমরা নিজেরাই চালাই। সেই সংসারে তোমাদের জন্য আমি কাজ করব; আর আমার জন্য কাজ করবে তোমরা।

ঃ অদ্ভুত জিল্লা, অদ্ভুত তুমি। না, আমি আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

॥ তেরো ॥

জেরুজালেমে মিসরপন্থী ও বাবিলপন্থীদের মধ্যে একটা ঠোকাঠুকি ক্রমশই বেড়ে চলেছে। নগরের রাজনৈতিক জীবন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। শুধু ভেতরে ভেতরেই নয়, ঘরে বাইরে, পথে ঘাটে, সর্বত্র এ নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা চলে। মন্দিরের একটি ক্ষুদ্র অংশ এতদিন ইতস্তত করছিল; অবশেষে তারাও তখন সোজাসুজি মিসরের পক্ষে এসে দাঁড়াল। মন্দিরের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ সেবক পর্যন্ত এক সুরে কথা বলতে লাগল। শোনা গেল, রাজার মাথা ডিঙ্গিয়ে মন্দির-কর্তৃপক্ষ ও ফেরাউনের মধ্যে নাকি গোপন বার্তা বিনিময় চলেছে।

মন্দির-কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষদের মধ্যে অধিকাংশকেই সপক্ষে টানতে পেরেছেন। বংশমর্যাদায় কুলীন ও অর্থশক্তিতে হীন একদল অধ্যক্ষকে কাঞ্চন-মূল্যে কিনে নেওয়া মন্দিরের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ ছিল না। এরা সোনার গন্ধে উন্মুখ হয়ে মন্দিরের চারদিকে ঘুরে বেড়াত।

রাজা যেদেকিয়া দুর্বলচিত্ত লোক। স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। বাতাসের জোর যখন যেদিকে বেশি থাকত সেই দিকেই নুয়ে পড়তেন।

নগরের লোকপ্রধানেরা মিসরের ভরসায় বাবিলের বিরুদ্ধে মাথা তোলবার মত বিপজ্জনক ঝুঁকি নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু রাজনীতির কূটচক্রে তাঁদের স্থান কোথায়? সাধারণ নাগরিকগণ দিশাহারা। যে যেমন বোঝে, সে তেমন বলে। আর তাদের বলাবলিরই বা দাম কি।

কিন্তু একটা দুঃসাহসী মানুষের মুখকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। রাজা যিহোয়াকীমের আমল থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত রাজশক্তি ও মন্দিরের বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ অবিরাম বিষোদ্‌গার করে আসছে। এই অপ্রিয়বাদী মুখটাকে বন্ধ করে দেবার জন্য চেষ্টা বড় কম হয় নি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর প্রতিপক্ষের সব চেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়েছে এই যে, নগরের মানুষ নবী যেরেমিয়ার কথা আজও আগ্রহভরে শোনে। মন্ত্রমুগ্ধের মতই শোনে।

রাজা যিহোয়াকীমের আমলে নবী যেরেমিয়ার বিচারের পরিণতি কি দাঁড়িয়েছিল, মন্দির-কর্তৃপক্ষ আজও সে কথা ভোলেন নি। তাই এখনও তাঁর গায়ে হাত দেবার মত সাহস তাঁদের নেই। কিন্তু দিনের পর দিন লোকটার এত স্পর্ধা সহ্য করাও চলে না। তাঁর দীর্ঘকালের প্রতিদ্বন্দ্বী মন্দিরের অধ্যক্ষ আচার্য পশহুর যেরেমিয়ার বিরুদ্ধে নতুন এক অস্ত্র শানিয়ে নিয়ে এলেন।

BanglaBook.org

নগরবাসীরা দেখল, দিব্যকান্তি নতুন একজন নবী ময়দানে নেমে এসেছেন। নবী অজুরের পুত্র তরুণ নবী হানানিয়া। মৌমাছির দল নতুন ফোটা ফুলটাকে ঘিরে ধরল। হানানিয়ার তরুণ-সুলভ সতেজ সবল কণ্ঠবৃদ্ধ যেরেমিয়ার কণ্ঠকে ছাপিয়ে উঠল। মন্দির প্রাঙ্গণে তিনি নিয়মিতভাবে তাঁর আসর জমাতে লাগলেন। লোকের ভিড় বেড়ে চলল।

নবী হানানিয়ার কণ্ঠে দেশাত্মবোধ ও মুক্তির বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল। বাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের লুণ্ঠন, অত্যাচার ও হাজার হাজার নগরবাসীকে দাসদাসীরূপে শৃঙ্খলিত করে বেঁধে নিয়ে যাবার সেই নির্মম করুণ কাহিনী যখন তাঁর আবেগময়ী ভাষায় ঝংকৃত হয়ে উঠল, শ্রোতাদের মনে তা গভীরভাবে স্পর্শ করল, তাদের চোখে জল আর আগুন একই সঙ্গে দেখা দিল। শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে হানানিয়া বুঝতে পারলেন যে, তিনি কৃতকার্য হয়েছেন।

ঃ এই অত্যাচার কি আমরা চিরকালই মুখ বুঝে সহ্য করে চলব?

ঃ না, না, আমরা সহ্য করব না, শ্রোতাদের মধ্য থেকে অনেক কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি শোনা গেল।

ঃ আমাদের সেই নির্বাসিত ভাই বন্ধুদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমরা কি আমাদের বুকের রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত নই?

ঃ প্রস্তুত, প্রস্তুত।

নবীদের পরস্পর-বিরোধী বাণীর তরঙ্গে তরঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিল। আর তারই মধ্য দিয়ে নবী হানানিয়ার প্রভাব দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। ফলে যেরেমিয়ার ভক্তবৃন্দের মুখ কালো হয়ে উঠল। ক্রমে দু'পক্ষ থেকেই দাবী উঠতে লাগল, আমরা পাশাপাশি দু'জনের কথা শুনতে চাই। হানানিয়ার দল উসকানি দিয়ে চলল। যেরেমিয়ার ভক্তরাও আর এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকতে চাইল না। তারাও যেরেমিয়াকে ধরে পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

প্রস্তাব শুনে যেরেমিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এ কি ষাঁড়ের লড়াই পেয়েছ তোমরা? আমি প্রভুর নির্দেশে প্রভুর বাণী প্রচার করে বেড়াই। খেলা দেখান আমার কাজ নয়।

কিন্তু ভক্তের দল যখন ক্ষেপে ওঠে, তাদের হাত এড়ানো কি সহজ কথা? সময়-বিশেষে খেলা দেখান ছাড়া উপায় থাকে না। তারা শেষ পর্যন্ত যেরেমিয়াকে মন্দিরপ্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়ে ছাড়ল। যিহোবার দুই মুখপাত্র আজ মুখোমুখি হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। এ এক নতুন রকমের তামাসা। এমন তামাসা সচরাচর চোখে দেখা যায় না।

যেরেমিয়ার হাতে ছিল একটা কাঠের যোয়াল। এই যোয়ালটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরে তিনি বললেন, এই যোয়াল বাবিলের যোয়াল। স্বয়ং প্রভুর নির্দেশে এই যোয়াল তোমাদের কাঁধের উপর চেপে বসেছে। যতদিন প্রভু তাঁর নিজের হাতে এই যোয়াল ভেঙ্গে না দেন, যতদিন একেই তোমাদের বহন করে চলতে হবে।

—হা প্রভুর মূর্খ সন্তানগণ, কার কাছ থেকে তোমরা মুক্তির প্রত্যাশা কর? মিসর? তোমরা কি ভুলে গিয়েছ, এই মিসরই একদিন তোমাদের পূর্বপুরুষদের গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল? বংশের পর বংশ ধরে ফেরাউনের সেই গুরুভার যোয়ালের চাপে

BanglaBook.org

তাদের কাঁধ ক্ষতবিক্ষত ও রক্ত-পুঁজে দূষিত হয়ে উঠেছিল। সেদিন তারা কি ফেরাউনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য 'প্রভু পরিত্রাণ কর', 'প্রভু পরিত্রাণ কর' বলে আর্তস্বরে চিৎকার করে কেঁদে মরে নি'? সেদিন তাদের এই হাহাকারে বিচলিত হয়ে করুণাময় প্রভু আপন মহিমায় তাদের উদ্ধার সাধন করেছিলেন, কোন্ ইহুদী সন্তান সে কথা জ্ঞাত নয়? আর আজ, হায় প্রভুর আত্মবিস্মৃত সন্তানগণ, তোমরা নেবুকাডনাজারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় সেই ফেরাউনের পদ চুম্বন করতে ছুটে চলেছ? ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা।

—হায় দুর্ভাগা জেরুজালেমের নির্বোধ রাজা, আর তার অধিকতর নির্বোধ মন্ত্রণাদাতাগণ, দেশকে এ কোন্ সর্বনাশের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে চলেছ তোমরা? বাবিলের বিরুদ্ধে মিসর তোমাকে রক্ষা করবে? সেই মিসর নলখাগড়ার মত একটু বাতাসেই যার কোমর নুয়ে পড়ে। রাজা য়িহোয়াকীমের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে ফোরাত নদীর তীরে কারকেমিনে নেবুকাডনাজার আর ফেরাউন নেকোর বাহিনীর মধ্যে যে-যুদ্ধ হয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই মিসরের শৌর্যবীর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না কি?

— মিসর এসেছিল বন্যার মত উত্তালপ্রবাহে, বড় গর্ব করে বলেছিল—আমি বাবিলের বাঁধ ভেঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাব। আমি একের পর এক ধ্বংস করে চলব নগরগুলোকে, আর আমি সমস্ত ভূমিকে পদানত করব। বলেছিল, ধেয়ে চলো অশ্বারোহীরা, গর্জে ওঠো রথী-বৃন্দ, ইথিওপীয়ার বীর যোদ্ধাগণ এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো চর্মধারী লিবিয়াবাসী আর ধনুর্ধর লিবিয়াবাসী যোদ্ধারা।

— কিন্তু দেখ, কি হোল তার পরিণতি? সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কি তার সাক্ষী নেই? হায় মিসর, বাবিলবাহিনীর প্রথম আঘাতে তোমার ব্যূহ শত খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তোমার বাক্‌সর্বস্ব বীর পুরুষেরা মুহূর্ত দাঁড়াতে সাহস করল না; তারা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঊর্ধ্ব শ্বাসে যে যার ঘরের দিকে ছুটল। মেদযুক্ত ষাঁড়ের মত ভাড়াটে সব সৈন্যদল, কোথায় সে সব মিলিয়ে গেল!

— সেদিন প্রভুর বাণী প্রকাশিত হয়েছিল,— 'ঘোষণা করে দাও সারা মিসরে, প্রচার কর মিগডোলে, প্রচার কর নোফে, প্রচার কর তাহপানহেসে— তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। বাবিলের অব্যর্থ তরবারী রক্ততৃষ্ণায় ছুটে আসছে। হায় মিসরকুমারী, তুমি গিলিয়াদে যাও, তোমার ক্ষতবিক্ষত দেহে ঘায়ের মলম লাগাও। কিন্তু বৃথাই তুমি মলম মাখছ, এ মলমে তোমার ও গা সারবে না। তোমার এই লজ্জা কি তুমি ঢাকবে? তোমার আর্তনাদ সমস্ত জাতির কানে গিয়ে পৌঁছেছে।'

—হায় দুর্ভাগ্য, জেরুজালেম, সেই মিসরের দিকে ভরসা করে তুমি তাকিয়ে আছ! যখন দুর্দিন আসবে, জেনো, মিসর তোমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকবে, একটি আঙ্গুল তুলেও তোমাকে সাহায্য করবে না। একটি আঙ্গুল তুলেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। সেকি করবে, কি করতে পারে সে, সে যে নিজেই বাবিলের ভয়ে কাঁপছে! শুধু মিসর কেন, তোমার সমস্ত প্রতিবেশী জাতিগুলো যদি তোমার পক্ষে দাঁড়ায়, তবু তারা বাবিলের এই যোয়াল ভাঙ্গতে পারবে না।

নবী যেরেমিয়া আবার সেই যোয়াল ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বললেনঃ যেদিন প্রভুর

BanglaBook.org

আদেশ হবে, সেই দিনই এই যোয়াল ভাঙ্গবে। তার আগে একে ভাঙ্গতে পারে, এমন শক্তি কারু নেই।

নগরবাসীরা ভয়ার্ত চিত্তে স্তব্ধ হয়ে তাঁর কথা শুনছিল। যেরেমিয়া বৃদ্ধ হয়েছেন, কণ্ঠস্বরের সেই উচ্চতা নেই, মাঝে মাঝে ভেঙ্গে পড়ে, মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে, কিন্তু তাঁর কথার যাদু এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। লোকেরা পরস্পর বলাবলি করছিল, ঠিকই তো কথা। নবী যেরেমিয়া যে-কথা বললেন, তা কে অস্বীকার করতে পারবে? মিসরের উপর ভরসা করে আমরা অনেক ঠকেছি।

নবী হানানিয়া শ্রোতাদের মনোভাব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন, স্রোত তাঁর প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত দেরি করলে তাকে আর ফেরানো যাবে না। তিনি লম্ফ দিয়ে এগিয়ে এলেন সামনে। তারপর যেরেমিয়ার হাত থেকে কাঠের যোয়াল এক টানে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে দুই টুকরা করে ভেঙ্গে ফেললেনঃ এই-যে আমি ভেঙ্গে ফেললাম বাবিলের যোয়াল। প্রভুর আদেশ হয়েছে, তাই প্রভু আমার হাত দিয়েই এই চিহ্ন দেখালেন। শ্রোতারা এরকম নাটকীয় ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ঘটনার অভিনবত্ব তাদের চমৎকৃত করে দিল। পালাটা এবার কিন্তু বেশ জমে উঠল। মন্দিরের লোকেরা উচ্চকণ্ঠে উল্লাস ধ্বনি করল। কিছু বুঝে, কিছু না বুঝে শ্রোতাদের একটা অংশ তাদের অনুসরণ করল।

যেরেমিয়া প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন। এরকম একটা ঘটনা-যে ঘটতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ঊর্ধ্বে তর্জনী করে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কাঠের যোয়াল তুমি ভাঙ্গলে, কিন্তু তার পরিবর্তে লোহার যোয়াল চেপে বসল। মিথ্যাবাদী হানানিয়া, প্রভুর নাম করে যে-মিথ্যা তুমি ঘোষণা করলে, সেজন্য প্রভুর অভিসম্পাত বজ্র হয়ে তোমার মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। তাঁর হাত থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

হানানিয়া বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, তোমরা এই উন্মাদের প্রলাপ শুনে বিচলিত হোয়ো না। এ বৃদ্ধ যদি সত্য সত্যই প্রভুর মানুষ হোত, তা হলে যখন আমি তাঁর উপরে হস্তক্ষেপ করলাম, সেই মুহূর্তেই আমার এই হাত পঙ্গু হয়ে যেতো। আর যিহোবার অভিশাপ আকাশ থেকে বজ্র হয়ে আমার মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ত।

যেরেমিয়ার ভক্তরা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। নীল, নির্মেঘ আকাশ, বজ্র দূরে থাক, একটু মেঘ-গর্জনও শোনা গেল না। ও জাতির বিরুদ্ধে কাজ করে আসছেন। অনেকেই একথা বিশ্বাস করল না, কিন্তু কথাটা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। যথাসময়ে এই কথাটা বাবিলে শাখাপল্লব-সমন্বিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আচার্য পশহুর আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন।

BanglaBook.org

॥ চৌদ্দ ॥

কিন্তু সবাই যে যার আপন আপন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলছিল। জেরুজালেমের এতদিনের ঘুমন্ত ক্রীতদাস সমাজ এই প্রথম গা মোড়ামুড়ি দিয়ে জেগে উঠেছে। এতদিনের বোবা লোকগুলো এখন কথা বলতে শুরু করেছে। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীরা দাসদাসীদের চোখমুখের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তা বোধ করেন। কিন্তু সমস্যাটা এখনও ঘরোয়া সমস্যাই আছে, সাধারণ সমস্যায় রূপ পায় নি।

দাহ্য পদার্থ সকলের দৃষ্টির অগোচরে দিনে দিনে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছিল। একটু স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষা মাত্র। বিশেষ পরিস্থিতিতে, বিশেষ মুহূর্তে, বিশেষ একটি ঘটনা সেই স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। সঙ্গে সঙ্গেই যা জ্বলবার তা জ্বলে উঠল। সমস্ত নগরবাসী চমকে উঠে সেই জ্বলে উঠা আগুনের আলোয় যে-দৃশ্য দেখল, কোন দিন তা তাদের চোখে পড়ে নি।

অহিকমের পুত্র গেদালিয়া, য়ুসুফ আর দু'জন ক্রীতদাস আলাপ করতে করতে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। শব্দটা যেহাজিয়ার বাড়ির দিক থেকে আসছে। পথের ধারেই যেহাজিয়ার বাড়ি। ওরা উৎকর্ণ হয়ে শুনল, কে যেন থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে। এমন আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নয়। হয়তো গৃহস্বামী বা গৃহস্বামিনী ছেলেমেয়ে বা দাসদাসীদের উপর শাসন করছেন। না, ছেলেমেয়ে নয় তো, কোন বয়স্কা নারীর কণ্ঠস্বর বলেই মনে হচ্ছে। কি-যে মনে হোল গেদালিয়ার, এক ছুটে সে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। বাকী তিন জন তার পেছন পেছন ছুটল।

এ একটা সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যেহাজিয়া অবাধ্যতার জন্য তার দাসী নামাহকে চাবুক মারছে। এক এক ঘা চাবুক পড়ছে, আর নামাহ লাফিয়ে চিৎকার করে উঠছে, আর হাউমাউ করে কাঁদছে। এই দৃষ্টান্ত দেখে যাতে সুশিক্ষা লাভ করতে পারে, সেজন্য অন্যান্য দাসদাসীর সামনে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। নিয়মিতভাবে চাবুক না মারলে দাসদাসীদের শায়েস্তা করা যায় না, জেরুজালেমের ছোট ছেলেটাও এ কথা জানে। গেদালিয়া কি সে কথাটা জানে না? কিন্তু সময়টা কেমন যেন ঘুলিয়ে উঠেছে। এই সামান্য ঘটনাকে সে আজ আর সামান্য বলে মনে করতে পারল না। সে গর্জন করে উঠল, থামুন, আপনি ওকে অমন করে মারবেন না।

যেহাজিয়া চমকে উঠল। চমকে উঠল সবাই। নামাহ্‌র আর্তনাদও থেমে গেল। সে নির্বাক বিস্ময়ে গেদালিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

BanglaBook.org

মুহূর্তের মধ্যে যেহাজিয়ার সংবিৎ ফিরে এল। সে তার উত্তেজিত কণ্ঠ আর এক পর্দা উপরে তুলে প্রতিগর্জন করল ঃ কে তোমরা? কেন তোমরা আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছ? বেরোও, বেরিয়ে যাও!

কিন্তু পর মুহূর্তেই তার গলার সুরটা একেবারেই নেমে এল। এতক্ষণে চিনতে পেরেছেঃ আরে কে ও, লোকপ্রধান অহিকমের পুত্র গেদালিয়া না? তা তোমরা এ সময়ে এখানে কি মনে করে?

ঃ আপনি বেচারাকে এমন করে মারবেন না, আমরা এই কথাটাই আপনাকে বলতে এলাম।

যেহাজিয়া তার জীবনে এমন কথা কোনদিন শোনে নিঃ এই কথাই বলতে এলে! আমার দাসীকে আমি মারব, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে? তোমরা যখন তোমাদের দাসীদের প্রহার কর, আমি কি তখন কোন কথা বলতে যাই?

ঃ আমরা আমাদের দাসদাসীদের কখনই প্রহার করি না।

ঃ প্রহার কর না? বেশ কর। সেটা তোমাদের খুশী। আর আমি কিন্তু প্রয়োজন মনে করলেই এদের প্রহার করি। এ হোল তোমার নিজের জিনিস, একে তোমার যেমন খুশী ব্যবহার করতে পার। তবে শায়েস্তা যদি করতে চাও, প্রহার করতেই হবে। এ বেটী মার না খেলে কোন কথা শোনে না। এ ওর চিরকালের স্বভাব। সেই জন্য যে-রোগের যেই দাওয়াই তা প্রয়োগ করতে হয়।

ঃ আহা, একি মানুষ নয়?

ঃ মানুষ, মানুষ তো বটেই। মানুষ বলেই তো এমন অবাধ্যতা! পশু একবার পোষ মানলে তাকে নিয়ে এত বেগ পেতে হয় না। তাকে বেশি মারপিট করবার দরকারও করে না। কিন্তু মানুষ কখনও পোষ মানে না। তাকে শুধু চাবুকের উপর রাখতে হয়। একটু ঢিলে দিয়েছ কি অমনি বিগড়ে যাবে। কিছুদিন ধরে লক্ষ করছি, এদের ভেতরে ভেতরে কি যেন একটা বদমাইসী চলেছে। কথা বললে কেমন তেড়া তেড়া জবাব ছাড়ে। আর সারাদিন নিজেদের মধ্যে কেবল কানাকানি ফিসফিস, কি যেন একটা শয়তানী মতলব আঁটছে। দাঁড়াও, বের করছি তোমাদের বদমাইসী।

যেহাজিয়ার হাতের চাবুক আবার তার কাজ শুরু করল। গেদালিয়া ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। কিছু একটা করেই বসত। কিন্তু তার আগেই একটা ঘটনা ঘটে গেল। দাসদাসীদের সারিতে নেমাহর ১০-১২ বৎসরের অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেটা মার অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আবার মার শুরু হতেই সবাইকে চমকে দিয়ে সে এক লাফে সামনে এগিয়ে এল, তারপর যেহাজিয়া যেই হাতটা দিয়ে চাবুক তুলছিল, সেই হাতটা কামড়ে ধরে ঝুলে পড়ল। যন্ত্রনায় যেহাজিয়া চিৎকার করে উঠে ছেলেটাকে আছড়ে ফেলল মাটির উপরে। তারপর লাথির পর লাথি। মা ব্যাকুল হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পক্ষিণীর মত তাকে ডানা দিয়ে ঘিরে ধরল। যেহাজিয়ার প্রচণ্ড একটা লাথি তার উপরেও পড়ল। মারের নেশায় যেহাজিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী দু'টো হাত প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে স্থির করে দাঁড় করিয়ে দিল। কে যেন তার হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলল।

BanglaBook.org

এবার যেহাজিয়ার বিস্মিত হবার পালা। সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল ইতিমধ্যে অনেক লোক জমে গেছে। পথের লোক কৌতূহলী হয়ে এসে ভিড় জমাচ্ছে। তারপর দেখা গেল আর এক দৃশ্য। সে দৃশ্য জেরুজালেম কোনদিন দেখে নি। যেহাজিয়া দেখল চারদিক থেকে লোকের পর লোক আসছে। দাসদাসীরা দল বেঁধে আসছে। কার সংকেতে আসছে? তারা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। তাদের দৃষ্টিতে ইস্পাতের মত ধার। সেই দৃষ্টিতে কি কথা লেখা ছিল কে জানে, যেহাজিয়া শিউরে উঠল।

তারা আসছেই, আসছেই। সারা নগরের দাসজনতার মুক্ত প্রবাহ যেন উদ্বেল হয়ে যেহাজিয়ার গৃহপ্রাঙ্গণে এসে ভেঙ্গে পড়ছে। প্রাঙ্গণ ভরে গেল, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে প্রশস্ত উদ্যান ভরে গেল, উদ্যান ছাড়িয়ে রাজপথের উপর লোক জমতে লাগল। নগরবাসীরা অবাক হয়ে দেখল দাসদাসীদের এই নিঃশব্দ সমাবেশ। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় সকলের মন দুরু দুরু করে উঠল। ইহুদী আর কনানীয়, ফিলিস্তীয় আর আসীরিয়, ইথিওপীয় ও লিবিয়াবাসী দাসদাসীরা নানা ভাষার, নানা বর্ণের, নানা রঙ্গের নরনারী একই মর্মবেদনা আর আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে পাশাপাশি পা ফেলে এগিয়ে আসছে। এদের এমন করে একই সূত্রে গ্রথিত করে তুলল কে?

আজ আর রাত্রির অন্ধকারের আড়ালে গোপন সভায় নয়, দুঃসাহসী দাসদাসীরা প্রকাশ্য দিবালোকে নগরবাসীদের চক্ষের সম্মুখে যেহাজিয়ার গৃহপ্রাঙ্গণে তাদের সভা করল। আর সেই সভায় প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হোল— এরপর থেকে দাসদাসীদের উপর শারীরক অত্যাচার করা হলে তা নিঃশব্দে সহ্য করা হবে না। এই ঘোষণার কথা শুনে অনেক মালিক বিদ্রূপের হাসি হাসলেন। কিন্তু তাদের সেই হাসির মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না।

BanglaBook.org

॥ পনেরো ॥

লোকপ্রধান অহিকমের কাছে লোকের পর লোক আসছে। সমস্ত লোকপ্রধানদের মধ্যে তাঁর উপরেই নগরবাসীদের সবচেয়ে বেশী আস্থা ও নির্ভর। কিন্তু আজ সবাই তাঁর উপর অপ্রসন্ন।

তারা বলল, লোকপ্রধান, সমাজশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আপনাদেরই উপরে ন্যস্ত। আর আজ আপনার ছেলে যদি এই সমস্ত অবাধ্য দাসদাসীদের উচ্ছৃঙ্খলতার সাহায্য করে চলে, এবং আপনি যদি তার কোন প্রতিবিধান না করেন, তাহলে কার উপর আমরা নির্ভর করব?

দলে দলে লোক আসে। এই একই অভিযোগ সবার মুখে। এই অভিযোগের কি উত্তর দেবেন, অহিকম কথা খুঁজে পান না। এতদিন গেদালিয়ার ব্যাপারটা গোপন ছিল, কিন্তু সেদিন যেহাজিয়ার বাড়িতে যে-ঘটনাটা ঘটে গেল, তারপর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত প্রত্যেকের মুখে মুখে এই একই কথা। এর জবাবদিহি তো তাঁকেই করতে হবে।

সুখী লোকদের ঘরে ঘরে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া পড়েছে। দাস-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের এই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সংসারগুলো টলমল করে উঠেছে। এতদিনের এই সর্বংসহ ভারবাহী প্রাণীগুলো যদি আজ তাদের কাঁধের যোয়াল ভেঙ্গে ফেলে সরে দাঁড়ায়, তবে তাদের সংসার-রথ ছুটে চলবে কাদের টানে?

জেরুজালেম এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিছুদিন ধরে চারদিকে একটা অস্পষ্ট কানাঘুষো চলছিল বটে, কিন্তু এদের যে সত্য-সত্যই এতদূর স্পর্ধা হতে পারে এমন কথা কেই বা ভাবতে পেরেছে? মঙ্গলময় যিহোবার বিধানে ক্রীতদাসেরা চিরকালই নতমস্তকে তাদের মালিকদের সেবা করে এসেছে। এই ব্যবস্থার উপরেই এতদিন সমাজশৃঙ্খলা দাঁড়িয়েছিল। কোনদিন এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু সম্প্রতি যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে, ইহুদীদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন কথা কোথাও উল্লিখিত হয় নি। কেই বা ভাবতে পেরেছে, এরা এমনভাবে জোট বাঁধবে, মালিকদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে এমনি করে হুমকি দেবে! সবাই বলল এবার জেরুজালেমের পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে।

এই সংকটের ফলে মিসরপন্থী ও বাবিলপন্থীদের বিরোধটা আপাতত ধামাচাপা রইল। রাজা, মন্দির-কর্তৃপক্ষ, অধ্যক্ষবর্গ, লোকপ্রধানগণ ও মুক্ত নাগরিকেরা এই সমস্যার চাপে পড়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মতানৈক্য ছিল না।

এতবড় একটা সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দেবেন, আচার্য পশহুর অত কাঁচা লোক নন। ক্রীতদাসদের এই ষড়যন্ত্রের পেছনে যেরেমিয়া ও লোকপ্রধান অহিকমের গোপন হস্ত

BanglaBook.org

রয়েছে, একথা তিনি প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করতে শুরু করে দিলেন। অবস্থা তাঁর অনুকূলেই ছিল। যেরেমিয়া-যে কোনদিন মালিকদের বিপক্ষে বা ক্রীতদাসদের সপক্ষে কোন বাণী দিয়েছেন, এমন কথা অবশ্য কেউ বলতে পারত না। কিন্তু লোকের এখন মনে পড়তে লাগল এবং তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হতে লাগল যে, ধনীদের বিরুদ্ধে যেরেমিয়া চিরদিনই অত্যন্ত তীব্র ও আক্রমণাত্মক উক্তি করে এসেছেন। কাজেই তিনিই -যে ভেতরে ভেতরে মালিকদের বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের ক্ষেপিয়ে তোলেন নি, এমন কথাই বা কি করে বলা যায়? আর ক্রীতদাসদের ব্যাপারে লোকপ্রধানদের যোগাযোগ তো যেহাজিয়ার বাড়ির ঘটনাটা থেকেই সুপ্রমাণিত। বাপের প্রশ্রয় না থাকলে ছেলে কি কখনও এমন সাহস করতে পারে? তারপর এই কথা কেই বা না জানে, যেরেমিয়া আর লোকপ্রধান অহিকম পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁরা যা কিছু করেন, এক সঙ্গে পরামর্শ করেই করে থাকেন। আচার্য পশহুরের এই যুক্তি কারু কাছেই খুব বেশি অসংগত বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হোল না।

ফলে গেদালিয়ার নামটা পেছনে পড়ে গেল। আর যেরেমিয়া ও অহিকমের নাম যুক্তভাবে সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নাগরিকদের এই সমস্ত বলাবলি ক্রীতদাসদের কানে গিয়ে পৌঁছল। সংবাদটাকে তারা খুব আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করল। নগরের এমন দু'জন বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সমর্থন ও সহানুভূতি তাদের পেছনে রয়েছে জানতে পেরে তাদের উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আবার সেই সংবাদ যখন তাদের মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হয়ে সাধারণ নাগরিকদের এবং সেই সূত্রে উচ্চ স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, তখন যাদের মনে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু সংশয় ছিল, তাও আর রইল না। তাদের আশঙ্কা আতঙ্কে পরিণত হল।

বেচারা যেরেমিয়া কিন্তু এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও জ্ঞাত ছিলেন না। তিনি সে সময় তাঁর জন্মভূমি বিন্নামিনে নানা কাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, নগরের ঘটনাস্রোত-যে কোনদিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এই খবরটুকু পাওয়ার সুযোগও তাঁর ছিল না। তিনি ভাবতও পারেন নি, তাঁর দৃষ্টির অলক্ষে কি এক বিপদের জাল তাঁকে ঘেরাও করে চলেছে।

অহিকম বিপদের সংকেত পেয়ে সচেতনও ছিলেন, বিশেষ চিন্তাযুক্তও ছিলেন। কিন্তু অবস্থা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। গেদালিয়াকে তিনি একান্ত বাধ্য ও পিতৃভক্ত পুত্র বলেই জানতেন। কিন্তু পরীক্ষার সময় যখন এল, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, জিল্লা সেদিন সত্য কথাই বলেছিল—প্রিয় অহিকম, ছেলে তোমার, কিন্তু তোমার ছেলেকে তুমি চেনো না।

যেহাজিয়ার বাড়ির সেই ঘটনাটা যেদিন ঘটল, গেদালিয়া নিজেই তাঁর কাছে সমস্ত কথা খুলে বলল। শুনে অহিকম স্তব্ধ হয়ে গেলেন। জিল্লার মুখে গেদালিয়ার সম্পর্কে যে-খবরটুকু তিনি পেয়েছিলেন, তাই নিয়েই তিনি যথেষ্ট আতঙ্কগ্রস্ত ছিলেন। ভেবেছিলেন এসব থেকে দূরে থাকবার জন্য তিনি গেদালিয়াকে ডেকে সতর্ক করে দেবেন। কিন্তু নানা কাজে সুযোগ হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এই টুকু দেরিও সইল না! মাত্র কটা দিন যেতে না যেতেই তাঁর কাণ্ডজ্ঞানহীন পুত্র এ কী অঘটন ঘটিয়ে বসল।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ ক্রোধে তিনি যেন ফেটে পড়লেন ঃ মূর্খের মত কেন তুমি অনধিকারচর্চা করতে গিয়েছিলে?

BanglaBook.org

অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরে গেদালিয়া নিজেও খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু পিতার কথার ঝাঁঝে সেও একটু তেতে উঠলঃ কেন সে ওকে অমন করে মারবে?

ঃ সে মালী। সে তার দাসদাসীকে মারবে বা যা খুশী করবে, সে অধিকার তার আছে। তুমি তাতে বলবার কে?

ঃ কে তাকে এই অধিকার দিয়েছে?

অদ্ভুত প্রশ্ন। অহিকম চমকে উঠলেন। এমন প্রশ্ন তিনি আর কোনদিন শোনেন নি। একটু থেমে একটু ভেবে তিনি উত্তর দিলেন, দাসদাসী মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি। সে তাদের নিয়ে যেমন খুশী ব্যবহার করতে পারে। এই ব্যবস্থাই চিরকাল চলে আসছে। তার নিজস্ব সম্পত্তিতে অপরের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই । এ আদেশ প্রভুর আদেশ।

ঃ আমাদের প্রভু কি এতই নিষ্ঠুর? তিনি কি অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা?

ঃ গেদালিয়া, প্রভুর কার্যের বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।

ঃ আমি তাঁর কার্যের বিচার করছি না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই, যারা অত্যাচারী, যারা উৎপীড়ক, নিজেদের স্বার্থও খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য তারা নিজেদের কথাকেই প্রভুর কথা বলে প্রচার করে বেড়ায়। আমি বিশ্বাস করি না, মানুষ হয়ে দুর্বলের উপর অত্যাচার করবার অধিকার তারা প্রভুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এ কথা যারা বলে তারা মিথ্যাবাদী, তারা প্রভুর নিন্দাকারী।

মানুষ যখন গভীর অনুভূতি নিয়ে কোন কথা বলে, তখন কখনও কখনও তা এমন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসে যে, তার সামনে যুক্তি-তর্ক যেন স্তব্ধ হয়ে আসতে চায়। গেদালিয়ার এই কথার উত্তরে অহিকম কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা খুঁজে পেলেন না। তিনি জানতেন, গেদালিয়ার এই কথা কোন শাস্ত্রজ্ঞের কথা নয়, কারু শেখানো কথা নয়, এ এক নির্দোষ, সুন্দর, সুকোমল, বেদনা-বিগলিত হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি! আপনার প্রাণের সৌন্দর্য ও ভালবাসা দিয়ে সে তার অন্তরলোকে যে সুন্দর ও প্রেমময় প্রভুকে সৃজন করে তুলেছে, দুর্বলের উপর সবলের এই অত্যাচারকে সেই প্রভু কি কখনও প্রশ্রয় দিতে পারেন?

অহিকমের মনে পড়ে গেল তাঁর ছোটবেলাকার কথা। সে এক গোপন কথা, যা এক মাত্র জিল্লা ছাড়া আর কেউ জানে না। তখন তিনি গেদালিয়ার চেয়েও অনেক ছোট। তাঁর পিতা শোফান ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। সামান্য একটু ত্রুটির জন্য, কখনো বা খেয়ালের বশবর্তী হয়ে তিনি দাসদাসীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করতেন। দিনের পর দিন তাই দেখে দেখে কিশোর অহিম কত কান্নাই-যে কেঁদেছেন! তাঁর এই নরম মনের জন্য বাড়ির সবাই হাসাহাসি করত। পিতা শোফান তিক্ত কণ্ঠে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতেন, এটা তো পুরুষ বাচ্চা নয়। এটাকে কেনই বা খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলছি!

পিতার এই গালি অহিকম কোনদিন ভোলেন নি। একদিন তিনি তাঁর এই গালির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। একটি ক্রীতদাস বালক অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। সে তাঁরই সমবয়সী, তাঁর খেলার সাথী, অহিকম তাকে বন্ধুর মতই ভালবাসতেন। শোফান কিন্তু তার এই অসুস্থতার কথা বিশ্বাস করেন নি। তাকে সুস্থ করে তোলবার জন্য তিনি তাঁর

BanglaBook.org

প্রচলিত ব্যবস্থামত চাবুকের দাওয়াই প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। অহিকম কাছেই দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। একবার দু'বার— আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না, তাঁর রক্তে যেন আগুন ধরে গেল। তাঁর তখন আর হিতাহিত-জ্ঞান ছিল না। এক লাফে সামনে এগিয়ে এসে তিনি তাঁর হাতের চাবুকটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সেই মুহূর্তেই তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন, পিতার সম্পর্কে কী তীব্র ঘৃণা তিনি এতদিন বুকের মধ্যে পুষে রেখেছিলেন। শোফান দৈত্যের মতই শক্তিশালী ছিলেন। সেই দাসকে ছেড়ে উন্মাদের মতই তিনি অহিকমের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অহিকম ধরাশায়ী হয়ে নিঃশব্দে পড়ে রইলেন। তাঁর উপর দিয়ে একটা দুরন্ত ঝড় বয়ে গেল।

এখন সে কথাটা ভাবতে কেমন যেন একটু সংকোচ আর অস্বস্তি বোধ হয়। যে-কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাকে তিনি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে করতে পারেন না। তাতে সমাজশৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। আর যা সমাজ-শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করে তা কখনই লোককল্যাণকর হতে পারে না।

শোফানের মৃত্যুর পর সংসারের কর্তৃত্ব ও লোকপ্রধানের দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ল। সেদিনকার সেই কিশোর আজ বার্ধক্যের দুয়ারে সমাগত। সেদিন যে-দৃশ্য দেখলে তাঁর রক্তে আগুন ধরে যেত, আজ সেই সব অত্যাচার দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখতে দেখতে নিতান্ত সহজ ও স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। না, আজও তিনি দাসদাসীদের গায়ে হাত তুলতে পারেন না, জিনিসটাকে তিনি পছন্দও করেন না। কিন্তু প্রতিবেশীরা যখন তাদের দাসদাসীদের প্রহার করে, সে দৃশ্য কই তাঁকে তেমন করে অস্থির করে তোলে না তো। আজ তা আর তাঁর রাত্রির সুখনিদ্রার কোনই ব্যাঘাত করে না। কোথায় গেল সেই দরদী মন? সেদিনের সেই কিশোর অহিকমই কি আজ গেদালিয়ার মধ্যদিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু অস্পষ্টভাবে হলেও তিনি অনুভব করতে পারেন সেই কিশোর অহিকম আর এই গেদালিয়া এক ধাতু দিয়ে গড়া নয়। গেদালিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে আজই তাঁর প্রথম মনে হল, এ এক অন্য জগতের লোক, যে জগৎ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

গেদালিয়া অহিকমকে নিঃশব্দ দেখে মনে করল, তিনি হয়তো ক্রোধের বশেই তার সঙ্গে কথা বলছেন না।

পিতাকে সে আন্তরিকভাবেই ভালবাসত। একটু অভিমানক্ষুণ্ন কণ্ঠে জিল্লাকে উদ্দেশ করে বললঃ দেখছ মা, বাবা আমার সঙ্গে রাগ করে কথা বলছেন না।

ঃ রাগ করবেন না? তুমি তাঁকে বলেছে, প্রভুর নিন্দাকারী। এতে মানুষের রাগ হয় না?

ঃ বারে, আমি এমন কথা কখন বললাম? তুমি বড় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পার মা।

ঃ ও, তবে আমিই হলাম মিথ্যাবাদী?

গেদালিয়া হেসে উঠল ঃ এবার সত্য কথা বলেছ তুমি। আর চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আবার কে আছে? মনে করে দেখ, সেই ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমাকে তুমি কত মিথ্যা সান্ত্বনা আর কত মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ভুলিয়ে আসছ। আমি তার সব কথা ভুলে যাই নি। তুমি তো মা মিথ্যার রানী। কিন্তু শোন মা, তুমিও যেন রাগ করে মুখ ফিরিয়ে থেকো না। আমার কথা তোমাদের শুনতেই হবে। তোমরা আমাকে দুষছ,

BanglaBook.org

কেন আমি অনধিকারচর্চা করতে গেলাম। অধিকার আর অনধিকার, অত কথা কি আর তখন ভেবে দেখার সময় ছিল। একটা অসহায় মেয়ে আঘাতের যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদছে, আমি কি করে তা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখব? কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি পশুটা নেমাহর উপর চাবুকের উপর চাবুক মেরে চলেছে। আর ছোট ছেলেটা মায়ের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

— মা, শোন মা, আমার কি মনে হোল জান? মনে হোল ও তো নেমাহ নয়, ও যেন মা তুমি। তোমাকে ও মারছে, আর আমি কি করে তা দাঁড়িয়ে দেখব! ইচ্ছে করছিল, ঐ পশুটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কি করে-যে আপনাকে সামলে রাখলাম, অবাক হয়ে সেই কথাই আমি ভাবি। তারপর, তারপর কি হোল জান মা? চেয়ে দেখি ছেলেটা আর কাঁদছে না তো। বাঘের মত ওর চোখ দু'টো জ্বলে উঠল। তারপর লাফ দিয়ে পড়ে যেই হাতটা দিয়ে সে ওর মাকে মারছিল সেই হাতটা কামড়ে ধরল। সাবাস বাচ্চা, সাবাস! মনে হোল মা আমিই যেন সেই ছেলেটা।

ঃ আহা, তারপর কি হোল রে?

ঃ তারপর? তারপর সেই ছেলেটাকে পশুটা এমন আঘাত করল যে, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল? আর নেমাহ্ একটা বুকফাটা চিৎকার করে ছেলেটার উপর আছড়ে পড়ল।

ঃ আহা রে! আর তোমরা— তুমি, তুমি, তুমি কি করলে?

ঃ আমি কিছুই করি নি মা, শুধু ওকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম—এই শয়তান, চুপ করে দাঁড়াও। আর য়ুসুফ ওর হাত থেকে চাবুকটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে ফেলল।

— মা, তোমরা আমাকে দুষছ, আমি হাঙ্গামা বাধিয়েছি বলে। কিন্তু আমি কে? আমি কিছুই না। এ হাঙ্গামা বাধতই, এ হাঙ্গামা বাধবেই, এ হাঙ্গামা চলবেই। মানুষ আর কত সহ্য করবে? কিন্তু জানো মা, তখন সেই উত্তেজিত ক্রীতদাসদের যদি আমরা সংযত করতে না পারতাম, তা হলে সেই পশুটার আর চিহ্নমাত্র বাকী থাকত না। কিন্তু ওই পশুটা তো নগণ্য, ওকে মেরে আর কিই বা হবে? ওর পেছনে ধর্ম ও সমাজের অনুমোদন নিয়ে যে-বিরাট রাক্ষসটা বংশ বংশ ধরে সহস্র সহস্র দাসদাসীর রক্ত পান করে চলেছে, আমরা তারই মৃত্যুবাণ খুঁজে খুঁজে ফিরছি। তাকে একদিন মরতেই হবে।

অহিকমের আবার মনে পড়ল জিল্লার সেই কথা—প্রিয় অহিকম গেদালিয়া তোমার ছেলে, কিন্তু তোমার ছেলেকে তুমি চেনো না। সত্য কথাই বলেছিল জিল্লা। গেদালিয়া এ কোন্ ভাষায় কথা কইছে? এসব কথার তাৎপর্য বুকে ওঠা যেন তাঁর ক্ষমতার বাইরে। শাস্ত্রের কোথাও তিনি এমন কথা পান নি, কোন নবীর বাণীতে এমন কথা তিনি শোনেন নি। মনে হয় কথাগুলো যেন তাঁর অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসছে। য়ুসুফও এমনি করেই কথা বলে ওদের কথাগুলো শুনলে পরে ভয় হয়, মনে হয় এসব কথার পরিণতি যেন ভাল নয়। এসব কথা কি সমাজ ও ধর্মের বিরোধী নয়? এসব কথা ওরা কোথায় পেয়েছে? তিনি যখন গেদালিয়ার বয়সী ছিলেন তখন তাঁদের চিন্তার ধারাই ছিল আলাদা। যৌবনের সেই বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলোতে তাঁরা উৎসবে আমোদে আর প্রেমের খেলায় মত্ত থাকতেন, এ সমস্ত কথা ভাববার মত সময়ই তাঁদের ছিল না। কিন্তু গেদালিয়াই বা এমন হল কেন? যুগের ধারা তবে কি বদলে যাচ্ছে?

BanglaBook.org

জিল্লা একবার অহিকমের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তারপর গেদালিয়াকে বললেনঃ কিন্তু গেদালিয়া, এর পাল্‌টা আঘাত যখন ক্রীতদাসদের উপর শতগুণ তীব্র হয়ে নেমে আসবে, তখন তারা তা সহ্য করতে পারবে তো? সেজন্য তারা তৈরি আছে?

মায়ের প্রশ্ন শুনে গেদালিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। খুশীও হোলঃ মা, তোমার গেদালিয়া কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর দেবে এরাই। তুমি কি শোন নি মা, দেশ-বিদেশের ক্রীতদাসেরা জীবন পণ করে এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

ঃ এ আঘাত যখন নামবে, তখন কি শুধু ক্রীতদাসদের মাথার উপরেই তা ভেঙ্গে পড়বে? ক্রীতদাসদের সঙ্গের সঙ্গী যারা তারা কি অক্ষত থাকবে?

ঃ না, তারাই বা অক্ষত থাকবে কেন? আমার কথা বলছ মা? আমার কাজের ফলাফলের জন্য আমি অবশ্যই প্রস্তুত আছি। এ- জন্য আমি কোনদিন অনুশোচনা করব না।

ঃ তা আমি জানি। কিন্তু তোমার বৃদ্ধ পিতা কি সেজন্য প্রস্তুত আছেন? আপাতত সবচেয়ে বড় বিপদ-যে তাঁরই উপরে। সমস্ত নগরের লোক তোমার কাজের জন্য তাঁর কাছেই কৈফিয়ৎ চাইছে। তোমার কাজের জবাবদিহি-যে তাঁকেই করতে হবে।

গেদালিয়া এ দিকটার সম্পর্কে একবারও ভেবে দেখে নি। চিন্তা করে দেখল, মায়ের কথা মিথ্যা নয়। কি বলবে ঠিক করতে না পেরে সে নিরুত্তর হয়ে রইল।

ঃ অথচ তোমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল নেই। কিন্তু সে কথা কে শুনবে?

এতক্ষণে অহিকম মাথা তুললেনঃ গেদালিয়া!

ঃ বাবা, আমায় ডাকছো?

ঃ শোন গেদালিয়া, তুমি জান না, কিন্তু তোমার মা জানেন, এই ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচারের জন্য আমি একদিন নিজের পিতার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিলাম। তখন আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোট। সেদিন যা করেছিলাম, শিশু-বুদ্ধিতেই করেছিলাম। কিন্তু আজও আমি আমার দাসদাসীদের ঘরের লোকের মতই মনে করি। কেউ যদি ওদের গায়ে হাত তোলে আমি ব্যথা পাই। কিন্তু তাই বলে গৃহের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে দাসদাসীদের নিয়ে দলবেঁধে হৈ চৈ করা, এ আমি কখনই ভাল মনে করি না। এতে আমাদেরও মঙ্গল নেই, ওদেরও না। ঝগড়াঝাঁটি বাদবিসম্বাদ নয়, দয়ামায়া ও সুবিবেচনার মধ্য দিয়েই এর সমাধান করতে হবে।

ঃ বাবা—

ঃ না, বাদ-প্রতিবাদ নয়, আমাকে আমার কথা কয়টা বলতে দাও। তোমরা তরুণ, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করবার বুদ্ধি তোমাদের এখনও হয় নি। আমি শুনেছি, তোমরা সমস্ত ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দিতে চাও। কিন্তু তা কখনও সম্ভব নয়, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরও নয়। ক্রীতদাসদের বাদ দিয়ে সমাজ কোনদিন চলতে পারে নি, পারবেও না। আর আমাদের বাদ দিয়ে ক্রীতদাসেরাও বাঁচতে পারবে না।

ঃ শুনুন বাবা—

ঃ না, শোন আমার কথা। আমি য়ুসুফ আর তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারি না। এ সব কথা তোমরা কোথায় পেয়েছ?এ সব কথা শাস্ত্রে নেই, কোন ধর্মজ্ঞ লোক এ সব কথা বলে না। আমার ভয় হয়, যিহোবার বিরোধী কোন অশুভ শক্তি তোমাদের বিপথে পরিচালিত করছে।

BanglaBook.org

সেদিনকার মত কথা এখানেই শেষ হয়ে গেল। অহিকম গেদেলিয়াকে কথা বলবার কোন সুযোগ না দিয়ে সেই খানেই বিতর্কের ছেদ টেনে দিলেন।

এর কয়েক দিন বাদে। সকালবেলা বাইরে থেকে কারা যেন ডাকাডাকি করছিল। একজন দাস ঘরের মধ্যে এসে ত্রস্তভাবে সংবাদ দিল, নগর-রক্ষক লোক প্রধানকে ডাকছেন। ক'দিন ধরে আবহাওয়াটা থমথম করছিল। তাই সবাই চমকে উঠল। এমন ভোরে হঠাৎ নগর-রক্ষক কেন?

অহিকম প্রশ্ন করলেন, তাঁর সঙ্গে আর কে আছেন?

দাস উত্তর দিল, জন কয়েক শান্তিরক্ষক।

অহিকম, জিল্লা আর গেদালিয়া অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিক তাকালেন। অহিকম এটু শুকনো হাসি হেসে বললেন, আমন্ত্রণের রকমটা যেন তেমন প্রীতিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে না।

এ বিষয়ে সকলের মনেই সন্দেহ ছিল। গেদালিয়ার মুখ বিবর্ণ।

মায়ের দিকে সে যেন আর চোখ তুলে তাকাতে পারছে না।

ঃ বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

ঃ কোথায়?

ঃ ওরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে।

ঃ ওরা তোমাকে যেতে দেবে কেন? না, গেদালিয়া, কোথাও যাবে না তুমি। আমার এই আদেশ অমান্য কোরো না। তুমি এখন বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না। এ সময় তোমার মায়ের কাছেই থাকা দরকার।

অহিকম বিদায় নিলেন। জিল্লা কাঁদলেন না; রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

দু'পা এগিয়ে গিয়েই অহিকম কি মনে করে আবার ফিরে এলেনঃ গেদালিয়া!

ঃ কি বাবা ?

ঃ শোন, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। তোমার উপর আমি কিন্তু রাগ করি নি, বরং তোমার সাহস দেখে খুশীই হয়েছি।

ঃ বাবা!

ঃ হ্যাঁ, আমি তোমার জন্য মনে মনে গর্ববোধ করি।

ঃ বাবা!

ঃ হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে একমত হতে পারবো না। আমি মনে করি, তোমরা ভীষণ ভুল করছ। এ পথ যিহোবার পথ নয়। তুমি আমার একটা কথা ভাল করে ভেবে দেখ। যিহোবার কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা কর, তিনিই তোমার ভুল বুঝিয়ে দেবেন।

অহিকম চলে গেলেন।

কিছু বাদেই সংবাদ পাওয়া গেল, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই। রাজার আদেশে লোকপ্রধান অহিকমকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আরও জানা গেল, নগরের আরও একজন লোককে একই সময়ে আটক করা হয়েছে। তিনি নবী যেরেমিয়া।

BanglaBook.org

॥ ষোল ॥

শত শত দাসদাসী প্রভুর মন্দিরপ্রাঙ্গণে গিয়ে হত্যা দিয়ে পড়ল!

প্রধান যাজক ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, কি হয়েছে তোমাদের? এমন দলবেঁধে এসেছ যে! চাও কি তোমরা?

তারা বলল ঃ আমরা প্রভুর কাছে বিলাপ করতে চাই।

ঃ কিসের বিলাপ? আর এমন দল বেঁধেই বা কেন?

ঃ আপনারা নবী যেরেমিরা আর লোকপ্রধান অহিকমকে কারাগারে বদ্ধ করে রেখেছেন, তাঁদের মুক্তির জন্য আমরা প্রভুর কাছে কাঁদতে এসেছি।

ঃ আমরা? আমরা তো তাদের আটকে রাখি নি, আমরা আটকে রাখবার কে? তারা রাজার আদেশে আটক আছে।

ঃ ও একই কথা। আপনারা আর রাজা কি আলাদা? এ সব আমাদের জানা আছে।

ওদের কথার সুরটা সুবিধার নয়, চোখ মুখের ভাবটাও যেন কেমন কেমন। প্রধান যাজকের কাছে ব্যাপারটা বেশি ভাল ঠেকল না। তিনি নগর-রক্ষককে সংবাদ দিলেন। সংবাদ পেয়েই নগর-রক্ষক হন্ত-দন্ত হয়ে দলবল নিয়ে মন্দিরে এসে দর্শন দিল! অবস্থাটা দেখে সেও একটু চিন্তিত হোল। কিন্তু দুশ্চিন্তার ভাবটাকে চাপা দেবার জন্য সে খুব হাঁকডাক আর তন্বী করতে শুরু করে দিল, এই ব্যাটারা, তোদের সর্দারেরা কোথায়? তাদের ডেকে নিয়ে আয়।

তারা বললঃ আমাদের কোন সর্দার নেই।

ঃ সর্দার নেই? তবে তোদের চালায় কে?

ঃ আমাদের কেউ চালায় না। আমরা সবাই মিলে চলি।

ঃ পালের গোদারা তো ধরা পড়েছে। ওরাই তোদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল বুঝি?

ঃ না গো, না, ওরা ক্ষ্যাপাবে কেন? আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে আমাদের মালিকেরা। এমন কুকুর মারা করে মারলে মানুষ ক্ষেপে ওঠে না? আমাদের গায়ে কি মানুষের রক্ত নেই?

একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ গো, ভাল মানুষের ছেলেরা, আমরা যদি ভাল-মন্দ দোষঘাট কিছু করেই থাকি, তাই বলে এদের তোমরা আটকে রাখবে কেন? এরা তো আমাদের মত ক্রীতদাস নয়। এরা তো তোমাদেরই লোক। আর নবী যেরেমিয়া প্রভুর নিজের মানুষ। তাঁর গায়ে হাত দিতে একটু ভয় হোল না তোমাদের মনে? তোমরা কি প্রভুর মাথা ছাড়িয়ে উঠতে চাও?

BanglaBook.org

আরও কয়েকজন তার কথা সমর্থন করে বলল; প্রভুকে তোমরা যে এমন ক্রুদ্ধ করে তুলেছ, এর ফল কখনও ভাল হবে বলে মনে কর?

বৃদ্ধ নবীকে আটক করায় নগরবাসীদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, নগররক্ষকের সে কথা অজানা ছিল না। এ বিষয়ে তার নিজের মনেও একটু খুঁতখুঁতি ছিল। কি দরকার ছিল তাঁকে ঘাঁটিয়ে? নগরের লোকেরা বলে, প্রভু যে তাঁর মুখ দিয়েই কথা বলেন। নিজের সাফাই গাইবার জন্য সে সত্য কথাই বলল: তা আমরা কি জানি বল? আমাদের কাজ হুকুম তামিল করা। রাজা যেমন হুকুম দিয়েছেন, আমরা সেই মত কাজ করেছি।

ঃ রাজার প্রাণে কি ভয় নেই?

নগররক্ষক এবার একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, তোদের সাহস তো কম নয় দেখছি। রাজার বিরুদ্ধে কথা বলছিস!

ঃ ওমা, রাজার বিরুদ্ধে আমরা কখন বললাম! আমরা বলছি আমাদের দুঃখের কথা। আমরা আমাদের প্রভুর কাছে বিলাপ করতে এসেছি, বিচার চাইতে এসেছি। তোমরা কি আমাদের চোখের জলও ফেলতে দেবে না?

এই সমস্ত সংবাদ রাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। রাজা যেদেকিয়া বিচলিত হয়ে উঠলেন। নবী যেরেমিয়াকে কারাগারে পাঠাবার ব্যাপারে প্রথম থেকেই তাঁর অমত ছিল। কিন্তু আচার্য পশহুর আর জনকয়েক অধ্যক্ষের চাপে পড়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই তাঁকে তাঁদের কথায় সম্মতি দিতে হয়েছে। সিংহাসনে বসবার পর থেকে কোন দিনই তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার সুযোগ পান নি। তাঁকে যেন হাত পা বেঁধে সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। রাজা দু'এক সময় বিগড়ে যেতে চান, কিন্তু বিগড়ে-যাওয়া কল কি করে ঠিক করতে হয়, সে-কৌশল এদের ভাল করেই জানা আছে।

ওদিকে সারা নগরে ঘরে ঘরে অশান্তি। মালিক আর ক্রীতদাসদের ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। এতকাল যারা নিরীহ মেষের মত মুখ বুজে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে এসেছে, আজকাল তারা কথায় কথায় উত্তর দিতে শিখেছে। মালিকদের সঙ্গে চোখে চোখ মিলিয়ে তারা স্বচ্ছন্দে তর্ক বিতর্ক করে। তারাও-যে মানুষ, কথায় কথায় সেই কথাটা জানিয়ে দেয়।

মালিকেরা আফসোস করে বলে, ঘর সংসারের শৃঙ্খলা আর রইল না। কড়ি দিয়ে কেনা গোলাম সেও কিনা আজ মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে। ঘরে গৃহিণীরা ধিক্কার দিয়ে ওঠে, দাসদাসীদের কথা শোন একবার! অমন জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, কেটে কুচি কুচি করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে হয়। কিন্তু সেই সমস্ত সুখের দিন কি আর আছে! মারপিট কি আর চলে না? তাও চলে। কিন্তু চাবুকের ধার যেন কমে গেছে। যত গর্জন তত বর্ষণ হয় না। মালিকেরা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। তাদের মারের হাত এগিয়ে গিয়েও আবার পিছিয়ে আসে। ওদের এই দুর্বলতা ক্রীতদাসদের কাছেও ধরা পড়ে গেছে।

কিন্তু বদমেজাজী মালিকেরা ঘণ্টা শুনেও শুনতে পায় না। পুরোনো দিনের অভ্যাস ছাড়তে না পেরে মাঝে এক একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে। তারা চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে।

BanglaBook.org

একজনকে মারলে সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়ী ও বাড়ী থেকে দাসদাসীরা দলে দলে এসে ভিড় জমিয়ে তোলে। একটা কাক ধরা পড়লে তল্লাটের আর সমস্ত কাক যেমন দল বেঁধে সহানুভূতির 'কা কা' শুরু করে দেয়, তেমনি কোথাও কোন অত্যাচার ঘটতে দেখলে সবাই মিলে বিষম একটা হুলুস্থুল বাধিয়ে তোলে। যত বড় জল্লাদ মালিক হোক না কেন, এতগুলো লোক এক সঙ্গে এসে ঘেরাও করে ধরলে অন্তত তখনকার মত তাকে পিছিয়ে যেতে হয়। লোকে বলাবলি করে, নবী যেরেমিয়া ও লোকপ্রধান অহিকমকে বন্দী করে রাখবার পর থেকে ওরা যেন আরও ক্ষেপে উঠেছে।

এই সমস্ত পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করবার জন্য মাঝে মাঝে শান্তিরক্ষকদের ডাক পড়ে। মালিকদের ক্রীতদাস শাসনের এই ঐতিহাসিক ও বৈধ অধিকারকে সর্বপ্রকারে বিঘ্নমুক্ত করে নগরের শান্তি রক্ষা করবার কাজে শান্তিরক্ষকদের কোনরূপ শৈথিল্য নেই। ফলে এই সমস্ত অবৈধ ও আপত্তিকর জমায়েতের উপর মাঝে মাঝেই হামলা হয়, দু'চারটা মাথা ভাঙ্গে, বেছে বেছে ধাড়ী বদমাইসগুলোকে আটক করাও হয়। কিন্তু ওদের প্রতিরোধ তবু থামে না; একইভাবে চলতে থাকে। অদ্ভুত ওদের এই ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা। চরম উত্তেজনার অবস্থাতেও ওরা মাথা হারায় না। ওদের এই একটানা ধৈর্যের সঙ্গে সংঘাত লেগে মালিকদের ধৈর্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুখে এ কথা স্বীকার না করলেও কার্যত ওদের দাবীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে। আবার কেউ কেউ ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের মুণ্ডুপাত করবার জন্য নিত্যনতুন ফন্দিফিকির খুঁজতে থাকে।

মালিকদের কাছে একটা খবর এসে পৌঁছায়; ক্রীতদাসদের সংঘ নাকি মালিকদের শাদা আর কালো এই দুই ভাগে ভাগ করেছে। যাদের নাম কালো দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে নাকি কঠিন হাতে বোঝাপড়া করতে হবে। খবরটা ঠিক খবর নয়, জনরব মাত্র। তবে যে-দিনকাল পড়েছে, জনরবের মূল্যও বড় কম নয়। কাল যেটা জনরব মাত্র ছিল, দেখতে দেখতে আজও তা সত্য খবরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। কোন কিছুকেই উপেক্ষা করা চলে না।

মালিক মহলে এই নিয়ে গুরুতর রকমের আলোড়ন পড়ে গেল। কার কার নামের আগে কালে দাগ পড়তে পারে, তাই নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলল। কঠিন হাতে বোঝাপড়া বলতে কি বুঝায়, সে বিষয়ে মতবৈষম্য থাকলেও কথাটার অর্থটা খুবই খারাপ, সে সম্পর্কে সবাই এক মত। কাজেই মালিকদের মধ্যে এই নিয়ে প্রবল উত্তেজনা।

কিন্তু এর চেয়েও প্রবলতর উত্তেজনার বিষয় নগরবাসীদের জন্য অপেক্ষা করছিল। এটা জনরব নয়, একেবারে সঠিক খবর। ব্যাবিলরাজ নেবুকাডনাজারের দুরন্ত ক্যালদীয় বাহিনী জেরুজালেমের দিকে বিদ্যুদ্‌বেগে ধেয়ে আসছে। আসছে নয়, একেবারে এসে পড়েছে। তাদের অশ্বারোহী অগ্রবাহিনী মাত্র একদিনের পথ দূরে আছে।

বাবিলপন্থীরা বলল, আমরা তো আগেই বলেছিলাম। আবার কাল পর্যন্ত যারা মিসরপন্থী ছিল, তারাও অনেকে রাতারাতি ভোল বদলে বাবিলপন্থী সেজে বসল।

রাজা যেদেকিয়া তাঁর উপদেষ্টা-মণ্ডলীর উপদেশ-অনুসারে বাবিলে কর দান বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেইজন্যই কি এই আক্রমণ? কিন্তু তার চেয়েও বড় কারণ ছিল।

BanglaBook.org

মিসরের সঙ্গে গোপন প্রণয়ের কথা তো আর এখন গোপন নেই। সে কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবিলরাজের কানে কি আর এ কথা গিয়ে পৌছায় নি? কিন্তু এখন বাঁচবার উপায় কি? অধিকাংশ লোকই এই কথা বলল॥আমরা তো আগেই একথা বলেছিলাম। প্রভুর মানুষ নবী যেরেমিয়া দিনের পর দিন তোমাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছেন; কিন্তু যেমন আমাদের দুরদৃষ্ট, তোমরা তাঁর কথায় কান পাতলে না, আরও তাঁকে কারাগারে আটক করে রাখলে। এখন সবাইকে মিলে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে।

ক্যালদীয়েরা এসে গেল। জেরুজালেম অবরুদ্ধ। নগরবাসীরা আতঙ্কে দিন কাটায়, কি আছে অদৃষ্টে কে জানে! ক্রীতদাসেরাও সময় বুঝে মাথা নাড়া দিয়ে উঠল।

ওরা বলল, আমাদের আর ভয় কি? আমরা তো চিরকাল মার খেয়েই এসেছি, হয় পরের হাতে, নয় তোমাদের হাতে। ওদের রোখ কিন্তু তোমাদের দিকেই বেশী। তোমাদের বিষয়সম্পত্তি আছে, ঐশ্বর্য আছে, ওদের হামলা তোমাদের উপরেই আসবে। আমাদের আছেই বা কি, নেবেই বা কি? তোমাদের ওই প্রজাতির মত রং বাহার, ফুলের মত সুগন্ধি আর মাখনের মত নরম মেয়েগুলোর দিকেই ওদের দৃষ্টি পড়বে। আমাদের দিনরাত্রি খেটে খেটে আর আধপেটা খেয়ে চুপসে যাওয়া রুক্ষ চেহারার মেয়েগুলোর দিকে ওরা ফিরেও তাকাবে না। এই পৈতৃক প্রাণটুকু ছাড়া আর কি আছে আমাদের? আমাদের মেরে ওরা ওদের হাত নোংরা করতে যাবে না। আর যাবার সময় গলায় দড়ি দিয়ে বেঁধেই যদি দিয়ে যায় যাক না। এখানেও তোমাদের লাথি ঝাঁটা খেয়ে চলেছি, সেখানেও তাই খাব। আমাদের আবার পছন্দ আর অপছন্দ। ওদের লাথির চেয়ে তোমাদের লাথি আমাদের কাছে বেশি মিষ্টি লাগে না।

এখন প্রকাশ্যেই ওরা এই সমস্ত কথা বলে বেড়ায়, রেখে ঢেকে কোন কথা বলে না। উপরওয়ালারা এসব কথা শুনে আঁতকে উঠে। তারা নরম করে মিষ্টি সুরে বলে, ছি ছি, এসব কথা কি বলছ তোমরা? বিদেশীরা আমাদের মাতৃভূমি আক্রমণ করেছে। এই দুর্দিনে আজ সবাইকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের নিজেদের ভাইয়ে ভাইয়ে কোন গোলমাল যদি থেকেই থাকে, তা নিয়ে ঝগড়া করবার এই কি সময়?

ওরা হেসে বলে, ক্রীতদাসদের আবার স্বদেশ! এ যদি আমাদের স্বদেশ হোত, তবে কি আমাদের এই হাল হয়? আমাদের জমিজমা নেই; ভিটেমাটি নেই, পুঁজিপাটা নেই, বিদ্যাবুদ্ধি নেই, আমাদের বর্তমানও নেই, ভবিষ্যৎও নেই। আমাদের নিজের বলতে আছে কি? আমাদের বাপ-মাদের সন্তানের উপর কোন অধিকার নেই, স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন দাবী নেই। আমাদের হাত পা, তাও আমাদের নিজের নয়, তাও মালিকদের কাছে বাঁধা। তোমরা আজ আমাদের 'ভাই' বলে ডাকছ। হ্যাঁ, এতকাল 'ভাই'র মতই কাজ করে এসেছ বটে! আমাদের সন্তানদের তোমরা ছাগ আর মেষ শাবকদের মত বাজারে নিয়ে বিক্রি কর, আমাদের মুখ বুজে তাই সইতে হয়। আমাদের স্ত্রীদের আর কন্যাদের নিয়ে তোমরা শয়ন কর, আমাদের চোখ মেলে তাই দেখতে হয়। তবু বলছ, তোমরাই আমাদের ভাই! তোমাদের লজ্জা হয় না?

ক্রীতদাসদের প্রতিটি কথায় কি জ্বালা। জ্বলন্ত আগুনের মত যেন তা পুড়িয়ে মারে। এই সমস্ত দুর্ভাগার চোখমুখের ভাব দেখে আর কথা শুনে ভাগ্যবানদের প্রাণ

BanglaBook.org

ভয়ে দুরু দুরু করে ওঠে। গুপ্তচরেরা সংবাদ নিয়ে আসে, ক্রীতদাসেরা নাকি ষড়যন্ত্র করছে ক্যালদীয়দের নগরের মধ্যে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য।

তারা অতর্কিতে নগরের দ্বারা খুলে দেবে। সংবাদটা সত্য কি মিথ্যা কে জানে! আতঙ্কগ্রস্ত মনুষ বিভীষিকার ঘোরে কত স্বপ্নই না দেখে! আর সত্য হওয়াটাই বা বিচিত্র কি! নগরের ভেতরে দ্বারের মুখে ইহুদী সৈন্যদের ঘাঁটি বসল। অষ্টপ্রহর ধরে কড়া পাহারা চলল।

কিন্তু বিপদ কি শুধু একদিকে? নগরের সমস্ত বিভাগে ক্রীতদাসদের শ্রমশক্তি নিয়োজিত। বাইরের সঙ্গে সংযোগবিহীন এই নগরের পক্ষে এদের শ্রম অপরিহার্য। যত সামান্যই তারা হোক না কেন, এখানকার জীবনযাত্রার গুরুভার বোঝাটা এরাই তো বহন করে চলেছে। যারা গড়তে জানে তারা ভাঙতেও জানে। শুধু বাইরের শত্রুকে ডেকে আনা নয়, এই দুঃসময়ে এরা যদি বিদ্রোহী হয়ে বেঁকে বসে, নগরের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে দেওয়াও এদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

ঘরে আর বাইরে দুইদিকে শত্রু নিয়ে এগোনো চলে না। ক্রীতদাসদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতেই হবে, একথা এখন সবাই বুঝতে পারছে! অবশেষে সত্যসত্যই একদিন রাজসভায় ডাক পড়ল ক্রীতদাস নেতাদের। এমন কথা কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছে? কিন্তু এই বিচিত্র পৃথিবীতে অভাবনীয় কত কিছুই না ঘটে যায়, কত অসম্ভবই না সম্ভব হয়ে ওঠে!

ক্রীতদাস নেতারা তিনটি দাবী উপস্থিত করল। সকল ক্রীত-দাসদের পরিবারসহ মুক্তি, তাদের জমি ও জীবিকার ব্যবস্থা এবং নবী যেরেমিয়া ও লোকপ্রধান অহিকমের মুক্তি। রাজার পক্ষের লোকেরা এদের দাবীর বহর শুনে চক্ষু কপালে তুলল। এরা বলে কি, আস্পর্ধার কথা শোন একবার!

ঃ এটা কি একটা সমঝোতার কথা হোল? দাসদাসীরা না থাকলে ক্ষেতখামারের কাজ আর ঘরসংসারের কাজ চলবে কি করে?

ক্রীতদাস নেতারা উত্তর দিল, কাজকর্ম হয়তো আমরাও করতে পারি। কিন্তু সেদিন আমাদের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থায় আসতে হবে।

ঃ তোমরা ক্ষেপেছ! এভাবে কোন নিষ্পত্তি হতে পারে?

ক্রীতদাস নেতারা এক পা হটতে রাজী হল না। আলোচনা ভেঙ্গে গেল। রাজকীয় প্রতিনিধিরা রাগে গরগর করতে লাগলেন। রাগ করবার কথাই তো!

কিন্তু রাগ করলে কি হবে? ওদের রক্ত চক্ষুকে এখন কেই বা ভয় করে? হাওয়াটা বরঞ্চ উল্টে গেছে। মালিকেরাই ভয়ে সন্ত্রস্ত। কী-যে দিন পড়েছে, মানী লোকের মান আর থাকে না। কিন্তু অপমানটা ষোল কলায় পূর্ণ হবার যতটুকু বাকী ছিল, তাও পূর্ণ হয়ে গেল। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন জানা গেল, ক্রীতদাসেরা যে সমস্ত দাবী তুলেছিল, তার সবগুলোই নাকি মেনে নেওয়া হয়েছে। কথাটা বিশ্বাস করবার মত নয়। কিন্তু বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি? একদিন সকলের সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হয়ে গেল, দেশ শত্রুমুক্ত হলেই ক্রীতদাসদের সবাইকে সপরিবারে মুক্তি দেওয়া হবে এবং তাদের জমি ও জীবিকার ব্যবস্থাও করে দেওয়া হবে।

BanglaBook.org

কারাগারের দরজা খুলে গেল। নবী যেরেমিয়া এবং লোকপ্রধান অহিকম মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এতে সহজেই-যে এত দিনের জগদ্দল পাথরটা বুকের উপর থেকে নেমে যাবে, এমন কথা কে ভাবতে পেরেছিল?

ক্রীতদাসদের মধ্যে উৎসব শুরু হয়ে গেল। নবী যেরেমিয়া আর লোকপ্রধান অহিকমকে সামনে নিয়ে তারা জয়োল্লাস মিছিল বের করল। সদ্যোমুক্ত যেরেমিয়া ও অহিকম প্রথমত কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা বুঝতে তাঁদের অনেকটা সময় লেগে গেল। বলে কি, তাঁরাই ক্রীতদাস আন্দোলনের নেতা? কক্ষনো না। মিথ্যা কথা। ক্রীতদাসদের মুক্তি? কোনদিন তাঁদের এতে সমর্থন ছিল না। আজও নেই। এ কখনও সম্ভব নয়, এ কোন দিন হতে পারে না। আজও নেই। প্রাণপণ চেষ্টা করে তাঁরা আপনাদের বক্তব্য বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কে শোনে তাঁদের কথা! কথা শোনবার মত সময় তখন কারুর নেই। সেই উৎসবমত্ত হাজার হাজার লোকের জয়ধ্বনি ও কোলাহলে তাঁদের কণ্ঠ চাপা পড়ে গেল। মিছিল চলতে লাগল।

BanglaBook.org

সতেরো

আর যাদের যাদের আসবার কথা ছিল, কেউ এখনও এসে পৌঁছায় নি। শুধু ওরা দু'জন। ছোট একটি অপরিচ্ছন্ন কুঠুরী। একটা বাতি মিটমিট করে জ্বলছে। রাত্রি এক প্রহর গড়িয়ে গেছে। য়ুসুফ আর গেদালিয়া কথা বলছিল।

ঃ জীবনের কালো দিকটাই কি সবচেয়ে বেশী করে তোমার চোখে পড়ে য়ুসুফ? রাজার ঘোষণা বিশ্বাস কর না তুমি, কেন?

ঃ কি করব ভাই, জীবনভর তো শুধু দুঃখ-দাগাই পেয়ে এসেছি। তাই আমার সর্বদাই সন্দেহ আর সংশয়। আজন্ম ওদের কাছ থেকে শুধু বঞ্চনাই তো পেয়ে এসেছি, সহৃদয়তার পরিচয় কোনদিন পাই নি। না, এই ঘোষণায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই।

ঃ সবাই যাকে বিশ্বাস করে মেনে নিল, তুমিই বা তাকে বিশ্বাস করতে পারছ না কেন?

ঃ কেন পারছি না, শোন তবে যে-দাবী ওরা মুখে মেনে নিয়েছে, এত সহজে তা মেনে নেওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, সম্ভবও নয়। আমাদের মুক্ত করে দিয়ে ওরা কি ওদের সুন্দর আর সুখী হাতকে সাংসারিক কাজের মধ্যে নোংরা করতে পারে?

ঃ তবে রাজার এই ঘোষণার কি কোনই মূল্য নেই?

ঃ মূল্য নেই? নিশ্চয়ই আছে। তবে মূল্যটা আমাদের পক্ষে নয়, ওদের পক্ষে। আমরা সুযোগ পেয়ে ওদের কণ্ঠটা চেপে ধরেছিলাম। ওরা বেগতিক বুঝে পরাজয়ের ভাণ করে বুদ্ধির প্যাঁচে আমাদের চিৎ করে ফেলে দিল। আমরা জিতে গিয়েছি মনে করে হাসতে হাসতে ফিরে এলাম। একবার ভেবে দেখ গেদালিয়া, ওদের যখন চরম দুঃসময়, তখন আমরা সামান্য একটা সুবিধাও আদায় করে নিতে পারলাম না। আর হাওয়া যখন ওদের অনুকূলে আসবে তখন কি ওদের এই প্রতিশ্রুতির কানাকড়িও মূল্য দেবে ওরা?

ঃ কিন্তু সেদিনকার সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যে তুমিও তো ছিলে। তুমিই বা কি করলে?

ঃ আমি আর কি করব? আর যারা যারা গিয়েছিল, এই আশ্বাসটুকু পেয়ে তারা আনন্দে একেবারে দিশাহারা। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম, আমাদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত যদি আপনারা করেই থাকেন, তবে এখনই তা কার্যকর করুন না কেন? অবরোধ তুলে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কারণটা কি? কিন্তু ওপক্ষ আর এপক্ষ, কোন পক্ষই আমার কথায় আমল দিল না।

ঃ তা হলে তোমার মতে আমরা কি সত্যসত্যই ওদের কাছে হেরে গেলাম?

ঃ আমি তো তাই মনে করি। জানো গেদালিয়া, বুদ্ধির খেলায় আমরা ওদের কাছে এখনও শিশু। আমরা ক্রীতদাসেরা মুখের কথা পেয়েই আনন্দে বিভোর হয়ে আছি।

BanglaBook.org

আর ওরা-যে উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় পর্দার আড়ালে বসে ওদের ছুরিতে শাণ দিয়ে চলেছে, আমাদের লোকদের ভুলেও সে-কথা একবার মনে জাগে না। তুমি যদি একথা বলতে যাও ওরা হেসেই উড়িয়ে দেবে। আমি তো মনে করি যতদিন এই অবরোধ চলবে, ততদিন ওরা মিষ্টি কথা দিয়ে আমাদের মন ভুলিয়ে রাখবে। আর বিপদ থেকে মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা আবার স্বমূর্তি ধারণ করবে। গেদালিয়া, তোমার বাবা আজকাল কি বলছেন?

ঃ তিনি তাঁর সেই পুরানো কথাকেই আঁকড়ে ধরে আছেন-ক্রীতদাস ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে যেমন হাত পা, সমাজের পক্ষে তেমনি ক্রীতদাস। যিহোবা ক্রীতদাসের জন্য মেহনতের কাজ, আর আমাদের জন্য বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির কাজ বরাদ্দ করে দিয়েছেন। এই দু'দিকে নিয়েই সমাজ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে।

য়ুসুফ হেসে বলল, লোকপ্রধান অহিকম স্বভাবতই সৎ প্রকৃতি ও দয়ালু হৃদয়ের লোক। কিন্তু তা হলেও তিনি মালিক। মালিক পক্ষের বক্তব্যটাকে তিনি ভালভাবেই উপস্থিত করেছেন।

ঃ কিন্তু আমিও তো সেই মালিক পক্ষেরই একজন। য়ুসুফ, তুমি সকল বিষয়ে এত সন্দিগ্ধচিত্ত, তবু আমার সম্পর্কে তোমার কি কখনই সন্দেহ জাগে না? আমি কিন্তু মাঝে মাঝেই একথা ভাবি।

য়ুসুফ মাথা নেড়ে বলল, তোমার গোড়াতেই ভুল। তুমি তো মালিক পক্ষের লোক নও। তুমি আমাদের পক্ষের লোক। এই কথাটা জানি বলেই আমার কখনই সন্দেহ হয় না।

ঃ কেন হয় না? আমি কি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না?

ঃ কখনোই পার না, এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? কার সম্পর্কেই বা এমন কথা বলা চলে? তেমন যদি বুঝি কখনও, আমরাও তোমাকে সেই চোখেই দেখব।

ঃ ও কথা থাক। একটা মজার ব্যাপার দেখ গেদালিয়া। আজ রাজা, তাঁর অধ্যক্ষগণ, নগরের হোমরা চোমরারা, এমন কি হাড়ে হাড়ে পাজি মন্দির-কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত আমাদের দাবী অন্তত মৌলিকভাবে হলেও মেনে নিয়েছেন। কেবল দু'জন লোক এখনও প্রকাশ্যভাবে বিরোধী। এই দু'জন হচ্ছেন নবী যেরেমিয়া আর লোকপ্রধান অহিকম। তাঁরা কিন্তু প্রথম থেকেই বলে আসছেন এবং আজও স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ক্রীতদাসদের কিছুতেই মুক্তি দেওয়া যেতে পারে না। অথচ ক্রীতদাসদের উস্কানি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে এই দু'জনকেই কারাগৃহে পাঠানো হয়েছিল।

ঃ য়ুসুফ, একটু আগেই তুমি ওঁদের বুদ্ধির তারিফ করছিলে। এটা কি তারই পরিচয়?

ঃ আমি কিন্তু এখনও তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করি। এঁদের সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে অত সোজা পথ দিয়ে চিন্তা করলে চলে না। ক্রীতদাসদের বিদ্রোহের আভাস দেখে নাগরিকরা সবাই সশঙ্ক, শশব্যস্ত। আর তারই সুযোগ নিয়ে ওরা ওদের পুরাতন প্রতিপক্ষের হাত থেকে ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্টক করবার চেষ্টায় ছিল। যেহাজিয়ার বাড়ীর ব্যাপারটার সঙ্গে তুমি জড়িত হয়ে পড়বার ফলেই ওরা লোকপ্রধান অহিকম এবং সঙ্গে সঙ্গে নবী যেরেমিয়াকে ক্রীতদাসদের নেতা বলে প্রতিপন্ন করে ছাড়ল। এ

BanglaBook.org

সমস্ত আচার্য পশহুরের লীলা। রাজা যেদেকিয়া তো উপলক্ষ মাত্র। ব্যাপারটাকে আমি এইভাবেই চিন্তা করেছি।

ঃ কিন্তু এত বুদ্ধি প্রয়োগ করেও ওরা শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে কি?

ঃ যদি বুদ্ধি দিয়েই সব কাজ সম্ভব হতো, তা হলে হয়তো বা পারত। কিন্তু সাফল্যের পক্ষে বুদ্ধি যত বড়ই শক্তি হোক না কেন, এটাই একমাত্র শক্তি কখনই নয়। ওরা বুদ্ধির জোরে আমাদের কুকুর বানিয়ে রেখেছে, হয়তো আরও অনেকদিন এইভাবেই রাখতে পারবে। কিন্তু চিরকাল রাখতে পারবে কি? আমি বিশ্বাস করি না।

ঃ কিন্তু একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ য়ুসুফ। এই দু'টি ব্যক্তিকে নিয়ে জেরুজালেমের ক্রীতদাসেরা সবচেয়ে মাতামাতি করছে। তারাই এঁদের মুক্ত করে নিয়ে এলো কারাগার থেকে। আর বেরিয়ে এসে তেমনি জোর গলায় বলছেন ক্রীতদাসদের মুক্তি? অসম্ভব। এ কেমন এক প্রহসন, বল দেখি। কারাগার থেকে বেরিয়ে আসবার পর থেকে বাবা এই কথাটা আমাকে বোঝাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই নিয়ে রোজ একচোট কথা-কাটাকাটি চলছে। আর তাঁদের দু'জনের মুক্তির দিনে তাঁদের নাম করে ক্রীতদাসেরা কি জয়ধ্বনিটাই না দিয়েছে! সে দিন রাজার সিংহাসন যদি খালি পেত, তা হলে ওরা এঁদের দু'জনের একজনকে তার উপর না বসিয়ে ছাড়ত না।

য়ুসুফ হেসে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষ কণ্ঠে বলল তা জানি গেদালিয়া, চিরদিন পরের অনুগ্রহের উচ্ছিষ্টে পালিত এই হতভাগ্য প্রাণীগুলো এখনও অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে এদের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। অন্যের কথা আর কি বলব, আমি নিজেই বা কি? এই সেইদিন পর্যন্ত লোকপ্রধান অহিকমকে আমি একান্তভাবে আমাদের আপন লোক বলেই মনে করে এসেছিলাম। তিনি-যে আমার মত দাসদাসীদের মালিক, সেকথা আমি যেন ভুলেই গিয়েছিলাম।

ঃ য়ুসুফ, জীবনে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তুমি মানুষ হয়ে উঠেছ। এ শুধু তোমার বঞ্চনা নয়, সম্পদও বটে। এই অভিজ্ঞতা তোমার দৃষ্টি শক্তিকে তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী করে তুলেছে। সেই জন্যই এসব কথা আমার চেয়ে অনেক বেশী বোঝ তুমি। আমার একটা কথার উত্তর দাও। নবী যেরেমিয়া আর লোকপ্রধান অহিকম, তাঁরা কি আমাদের প্রতিপক্ষ, তাঁরা কি আমাদের শত্রু?

য়ুসুফ এই প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

ঃ উত্তর দাও য়ুসুফ।

ঃ কিন্তু আমার উত্তরটা কি তোমাদের কাছে প্রীতিপ্রদ হবে?

ঃ আমি সত্য কথা জানতে চাইছি, য়ুসুফ, শ্রুতিসুখকর কথা শুনতে চাই নি।

ঃ ধন্যবাদ। তবে শোন। আমার বিচারবুদ্ধিতে যেটুকু আসে সেইটুকই বলব। জেরুজালেমের ক্রীতদাসেরা নবী যেরেমিয়া আর লোকপ্রধান অহিকমের গুণগানে পঞ্চমুখ। তারা তাঁদের নিজেদের লোক বলেই মনে করে। তোমাকে এইমাত্র বলেছি, একদিন এই চিন্তা আমার নিজের মনেও ছিল। আজও পবিত্র হৃদয় যেরেমিয়া এবং দরিদ্র ও দুর্গতদের বন্ধু লোকপ্রধান অহিকমকে শত্রু বলতে আমার কেমন যেন মুখে বাধে। তুমি তো জান, লোকপ্রধানকে আমি ব্যক্তিগতভাবে কত শ্রদ্ধা করি। কিন্তু

BanglaBook.org

ক্রীতদাসদের এই মুক্তিসংগ্রামে তাঁরা তাদের প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে চলবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি। আর সেদিন তাঁরাও আমাদের শত্রু বলে মনে করবেন।

ঃ তোমার এই স্পষ্ট কথার জন্য ধন্যবাদ। ক'দিন ধরে এই প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

দু'জন লোক এসে ঘরে ঢুকল। তাদের কাছে খবর পাওয়া গেল, আজ আর কারু আসবার সম্ভাবনা নেই। সবাই আনন্দ উৎসবে মেতে আছে। কয়েকজন অতিরিক্ত দ্রাক্ষারস পান করে বেসামাল হয়ে পড়েছে।

সংবাদ শুনে য়ুসুফের চোখ জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সাপের মত চাপা গর্জনে সে বলল উঠল, মূর্খের দল, তোমাদের সর্বনাশের সময় উপস্থিত। কেউ তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

তারপর গেদালিয়াকে উদ্দেশ করে বলল : গেদালিয়া, এরা তো কেউ আর আসবে না। তুমি এখন যাও ভাই। আমাকে একটু বেরোতে হবে।

গেদালিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নানা কথা চিন্তা করতে করতে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। এই দরিদ্র পল্লী অন্ধকার। রাস্তায় আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। আঁকাবাঁকা পথটা দিয়ে চলতে চলতে সে একটা খোলা জায়গার মধ্যে এসে পড়ল। এতক্ষণ পথ, মাঠ, ঘরবাড়ী সমস্ত কিছু অন্ধকারে ডুবে ছিল। এমন সময় দূরের আকাশে চাঁদ মাথা তুলল। দেখতে দেখতে সারা পৃথিবী জ্যোৎস্নার হাসিতে হেসে উঠল।

পথে লোক নেই, কোন শব্দ নেই, ঝিম ঝিম করছে রাত্রি। শুধু কোথায় দূরে একটা পাখী থেকে থেকে ডেকে উঠছে। অদ্ভুত, অদ্ভুত সুন্দর এই পৃথিবী! এর কতটুকু দেখা যায়, কতটুকু শোনা যায়, কতটুকু ছোঁয়া যায়? শিশুর মতই মানুষের ছোট হাতের মুঠো এর কতটুকুই বা ধরে রাখতে পারে! বাইশ বছর বয়সের গেদালিয়া। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে, পা চলতে চায় না। কে যেন পেছন থেকে ডাকে, গেদালিয়া! গেদালিয়া চমকে ফিরে দাঁড়ায়। এ কে? একটি কিশোর মূর্তি। ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। গেদালিয়ার সর্বদেহ শিউরে উঠল। এই জনমানুষহীন পথের মাঝখানে এ আবার কে? কোথাও কেউ ছিল না। সাড়া নেই, শব্দ নেই, হঠাৎ এ কোথা থেকে নেমে এল, কেমন করেই বা এল? আকাশ থেকে নেমে এল নাকি? যিহোবার সৃষ্ট যে-সমস্ত সূক্ষ্মদেহী প্রাণী পাখার উপর ভর করে আকাশে উড়ে বেড়ায়, এ কি তাদেরই একজন? তা না হলে তার নামই বা কেমন করে জানল!

ঃ বীরপুরুষ, তুমি ভয় পেয়েছো?

মানুষের কণ্ঠস্বর বটে। যে-ভয়টা এসেছিল, কেটে গেল।

গেদালিয়া এবার আপনাকে সামলে নিল ভয় পাব কেন? কিন্তু তুমি কে?

ঃ চিনতে পারছ না?

ঃ না তো।

ঃ কিন্তু আমি তো তোমায় চিনি। কাছে এসো না, এত ভয় কিসের?

ঃ এ কে? গলার স্বরটা-যে বড় বেশী পরিচিত। এবার তার মনে একটা সন্দেহ জাগল। কাছে গিয়ে দেখল, তাই বটে।

BanglaBook.org

ঃ এ্যাঁ, কে, সারা? তুমি? এ বেশে?

ঃ হ্যাঁ, আমি সারা। তোমার সারাকে চিনতে তোমার এতক্ষণ লাগল? ছি ছি! আমি-যে দূর থেকে বাতাসে তোমার গায়ের গন্ধ পেলেও বুঝতে পারি।

ঃ কিন্তু তুমি কোত্থেকে এলে? কেমন করে এলে?

ঃ খুব চম্‌কে দিয়েছি, না?

সারা আরও কাছে সরে এল। গেদালিয়ার কাঁধের উপর মাথা রেখে বলল তোমাকে পেতে হলে-যে অসাধ্য সাধন করতে হয়। তুমি তো আমার সহজলভ্য নও।

ঃ কেন এসেছ বল না?

ঃ তোমার খোঁজে।

ঃ কেন?

ঃ এর আবার কেন কি? তুমি কি জান না, তোমার জন্যই আমার তপস্যা?

ঃ আর কোন কথা নেই? সারা, তুমি আমায় ফাঁকি দিচ্ছ। কি যেন একটা হয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, একটু কথাও আছে।

ঃ বল।

ঃ হুঁ, এমনি করে বলা যায় বুঝি? অনক কথা। বসে বলব।

ঃ বেশ তো এখানেই বোসো না। কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

ঃ না, না, এখানে নয়, এখানে নয়। এমন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় আমাদের মত উদ্‌ভ্রান্ত নিশাবিহারী আরও দু' একটি যুগলও তো এসে পড়তে পারে।

ঃ তবে কোথায় বসবে?

ঃ ঐ-যে উত্তর দিকে ঝোপড়া মত বড় গাছটা দেখছ না, ঐটের তলায় বসব। ওখানে সন্ধ্যার পর ভূত আর অপদেবতারা নেমে আসে। সেই ভয়ে ওখানে আর কেউ যাবে না।

ঃ তোমার ভয় নেই?

ঃ ভীষণ ভীতু ছিলাম আগে। এখন তুমি আমার সমস্ত ভয় দূর করে দিয়েছ। এখন আমার ভয় শুধু তোমাকে নিয়ে।

দু'জন হাতে হাত ধরে গাছটার তলায় গেল। গাছটার নীচে পরজাতীয়েরা তাদের দেবতার পুজো করে। একটা বিকৃত চেহারার কাঠের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে আঁতকে উঠতে হয়।

ঃ এ আবার কি?

গেদালিয়া চমকে উঠে দু'পা পিছিয়ে এল।

ঃ এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে?

ঃ তুমি দেখছি আমার চেয়েও ভীতু। আরে, এ-যে দেবতা। অমন করে বলতে নেই, রাগ করবে-যে!

ঃ এ কাদের দেবতা!

ঃ কনানীয়দের। কিন্তু তেমন বেশী বিপদে পড়লে আমাদের ইহুদী ভাইবোনেরাও আর সকলের চোখের আড়ালে চুপি চুপি পুজো দিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ঃ গাছের তলায় দু'জনে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

ঃ তুমি কি করে এমন জায়গায় আমার সন্ধান পেল সারা?

ঃ আমি বুঝি জানি না, এ সময় তুমি কোথায় যাও? তোমার গতিবিধি আমার জানা নেই? দামী জিনিস কিনা, তাই সব সময় চোখে চোখে রাখি।

ঃ তুমি বুঝি য়ুসুফের ওখানে গিয়েছিলে?

ঃ তা না হলে কি করে তোমাকে পাব? বাড়ীতে তো তোমাকে পেয়েও পাই না। হাতের কাছে থেকেও তুমি আমার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে-যে কি কষ্ট!

ঃ হ্যাঁ, তারপর?

ঃ ঘরের পেছনে গাছটার আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমাদের কথা একটু একটু শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর তুমি বেরিয়ে এলে আমি পেছন নিলাম।

ঃ গুপ্তচরের মত?

ঃ হ্যাঁ, গুপ্তচরের মতই। তুমি তো একটুও টের পাও নি। আশ্চর্য, কি অন্যমনস্ক লোক তুমি! আমি আর একবার তোমাকে ডেকেছিলাম, তুমি শুনতে পাও নি।

ঃ আচ্ছা, এবার বল তোমার কথা।

ঃ শোন, সংক্ষেপে বলব। আমি বলব আর তুমি শুনে যাবে। মাঝখানে কোন কথা বলতে পারবে না। তোমার বাবা আজ সকালবেলা আমাকে ডাকিয়ে এনে কোন রকম ভূমিকা না করে সোজাসুজি বললেন—সারা, আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। তুমি এখন স্বাধীন, তুমি তোমার যেখানে খুশী চলে যেতে পার।

ঃ এ্যাঁ, বলছ কি! বাবা।

ঃ চুপ, আমার কথায় বাধা দিও না। নিঃশব্দে শুনে যাও। আমি বললাম, মালিক, আমি কোথায় যাব? আমার কেউ আছে? আমাকে আপনি এমন করে তাড়িয়ে দেবেন না।

তিনি বললেন, তোমরা তো মুক্তিই চাইছ। আমি বললাম, মুক্তি কি শুধু আমারই জন্য? আমি কি শুধু একাই মুক্তি চাইছি?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি শুধু তোমাকেই মুক্তি দিলাম। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম—মালিক, আমি কি কোন অপরাধ করেছি? আমি অল্পবুদ্ধি মেয়ে মানুষ, আমাকে সহজ করে বুঝিয়ে বলুন।

তিনি কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমিও চেয়ে রইলাম। আমি তখনও বুঝতে পারি নি। আমি তাঁর মনের কথাটা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম।

একটু ইতস্তত করে শেষে তিনি বললেন, সত্য কথা শুনতে চাও? বেশ, সত্য কথাই আমি তোমাকে বলছি। তুমি আমার সংসারে এক দুর্যোগ এনে দিয়েছ। আমাদের একমাত্র পুত্র ভবিষ্যতের একমাত্র আশা, তাকে তুমি আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছ। আমি তোমাকে নিজের মেয়ের মতই দেখে এসেছি। ক্রীতদাসীর মত ব্যবহার তোমার সঙ্গে কোনদিনই করি নি। আর তার প্রতিদান তুমি এই ভাবেই দিচ্ছ?

ঃ বল কি সারা, বাবা এ সমস্ত কথা বললেন?

ঃ আরে চুপ করো। চুপ করে কথা শোন। আমি বললাম, আপনি স্পষ্ট করে বলুন, আমি এমন কী অপরাধ করেছি যে, আপনি মুক্তির নাম করে আমার মত একটা অনাথা

BanglaBook.org

মেয়েকে এই নির্বান্ধব পৃথিবীতে ভাসিয়ে দিতে চাইছেন? এতদিন মেয়ের মত দেখে এসেছেন, আর আজ এইটাই কি তার উপযুক্ত কাজ হবে?

ঃ তারপর ? তারপর ?

ঃ তিনি বললেন, গেদালিয়া ক্রীতদাস নয়, কিন্তু ক্রীতদাসদের নিয়ে সে এমন মাতামাতি করছে কেন? আর তারই ফলে আমার মান মর্যাদা, এমন কি আমার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন।

আমি প্রশ্ন করলাম, মালিক, এ প্রশ্নের উত্তর কি আমাকে দিতে হবে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তোমাকেই দিতে হবে। কার তুমি তাকে এই পথে টেনে নিয়ে এসেছ। এ পথ তার পক্ষে স্বাভাবিক পথ নয়।

গেদালিয়া একটু চমকে উঠল থামো থামো! সারা, বাবা যা বলেছেন, তা কি ঠিক? তুমিই কি আমাকে এই পথে টেনে নিয়ে এসেছ?

ঃ না, ঠিক নয়, কখনও ঠিক নয়। এত বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। শোন, আমি তখন বললাম, মালিক, আমার মত সামান্য একটা ক্রীতদাসী তাঁকে পরিচালনা করবে, একি একটা বিশ্বাস করবার মত কথা?

তিনি বললেন, বাজে কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা কোরো না। মেয়ে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, পুরুষকে স্বর্গের দুয়ারেও নিয়ে যেতে পারে, আবার নরকের দুয়ারেও পৌঁছে দিতে পারে।

ঃ তখন তুমি কি বললে?

ঃ আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে তিনি বলে চললেন—সারা, শোন, তোমাকে আমি একটা ভাল প্রস্তাব দিচ্ছি। তোমার পক্ষেও ভাল, আমাদের পক্ষেও ভাল। তুমি আমার মেয়ের মত; আমি তোমাকে সৎপাত্র দেখে বিয়ে দিতে চাই। এই সপ্তাহের মধ্যেই আমি পাত্র স্থির করব। অমত করো না। আমরা সবাই এতে সুখী হব।

গেদালিয়া সারাকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। সারার বুকটা ভীরু পাখীর মতই কাঁপছিল : সারা, তুমি ভীষণ কাঁপছ।

ঃ কাঁপছি বুঝি? হ্যাঁ, কাঁপছি। এইজন্যই তো আশ্রয় নিতে তোমার কাছে ছুটে এলাম। তারপর শোন, আমি বললাম, আপনি মালিক আমি ক্রীতদাসী। আপনি ইচ্ছা করলেই জোর করে আমাকে যেখানে খুশী বিয়ে দিতে পারেন। তবে আর আমার মতামত জানতে চাইছেন কেন?

ঃ কি বললেন বাবা?

ঃ তিনি আমার কথা শুনে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। শেষে বললেন না, আমি চাই তুমি স্বেচ্ছায় রাজী হয়ে যাও। তাতে সবদিকে শান্তি বজায় থাকবে। আমি এসব বিষয়ে কোনদিন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাই নি। কিন্তু তুমি যদি আমাকে বাধ্য কর, তবে শেষ পর্যন্ত তাও আমাকে করতে হবে। একটা কথা তুমি স্থির জেনো সারা, তুমি মনে মনে যে-আশা করেছ, তা কিছুতেই হবে না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, আমার বংশের মানমর্যাদা রক্ষা করেই চলব। আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী এক অজ্ঞাতকুলশীলা বাজার-থেকে-কিনে-আনা ক্রীতদাসীকে বিয়ে করতে পারে না। একটু

BanglaBook.org

থেমে আবার তিনি বললেন, সে যদি তোমায় নিয়ে শুধু খেলাই করত আমি হয়তো তাতে কিছু বলতাম না। এ বয়সে এমন খেলা অনেকেই খেলে। কিন্তু গেদালিয়া-যে খেলতে জানে না, সে অন্য ধাতে তৈরী। সে জন্যই আমি তাকে ভয় করি।

ঃ সারা, থামো।

ঃ আহা, দুঃখ লাগছে বুঝি? লাগবেই তো। কিন্তু জান গেদালিয়া, এসব কথা আমাকে আর তেমন দুঃখ দিতে পারে না। তুমি তো জান আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। আমার মা কে, বাবা কে তা আমি জানি না। ক্রীতদাসের আবার মা বাপ! শুধু একটি মাত্র আমার পরিচয়, আমি ক্রীতদাসের সন্তান। ক্রীতদাসী সে তো মালিকদের খেলারই সামগ্রী। আমার এই জীবনে আমি কম লাঞ্ছনা সহ্য করি নি। তারই জ্বালা আমি বুকের মাঝে বহন করে চলেছি। আমি দগ্ধ হয়ে চলেছিলাম। এমন সময় কোথা থেকে ঘন-বর্ষণ মেঘের মত তুমি নেমে এলে।

ঃ আর তুমি আমাকে ওদের ওই উঁচু আকাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে।

ঃ তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব এমন সাধ্য কি আমার? তুমি আপনি এলে, দয়া করে এলে, ভালবেসে এলে, আমাকে ধন্য করে দিয়ে এলে।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক টুকরো জ্যোৎস্না সারার মুখের উপর এসে পড়েছে। গেদালিয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল, এই কি ক্রীতদাসী? সারা হাসল। গেদালিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি সে অনুভব করতে পারছে। গেদালিয়ার বাহুর বন্ধন আরও ঘন হয়ে এসেছে। তাই সারা পরিতৃপ্তির হাসি হাসল। আর চাঁদের আলোয় ওর উজ্জ্বল দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল।

ঃ তুমি আমার দিকে চেয়ে অমন করে কি দেখছ?

ঃ দেখছি তোমাকে। তোমায় দেখে আমার সাধ মিটছে না। তোমাকে এমন করে তো দেখতে পাই না।

সারা আবার হাসল গেদালিয়া, সত্যি করে বল আমার মধ্যে দেখবার মত কি কিছু আছে? আমাকে নিয়ে অনেকেই খেলা করেছে, কিন্তু এমন করে কেউ কখনও দেখতে চায় নি। গেদালিয়া, আমার বুকের মধ্যে যে-মনটা আছে, তা যদি তোমাকে খুলে দেখাতে পারতাম!

ঃ সারা, তুমি আমাকে প্রথমে ফিরিয়ে দিয়েছিলে, মনে পড়ে? উঃ, কি নিষ্ঠুর ছিলে তুমি সেদিন। কি কঠিন কথাই না বললে আমাকে!

ঃ আমি কি করব? গেদালিয়া, আমি-যে বেচাকেনার সামগ্রী ছিলাম। পুরুষের চোখে আমি-যে শুধু কুৎসিত লালসাই দেখেছি। আমি তাকে শুধু ভয় করতে আর ঘৃণা করতেই শিখেছিলাম। আমি কি জানতাম! কিন্তু তোমাকে চিনে নিতে আমার তো বেশী দেরী হয় নি।

ঃ তারপর কেমন করে তুমি আমার হয়ে গেলে। আর কি তুমি আমায় ফিরিয়ে দিতে পারবে?

ঃ তোমাকে ফিরিয়ে দিলে আমি নিজেই যে শূন্য হয়ে যাবো। গেদালিয়া, তুমি জান, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়।

BanglaBook.org

ঃ এ কথা তো তুমি প্রায়ই আমাকে শোনাও। কিন্তু তুমি তো নিজেই জান না তোমার বয়স কত।

ঃ সে কথা ঠিকই। কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে তোমাকে শিশুর মতই মনে হয় আমার। তখন কোথা থেকে আমার মধ্যে একটা ছোট্ট মা জেগে উঠে, যে তোমাকে দু'হাত দিয়ে বুকের মাঝখানে জড়িয়ে ধরতে চায়। সকল দুঃখ আর সকল আঘাত থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তখন মনে হয় তুমি কত অসহায়, আর আমার উপর কত নির্ভরশীল। স্নেহের আবেগে আমার বুকটা তখন টনটন করে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টি জলে ভরে যেতে চায়। গেদালিয়া, বল, কেন এমন হয়?

ঃ সারা, তোমার গেদালিয়া তোমারই। তুমি তাকে যে-ভাবেই চাও সে-ভাবেই নাও। তোমার কাছ থেকে কেউ তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। না, লোকপ্রধান অহিকমও নয়।

ঃ গেদালিয়া, আমি তোমার মুখ থেকে এই কথাটুকু শোনবার জন্যই অস্থির হয়ে ছুটে এসেছিলাম। আমি জানি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পার না। তবুও মাঝে মাঝে কেথা থেকে এমন ভয় আসে? চিরদিনের বঞ্চিত কিনা, এত সৌভাগ্য যেন আমি বিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু বললে কি তুমি বিশ্বাস করবে গেদালিয়া, আমার আরও একটা মন আছে। সে মনটা কি বলে জান? সে বলে, না প্রিয়তম, তুমি তোমার নিজের জায়গায় যাও। এত দুঃখ তোমার সইবে না। আমাদের দাসদাসীদের অদৃষ্টে যা হয় হোক, তুমি তার সঙ্গে আপনাকে আর এমন ভাবে জড়িও না। তুমি আমাকে ছেড়ে, আমাদের ছেড়ে চলে যাও, তোমার নিজের জায়গায় চলে যাও। তুমি সুখী হও, তুমি সুখী হও। কতবার তোমাকে এ কথা বলতে চেয়েছি। কিন্তু কই পারি না যে! বলতে গেলে আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। গেদালিয়া, বল, বল, কেন এমন হয়?

ঃ সে আর হয় না সারা। আমার পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। শোন সারা, একটা কথা তুমিও জানতে না আমিও জানতাম না, কিন্তু বহুদর্শী লোকপ্রধানের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি ঠিকই দেখেছেন। হ্যাঁ, তুমিই আমাকে এই পথে নিয়ে এসেছ, সে কথা তুমি স্বীকার করো আর নাই করো! এতদিন বাদে আমি আজ প্রথম বুঝতে পারলাম, তোমাকে ভালবেসেই আমি সমস্ত ক্রীতদাস সমাজকে ভালবেসে ফেলেছি। তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলেই আমি আজ তাদের একজন। তুমি আর তোমরা কেমন করে যেন আমার কাছে এক হয়ে গেছ। তুমি যদি আমার সামনে তোমার গভীর রহস্যময় ওই দু'টি চোখ নিয়ে এসে না দাঁড়াতে, তবে হয়তো আমি লোকপ্রধান অহিকমের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েই বেঁচে থাকতে পারতাম। সারা, সেই দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমায় মুক্তি দিয়েছ। আশ্চর্য, এতদিন বাদে আমি আজ এই কথা প্রথম অনুভব করতে পারছি।

ঃ গেদালিয়া, বল, আবার বল, এ কথা কি সত্য?

ঃ হ্যাঁ, এ কথা সত্য। আমাদের ভালবাসা যেমন সত্য, এ কথাও তেমনি সত্য।

ঃ এ কি আমাদের গৌরব না লজ্জার কথা?

ঃ তোমারও নয়, আমারও নয়, এ গৌরব ভালবাসার গৌরব।

BanglaBook.org

ঃ তোমার কথাই সত্য। আমি তো দেখছি তোমার ভালবাসা আমাকে নতুন করে গড়ে তুলছে। আমি তো আগে এমন ছিলাম না। আমার সমস্ত অপূর্ণতা যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গেদালিয়া, রাত্রি-যে অনেক হয়ে গেল। আমরা কি আর ঘরে ফিরব না?

ঃ না, ফেরবার সময় চলে গেছে। আর ঘরে ফিরব না সারা। ঘরে ফিরে গেলে সারাকে আর কোথায় পাব? প্রতি রাত্রিতেই তো ঘরে ফিরি, আজ একটা রাত্রি নাই বা ফিরলাম! এমন রাত্রি কি আর কখনও আসবে?

ঃ সত্যি বলছ তুমি? সারারাত, শুধু তুমি আর আমি? আজ তুমি আমাকে গ্রহণ করবে? এতদিনের স্বপ্নসাধ পূর্ণ হবে সারার? গেদালিয়া, আমার কেমন যেন ভয় করছে। না, না, ভয় নয়, আমি এত আনন্দ যেন সইতে পারছি না।

ঃ ছদ্মবেশী, এবার তোমার ছদ্মবেশ খুলে ফেল। তোমার এই ছদ্মবেশ তোমাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

ঃ আগে বল নি কেন?

সারা উঠে দাঁড়িয়ে তার পুরুষের পোশাক ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গেই সেই আলোছায়ার ঝিলিমিলির মধ্যে একটা পূর্ণযৌবনা রমণীমূর্তি ফুটে উঠল।

এবার গেদালিয়াও উঠে দাঁড়াল : সারা এই-যে এখানে এসে দাঁড়াও। এখান দিয়ে একফালি জ্যোৎস্না নেমেছে। সেই আলোয় তোমাকে একটু ভাল করে দেখতে দাও। তোমার এই ঢেউতোলা চুলগুলোকে ছেড়ে দাও, ভেঙ্গে পড়ুক তোমার পিঠে। সারা, এই-যে এখানে এসো। সারা তার কাছে এসে দাঁড়াল।

ঃ এই-যে গেদালিয়া, এই-যে আমি। তুমি আমাকে দেখবে? দেখ। আমি তোমার জন্যই সৃষ্ট হয়েছিলাম।

ঃ সারা, এই দেবতা সাক্ষী থাকুন, আর আকাশে সাক্ষী থাকুক চাঁদ, আজ আমাদের মিলন-লগ্ন; সারা, আজ আমাদের মধু-রজনী।

এমন সময় হু হু কর একটা দমকা বাতাস গাছের শাখাগুলো দুলিয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই দোলার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার ফালিগুলো এদিক থেকে ওদিকে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল। সারার মুখের উপর থেকে জ্যোৎস্না সরে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একফালি জ্যোৎস্না দেবতার মুখের উপর এসে পড়ল। এতক্ষণ অন্ধকারে দেবতার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। এবার চাঁদের আলো পড়ে তাঁর বীভৎসতা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। হিংস্র, ক্রূর সেই বিকৃত মুখমণ্ডল। কোন্ বর্বর শিল্পীর কল্পনার সৃষ্টি কে জানে? মুখের দু'পাশ দিয়ে দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে, ঠোঁটের দু'ধার দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখ মুখ থেকে কি কুৎসিত একটা হাসি ফুটে বেরোচ্ছে। সে হাসি দেখলে আতঙ্ক জাগে।

দু'জনেই ভীষণ চমকে উঠল। সারা ভয়ে চিৎকার করে দু'হাত বাড়িয়ে গেদালিয়াকে জড়িয়ে ধরতে চাইল; কিন্তু পারল না, ভর সামলাতে না পেরে উপুড় করে

BanglaBook.org

পড়ে গেল। গাছের একটা উঁচু শিকড়ের উপর পড়ে কপাল কেটে ঝরঝরিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

গেদালিয়া তাকে ধরতেই সারা আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে উঠল গেদালিয়া, গেদালিয়া!

ঃ এই-যে আমি, সারা। ভয় কিসের?

ঃ তুমি? ও তুমি! আমি ভাবছিলাম ওটা বুঝি॥

ঃ না, না, ওটা আবার কি করবে? এই-যে আমি তোমাকে ধরে আছি।

ঃ হ্যাঁ, ধরে থাকো, শক্ত করে ধরে থাকো। আমার বড় ভয় করছে।

গেদালিয়া আবার তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিয়ে তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল, আর অনুভব করল সে তখনও থরথরিয়ে কাঁপছে।

ঃ গেদালিয়া, আজ না আমাদের মিলন-লগ্ন, আজ না আমাদের মধু-রজনী? এ কেমন হোল গেদালিয়া, এ কেমন হোল?

ঝিরঝির করে বাতাস বইছিল। আকাশ থেকে মুক্তাধারায় জ্যোৎস্না ঝরতে লাগল। কি সুন্দর রাত্রি! এমন রাত্রি কি আর কখনও ফিরে আসবে?

সারাকে নিয়ে গেদালিয়া তেমনি করে বসে রইল। সারা তাকে আঁকড়ে ধরে তখনও কাঁপছে। আর তারই এক পাশে সেই ভয়ংকর দেবতা দাঁত বের করে তাদের দিকে ব্যঙ্গভরে তাকিয়ে সেই কুৎসিত হাসি হাসতে লাগল।

BanglaBook.org

আঠারো

হঠাৎ একদিন দেখা গেল ক্যালদীয়েরা তাদের তাঁবু গুটিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। কি ব্যাপার? শেষ পর্যন্ত শোনা গেল, মিসর থেকে সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে, এই খবর পেয়েই নাকি ওরা সরে পড়েছে। ক্যালদীয়েরা আগে থেকে এজন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল না, বোধ করি সেইজন্যই ওরা শক্তি-পরীক্ষার ঝুঁকি নেয় নি।

জেরুজালেম নগরবাসীদের আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। মিসরপন্থীরা বাবিলপন্থীদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল, কিগো, কোথায় গেল তোমাদের বাবিল? মিসরের সৈন্যদের পায়ের শব্দ শুনেই ওদের হৃৎকম্প উঠল? সব ব্যাটা লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে।

নবী হানানিয়া প্রভুর মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করে চললেন কোথায় গেল সেই ভাড়াটিয়া নবী, কোথায় গেল বাবিলের সেই নির্লজ্জ স্তাবক? তাকে ধরে নিয়ে এসো। আর সেই ভাঙ্গা যোয়ালটা তার গলায় বেঁধে তাকে নগরের পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও।

—শোন, প্রভু বলেছেন—শোন, আমার নির্বাচিত সন্তানেরা, আমি তোমাদের ক্রন্দন শুনেছি। আমি করুণাপরবশ হয়ে তোমাদের মাথার উপরে আমার অভয় হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছি। তাই ভেঙ্গে পড়ল বাবিলের যোয়াল। তোমরা আজ মুক্ত। দেখ, চেয়ে দেখ, দর্পী ক্যালদীয়েরা আজ মুক্ত-কেশে উত্তর দিকে ছুটে চলেছে, আর আমি অগ্নিবর্ষী মরুঝঞ্ঝার মত তাদের বিতাড়িত করে নিয়ে চলেছি।

—প্রভু বলেছেন—তোমরা আনন্দ-ধ্বনি কর, উৎসব কর, পুষ্পমাল্যে তোরণ সাজাও। তোমাদের রক্তের রক্ত, প্রাণের প্রাণ, নির্বাসিত ইহুদী ভাইবোনেরা আবার স্বদেশে ফিরে আসছে। জেরুজালেমের সুকণ্ঠী ক্রীতদাসী বালিকারা, তোমরা কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুললিত স্বরে সংগীতধ্বনি তোল। তোমরা ঝক্ষ বাজাও, বীণা বাজাও, বাঁশী বাজাও। মনোহরণ সজ্জায় সজ্জিত হয়ে তোমরা তাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হও।

হানানিয়া আবার তাঁর সেই প্রথম স্তবকের পুনরাবৃত্তি করলেন কোথায় গেলে সেই ভাড়াটিয়া নবী, কোথায় গেলে বাবিলের সেই নির্লজ্জ স্তাবক? তাকে ধরে নিয়ে এসো। আর সেই ভাঙ্গা যোয়ালটা তার গলায় বেঁধে তাকে নগরের পথে পথে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও।

কিন্তু যেরোমিয়া কোথায়? নগর অবরোধ-মুক্ত হয়েছে জানতে পেরে তিনি তাঁর জন্মভূমি বিন্নামিনের অন্তর্গত এ্যানাথোথের দিকে যাত্রা করেছিলেন। পুরদ্বারে একে

BanglaBook.org

পৌঁছতেই সেনানী সেলিমিয়ার পুত্র ইরিয়া তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল : নগরের বাইরে যাওয়া আপনার নিষিদ্ধ।

ঃ নিষিদ্ধ? কেন?

ঃ রাজার আদেশ।

ঃ রাজার আদেশ? এই আদেশের তাৎপর্য কি?

ঃ তাঁরা সন্দেহ করছেন, আপনি ক্যালদীয়দের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নগরের বাইরে চলেছেন।

ঃ এ কথা মিথ্যা। আমি বিন্নামিনে আমার জন্মস্থানে চলেছি। ক্যালদীয়দের কাছে আমি যাব কেন? তারা আমার কে?

কিন্তু সেনানী ইরিয়া তাঁর কোন কথাই শুনল না। সে তাঁকে ধরে নিয়ে অধ্যক্ষদের হাতে সমর্পণ করল। এরা সকলেই আচার্য পশহুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অতএব যেরেমিয়ার মর্মান্তিক শত্রু।

তারা দলবদ্ধ হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বলল, আমরা আপনাদের অনুনয় করে বলছি, আপনি এই লোকটার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিন। এ নবী নয়, এ শত্রুপক্ষের লোক। দৈববাণীর নাম করে সে শুধু লোকসাধারণের মধ্যে নিরাশার বাণী প্রচার করে বেড়ায়। তার ফলে নগরবাসীদের মন ভেঙ্গে যায়, আর তার প্রতিক্রিয়া যোদ্ধাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর ধরে সে আমাদের শত্রু প্রতিরোধের শক্তি দুর্বল করে চলেছে। এ হতভাগ্য দেশের আশার কথা, মঙ্গলের কথা কিছুই বলে না; শুধু সর্বনাশের কথাই শোনায়। দেশের মঙ্গলের জন্য আপনি এর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিন।

দুর্বলমতি রাজা যেদেকিয়া উভয়সংকটে পড়লেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিতে তাঁর ভয় হয়। কি জানি এত লোক-যে এত কথা বলে, সে কথা তো ভুল নাও হতে পারে। যদিও বা সে যিহোলার মানুষ হয়ে থাকে? কিন্তু যাদের দ্বারা তিনি ঘেরাও হয়ে আছেন, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই তো রাজ-সিংহাসন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাবী তিনি কি করেই বা ঠেকিয়ে রাখবেন? এতো শুধু কয়েকজন অধ্যক্ষের দাবীই নয়। রাজা জানেন, পেছন থেকে আচার্য পশহুরের দক্ষিণ হস্ত তাদের পরিচালিত করছে।

অনুপায় হয়ে তিনি তাদের বললেন দেখ, সে তো তোমাদের হাতেই আছে। রাজা কি আর সকলের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারে? তোমরা তার সম্পর্কে যা ভাল বোঝ তাই কর। আমি আর কি করব?

এভাবে রাজা তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চাইলেন। কিন্তু তারাও প্রকাশ্যে যেরেমিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দিতে সাহস করল না। গোপনে রাত্রির অন্ধকারে তারা তাঁকে কারাগার-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেল। সেই কারগার-প্রাঙ্গণের একধারে হ্যামলেফের পুত্র ম্যালাফিয়ার অব্যবহার্য পুরানো একটি কুয়ো ছিল। যেরেমিয়ার কোমরে দড়ি বেঁধে ওরা তাঁকে তার মধ্যে নামিয়ে দিল। এতদিনের পুরানো কুয়োটাতে জল ছিল না, ছিল শুধু কাদা। যেরেমিয়ার কোমর পর্যন্ত সেই কাদায় ডুবে গেল। নীরন্ধ্র অন্ধকার, সামান্য আলোকরেখাটুকুও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। পচা কাদার ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে,

BanglaBook.org

কত রকমের কীট আর কৃমি কিলবিল কাছে, গা বেয়ে বেয়ে উঠছে, দংশন করছে। অনুপায় চলচ্ছক্তিহীন। যেরেমিয়া স্তম্ভের মত অসাড় হয়ে এক কোমর কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন। নগরবাসীরা ঘুণাক্ষরেও একথা জানতে পারল না।

নবী যেরেমিয়া হঠাৎ এমন করে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন, এ চিন্তা করবার মত অবস্থা নগরবাসীদের ছিল না। পথাশ্রয়ী মানুষ, তাঁর কি চলাফেরার কোন ঠিকঠিকানা থাকে! তা' ছাড়া নগরে তখন এক নতুন পরিস্থিতি। মাঝে মাঝে ঘটনাগুলো এমন দ্রুতগতিতে একটার পর একটা ছুটে আসতে থাকে যে, এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখবার মত সময় তখন আর থাকে না। সবচেয়ে সামনের জিনিসটাই আর সবকিছুকেই আড়াল করে দাঁড়ায়।

নগরে প্রবল উত্তেজনা। ক্রীতদাসেরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মালিকেরাও উদ্বিগ্ন এবং চিন্তাকুল। অবরোধের সময় ক্রীতদাসদের যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজই নাকি সে সম্পর্কের চূড়ান্ত ঘোষণা প্রকাশ করা হবে। পাঁচজন ক্রীতদাস নেতাকে রাজসভায় ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ক্রীতদাসেরা দলে দলে রাজসভার বাইরে এসে জড় হচ্ছে। দলের পর দল আসছেই, আসছেই। মেয়ে পুরুষ সবাই আসছে। নগরে-যে এত ক্রীতদাস আছে, কেইবা সে কথা ভাবতে পেরেছে! রাজপথের উপর এমন দল বেঁধে চলাফেরা করতে ওদের কমই দেখা যায়। নগরের আনন্দ উৎসবে ওদের কোন অংশ নেই। ওদের হাসি নেই, গান নেই, ওরা শুধু বেঁচে থাকে, সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, আর যখন সময় হয় নিঃশব্দে মরে যায়। ওরা ঘর-সংসারে, ক্ষেত-খামারে কর্মশালায় আর খনিতে দিনের পর দিন বিরামহীন একটানা তালে কাজের চাকা ঘুরিয়ে চলে, আর সেই চাকার নীচে নিজেরাও পিষ্ট হতে থাকে।

কিন্তু এরা কি সেই তারাই? হ্যাঁ, তারাই তো। না, তবু তারা নয়। এদের গ্রীবার ভঙ্গী দৃপ্ত, এদের চোখের মণি উজ্জ্বল। ওরা যে মুক্তির আশায় উন্মুখ।

কিন্তু কই নেতারা ফিরে আসছে না তো! সেই কখন গেছে—সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল যায় যায়, রাজপ্রাসাদের ছায়া দীর্ঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, মাঠ থেকে চারণের পশুগুলো ফিরে আসছে—কিন্তু কই তারা তো ফিরে আসছে না! প্রতীক্ষাকুল মানুষগুলো অধৈর্য আর অস্থির হয়ে উঠল। সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চোখ মুখ ঝলসে কালো হয়ে গেছে। ওরা অধীর হয়ে নানা জনে নানা রকম ধ্বনি তুলতে লাগল।

গোলমাল শুনে একজন রাজভৃত্য বেরিয়ে এল। সে ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করতে লাগল তারা এখন আসবে না, তাদের ফিরতে দেরী হবে। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে গোলমাল করে কাজের ব্যাঘাত করো না। শান্তিপূর্ণভাবে যে যার ঘরে ফিরে যাও।

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। না না না—ক্ষিপ্ত জনতা গর্জে উঠল : আমরা তাদের না নিয়ে ফিরব না, তোমরা আমাদের নেতাদের ফিরিয়ে দাও। ওদের কোলাহলে আকাশ মুখর হয়ে উঠল। এবার ওরা বুঝতে পেরেছে. পর্দার আড়ালে কি যেন একটা ষড়যন্ত্রের খেলা চলছে। ওরা বুঝি আর ওদের ফিরিয়ে দেবে না। তাই উত্তেজিত জনতা সমুদ্রের মত গর্জে গর্জে উঠতে লাগল। ওরা যাবে না, ফিরে যাবে না।

BanglaBook.org

জনতার চোখে মুখে আক্রমণের আভাস দেখে সন্ত্রস্ত রাজভৃত্য বাঁশীতে ফুঁ দিল। সমস্ত কিছুই আগে থেকে সুপরিকল্পিত। বাঁশীর সংকেত বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন অশ্বারোহী। শান্তিরক্ষক ছুটে এসে লোকের ভিড় ভেঙ্গে সামনে এগিয়ে চলল। ওদের হাতের তরোয়ালগুলো শেষ সূর্যের আলোয় ঝলসে উঠল। কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলে ওরা হুঁশিয়ারি দিয়ে চলল—ফিরে যা, ফিরে যা। কিন্তু একটা লোকও ফিরল না। ওদের ঘোড়ার গায়ের ধাক্কায় লোকগুলো এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়তে লাগল। কেউ বা চাপা পড়ল ঘোড়ার পায়ের তলায়। ওরা ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল, কিন্তু তবু কেউ ফিরল না। পেছনের লোক ঠেলে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল, যেন ঢেউয়ের পর ঢেউ তটভূমির উপর আছড়ে পড়তে চাইছে।

প্রতিদিনের সচল যন্ত্রগুলো আজ কোন্ মন্ত্রে সজীব মানুষ হয়ে উঠেছে! ওরা ফিরে যাবে না, ওরা লড়াই করবে, ওরা ছিনিয়ে নিয়ে আসবে ওদের নেতাদের। হাতে কোন অস্ত্র নেই, নাই থাক, খালি হাতেই ওরা লড়বে। আর কিছু না পেয়ে ওরা এদিক থেকে ওদিক থেকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। ভিড় ভাঙ্গবার জন্য ঘোড়াগুলো ইতস্তত ছোটাছুটি করছিল। হঠাৎ এক জায়গায় একটা ঠেলাঠেলি শুরু হয়ে গেল। ক্ষিপ্ত লোকগুলো একটা অশ্বারোহীকে টেনে নামিয়েছে। সে আর আত্মরক্ষা করবার সুযোগটুকু পেল না। একজন তার হাত থেকে তরোয়ালটা ছিনিয়ে নিয়ে তার উপরেই চালিয়ে দিল। যুগযুগের সঞ্চিত রুদ্ধ বিক্ষোভের এই প্রথম রক্তাক্ত প্রতিক্রিয়া। প্রতিহিংসার তাড়নায় হিংস্র জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠল। আরোহীশূন্য ঘোড়াটা ক্ষেপে গিয়ে দিগ্‌বিদিকে ছুটতে লাগল।

আবার বেজে উঠল বাঁশী। বাঁশীর শব্দ ভয়ার্ত সুরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাঁশী বেজেই চলেছে। এবার একদল সশস্ত্র সৈনিক বেরিয়ে এল। কোন হুঁশিয়ারি না দিয়েই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর তাদের হাতের তরোয়ালগুলো শূন্যে বিদ্যুতের খেলা খেলতে লাগল। তখন সে কি দৃশ্য! চিৎকার, আর্তনাদ, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটি—উদ্যত কাস্তের মুখে ওরা যেন ফসলের মতই ঝরে পড়ছে। রক্তে সারা মাঠ লাল হয়ে গেল। পশ্চিমাকাশে সূর্য তখন অস্তাচলে। তার রক্ত-রশ্মিতে আকাশের পুঞ্জপুঞ্জ মেঘগুলো লাল হয়ে উঠেছে। আর তারাই নীচে পৃথিবীর বুকে শক্তিমদে মত্ত মানুষ মানুষের বুকের লাল রক্ত নিয়ে হিংস্র খেলায় মেতে উঠল!

লোকের ভিড় থেকে একটু দূরে, একটু নিরালা হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে। একটা কচি মুখ, তরুণ কিশোর, আহা কতই বা বয়স হবে! হঠাৎ সংঘর্ষটা যখন বেধে গেল সে ভয় ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সেই ভীষণ দৃশ্য দেখছিল। সবাই ছুটোছুটি করছে, পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার যেন হুঁশ ছিল না। পালাবার কথা যখন মনে পড়ল, তখন আর তার সময় ছিল না। সে দেখল উদ্যতহস্ত মৃত্যু তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। সে আর নড়তে পারল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। সে কি এক ভয়ংকর মুহূর্ত, কি ভাবছিল সে, কে বলবে! আঘাত নামল, আর তীরবিদ্ধ পাখীর মতই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মারাত্মক আঘাত! কিন্তু ফুলের পাপড়ির মত তার নরম ঠোঁট দু'টি নিশ্চল হয়ে গেল।

BanglaBook.org

যে-উত্তেজনা এতক্ষণ এক জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল, সমস্ত নগরময় তা ছড়িয়ে পড়ল। ক্রীতদাসেরা পালিয়ে এসেছে, কিন্তু গর্তে ঢুকে পড়ে নি। ঘায়েল বাঘের মত ওরা যেখানেই পারছে, সেখানেই আঘাত করছে। এই নগরী, এর রাজপথ, এর উদ্যান, এর সুরম্য অট্টালিকা, ভাগ্যবানদের বিলাসনিকেতনগুলো, সবকিছুই তাদেরই হাতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু তবু এই নগরী তাদের নয়। এই নগরী আজ তাদের দু'চক্ষের বিষ। যদি পারতো, তবে তারা একে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিত। তাই তারা বিভ্রান্ত প্রতিহিংসায় অবুঝের মত নগরীর বুকে আঘাতের পর আঘাত করে চলল। সেদিন সন্ধ্যায় রাজপথে আর বাতি জ্বলল না। যারা প্রতিদিন বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার রাত্রিকে উজ্জ্বল করে তুলত, তারা নিজেরাই আজ সেই বাতিগুলোকে আছড়ে আছড়ে ভাঙতে লাগল। সারা নগরী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সেই অন্ধকারে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ক্রীতদাসেরা দল বেঁধে মালিকদের বাড়ীতে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে ফিরতে লাগল। আর তাদের পেছনে পেছনে সশস্ত্র সৈনিক ও শান্তিরক্ষকেরা ধাওয়া করে চলল।

নগরবাসীরা যে যার ঘরে বসে বলির পশুর মতই কাঁপছে। এমনটা কেউ কোনদিন দেখে নি, শোনেও নি। মানুষগুলো কি সব ক্ষেপে গেল নাকি? আর এই একটা রাত্রিতে কত কিছুই ঘটে যাবে কে জানে? অহিকম দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। রাত হয়ে গেছে, তবু গেদালিয়া এখনও ফিরছে না। এই হ্যাঙ্গামার মধ্যে কোথায় আটকে পড়েছে কে জানে? আজ রাত্রিতে মৃত্যু যেন পায়ে পায়ে ফিরছে। গেদালিয়াকে নিয়ে তাঁর যত দুর্ভাবনা। দাসেরা কেউ নেই, দাসীদের মধ্যে সারাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অহিকম উদ্বেগে ঘরে ঢুকতে পারছিলেন না। গেদালিয়া আসে কিনা দেখবার জন্য তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে ছটফট করছিলেন, আর ভাবছিলেন—বাপ মা হওয়ার কত জ্বালা।

এমন সময় ঘোড়ার খুরের খট্ খট শব্দ শুনে তিনি চমকে উঠে দেখলেন, জনকয়েক লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে তাঁর বাড়ীর দিকে ছুটে আসছে। দূর থেকে অন্ধকারে ওদের মুখ বোঝা যাচ্ছিল না। কে, গেদালিয়া নাকি? অহিকম চিৎকার করে ডাকলেন। উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠ বিকৃত হয়ে গেল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ওরা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। একেবারে কাছে আসতেই তিনি চিনতে পারলেন, ওরা তাঁরই বাড়ীর ক্রীতদাস। আর ঠিক তারই পেছন পেছন দু'জন অশ্বারোহী শান্তিরক্ষক তরোয়াল উঁচিয়ে তাড়া করে ছুটে আসছে। ওরা একেবারে ওদের গায়ের উপর এসে পড়েছে। সর্বনাশ, এখনই যে ওরা মারা পড়বে।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করবার সময়টুকু পর্যন্ত ছিল না। 'করছ কি', 'করছ কি তোমরা'—বলতে বলতে অহিকম তাদের মাঝখানে গিয়ে পড়লেন। দু'দুটো তলোয়ার একই সঙ্গে তাঁর উপর এসে নামল। দাসেরা চিৎকার করে উঠল। এ আঘাত সহ্য করবার মত শক্তি অহিকমের ছিল না। তাঁর চোখে চিররাত্রির অন্ধকার নেমে এল।

জিল্লা তখন তাঁর নিজের ঘরে বসে প্রভুর সন্ধ্যাকালীন বন্দনা করছিলেন।

BanglaBook.org

উনিশ

রাজ-অন্তঃপুরের ইথিওপীয় ক্রীতদাস নপুংসক এবেদমেলেফ ইঁদুরের মতই সন্ধানী লোক। শুধু রাজ-অন্তঃপুরের কথাই নয়, অনেক মহলের অনেক খবরই তার নখদর্পণে। পরের পেটের কথা টেনে বের করতে সে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু নিজেরটা সহজে ছাড়তে চায় না। নবী যেরেমিয়াকে-যে হ্যামেলেফের পুত্র ম্যালাফিয়ার সেই কুয়োটার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, এই খবরটা তার কানে এসে পৌঁছতে একদিনের বেশী সময় লাগল না।

এবেদমেলেফ বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। যেরেমিয়ার উপর তার অগাধ ভক্তি। তাঁর এই সংকটে সে কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। কিন্তু এক্ষেত্রে কিই বা সে করতে পারে! যেই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রের ফলে যেরেমিয়া আজ মৃত্যুর মুখে, রাজা স্বয়ং-যে তাদের মুঠোর মধ্যে। ক্রীতদাস এবেদমেলেফের কথা সেখানে কোন্ কাজে লাগবে?

কিন্তু একথা জেনেও চুপ করে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হোল না। চুপি চুপি রাজার কাছে গিয়ে সে সমস্ত কথা জানাল। আর বলল, আপনার মন্ত্রণাদাতারা আপনার সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। আজ যদি এভাবে নবীর মৃত্যু হয়, তা হলে প্রাণের বদলে প্রাণ দিয়েও তার ক্ষতিপূরণ করা চলবে না। তাঁর অনুগৃহীত মানুষের হত্যার ফলে প্রভুর যেই ক্রোধাগ্নির সৃষ্টি হবে, তাতে সমস্ত নগরী জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আপনার প্রাণে কি ভয় নেই? আপনি জেনে শুনে এভাবে প্রভুর অভিসম্পাত ডেকে আনবেন না।

নবী যেরেমিয়াকে এভাবে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে রাজা যেদেকিয়ার এমনিতেই দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। তার উপর এবেদমেলেফের বাক্‌পটুত্বে চিন্তার বোঝাটা আরও কিছু বাড়ল। নাঃ, কাজটা সত্যিই ভাল হয় নি। এ খবর কি আর ছাপা থাকবে, লোকের মুখে মুখে বেরিয়ে পড়বেই। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : বেঁচে আছেন তো এখনও?

ঃ তা হয়তো আছেন। কিন্তু কাল রাত্রি থেকে সেই কাদার মধ্যে ডুবে আছেন। তার উপর না খাওয়া, না কিছু। এভাবে মানুষ আর কয়দিন বেঁচে থাকতে পারে!

ঃ আচ্ছা, তুমি এক কাজ কর। আমি দু'জন বিশ্বাসী লোক দিচ্ছি তোমার সঙ্গে। তুমি তাদের সাহায্যে তাঁকে কুয়োর ভেতর থেকে তোল। কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দিও না যেন। আমি তোমার সঙ্গেই কারারক্ষককে নির্দেশ পাঠাচ্ছি। সে তাঁকে কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে। খুব সাবধান, যেমন গোপনে ওরা তাঁকে কুয়োর মধ্যে ফেলেছে, তেমনি গোপনেই এই কাজ করা চাই। আর কেউ যেন এ কথা টের না পায়। আর কারাগারের মধ্যে তাঁর খাওয়া-দাওয়ার যাতে কোনই কষ্ট না হয়, সেদিকে তুমি বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।

BanglaBook.org

এবেদমেলেফের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই যেরেমিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। সেই থেকে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে তাঁর দিন কাটতে লাগল। এবেদমেলেফ মাঝে মাঝে এসে বাইরের খবরাখবর দিয়ে যেত। নগরের মোটামুটি সমস্ত খবরই তিনি পাচ্ছিলেন।

ক্রীতদাসদের সংঘর্ষের সংবাদ বিস্মিত করে তুলল তাঁকে। এ সবের মানে কি? তাঁর যিহোবা এ-সম্পর্কে ভাল-মন্দ কোন কিছুই বলছেন না তাঁকে। অহিকমের মৃত্যুর সংবাদটা তাঁকে কিছু দিনের জন্য মুহ্যমান করে রাখল। অহিকম তাঁর জীবনের কতখানি ছিল, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি সে কথা বুঝতে পারলেন। গেদালিয়াকে ধরবার জন্য নাকি খুবই খোঁজাখুঁজি চলেছে। লোকে বলে, একদল বিদ্রোহী ক্রীতদাসকে নিয়ে সে নাকি নগরের বাইরে কোথায় পালিয়ে গেছে। হতভাগিনী জিল্লা, কে তাকে দেখাশোনা করবে? তার স্বামী নিহত, পুত্র পলাতক, আপনাজন বলতে আর রইল কে? আর কি কেউ নেই? বৃদ্ধ যেরেমিয়া আপনাকে আপনি প্রশ্ন করেন। হ্যাঁ, আছে বই কি; একজন আছে। কিন্তু সেও তো কারাগারে বন্দী।

কিন্তু ক্রীতদাসেরা এমন করছে কেন, যেরেমিয়া একথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন না। স্ত্রী কি তার স্বামীকে অস্বীকার করতে পারে? পুত্র কি তার পিতাকে অস্বীকার করতে পারে? ইহুদী কি তার প্রভুকে অস্বীকার করতে পারে? তবে ক্রীতদাসই বা কি করে তার মালিককে অস্বীকার করবে? আর গেদালিয়া? অহিকম আর জিল্লার ছেলে, সোনার ছেলে গেদালিয়া, সেই বা কি করে ক্রীতদাসদের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ল?

সাথে সাথেই যেরেমিয়ার মনে পড়ে যায় এই ক্রীতদাসেরাই একদিন অহিকমকে আর তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করে নিয়ে গিয়েছিল; তাঁদের দু'জনকে সামনে রেখে, তাঁদের নামে জয়ধ্বনি করে নগরের রাজপথে মিছিল করেছিল। কিন্তু কেন? কেন? এই প্রশ্নের উত্তর সেদিনও তিনি খুঁজে পান নি, আজও পান না। এদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধটা কি?

মনে পড়ে অহিকম একদিন তাঁকে বলেছিল যেরেমিয়া, এই ক্রীতদাসেরা তোমাকে তাদের সবচেয়ে আপন মানুষ বলে মনে করে। সবচেয়ে আপন মানুষ! এ কি বিশ্বাস করবার মত কথা? কিন্তু অহিকম তো বাজে কথা বলবার লোক নয়। অহিকমই তো অনেক দিন আগে রাজা যিহোয়াকীমের রাজত্বকালে তাঁকে বলেছিল, যেরেমিয়া, বিচারে মৃত্যুদণ্ড তোমার অনিবার্য ছিল। কিন্তু নগরের ক্রীতদাস ও দরিদ্র লোকেরাই সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলল।

সেই সব কথা আজ বারে বারেই মনে পড়ছে। যেরেমিয়া, তারা তোমাকে জীবন দিয়েছে, তারা তোমাকে মুক্তি দিয়েছে, তারা তোমাকে নিয়ে মিছিল করেছে, তারা তোমার নামে জয়ধ্বনি করেছে, তারা তোমাকে তাদের সবচেয়ে আপন মানুষ বলে মনে করেছে! আর তুমি কি করছ! তাদের জন্য কি করেছ? দিনান্তে একবারও তাদের কথা মনে জাগেনি। আজ কোথা থেকে, কেন এই ব্যথা জেগে ওঠে, যে-ব্যথার নাম জানা নেই? প্রভু বল, তুমি বল, কিসের এই ব্যথা? প্রভু কোন উত্তর দেন না।

BanglaBook.org

কারাগার—বিচিত্র তার রহস্য। পুরানো দিনের ঘটনাগুলো কেমন করে আবার প্রাণ পেয়ে ফিরে ফিরে আসে! স্মৃতির পটে মুছে যাওয়া কত কথা, কত ছবি কেমন করে আবার বর্ণোজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে! কে বলবে, কেন এমন হয়? যখন তুমি কালের প্রবহমান ধারায় গতিশীল জনসমাজের অংশ হয়ে এগিয়ে চলতে থাক, তখন বর্তমান আর ভবিষ্যৎ, এই তোমার কাছে উজ্জ্বল সত্য, পেছনের কথা তুমি ভুলে যাও। আর যেই মাত্র তুমি অবরোধের মধ্যে গতি হারিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে, তখন পেছনে ফেলে-আসা অতীত জীবন তোমার কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তুমি পেছন দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল, আর ফিরে ফিরে তাকেই স্বপ্ন দেখ।

কারাগারের একটি প্রভাত। ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে, কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা এখনও কাটে নি। যেরেমিয়া তাঁর বিছানা হাতড়ে হাতড়ে কাকে যেন খুঁজছেন। —কই, নেই তো! বারে, আমাকে একলা ফেলে তুমি চলে গেছ। কাকে তুমি খুঁজছ যেরেমিয়া? কে তোমাকে ফেলে চলে গেছে? কার সঙ্গে তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছ? যেরেমিয়া চমকে উঠলেন। এতদিন বাদে আজ তাঁর মায়ের কথা মনে পড়েছে! যে মা ভোর হতে না হতেই ঘরের কাজের জন্য তাঁকে ফাঁকি দিয়ে বিছানা ছেড়ে চলে যেতেন। —মা, মাগো, কোথায় তুমি? যেরেমিয়া, তুমি কাঁদছ? তোমার আজ মায়ের কথা মনে পড়েছে? এত দিন বাদে?

একদিন একটা পরিচিত গানের সুর যেন তাঁর ভেতর থেকে গুনগুনিয়ে উঠল। আহা, এ সুর-যে তাঁর কাছে বড় চেনা, যেন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে আছে! কিন্তু কোথায়, কবে, কার কাছে শুনেছেন? স্মৃতির সমুদ্রে ডুবে গেলেন যেরেমিয়া। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একদিন এই অ-ধরা সুরটা ধরা পড়ে গেল। এই যেরেমিয়া যখন ছোট্ট যেরেমিয়া ছিলেন, তখন তাঁর মা তাঁকে বুকে নিয়ে দোলাতেন, দোলাতেন আর এই ঘুমপাড়ানী সুরে কি একটা গান গাইতেন। ওরে আমার মায়ের মুখের গান, এত দিন তুই কোথায় ছিলি? যেমেরিয়া, তুমি কাঁদছ? তোমার আজ মায়ের কথা মনে পড়েছে। এত দিন বাদে?

দেয়ালের গায়ে দুটো পতঙ্গ বাসা বাঁধছে। উজ্জ্বল, সবুজ রঙের পতঙ্গ দু'টি। বাইরের আলো পড়ে ওদের হালকা পাখা ঝিলমিলিয়ে ওঠে। ওরা ওদের বাসা বাঁধছে। কতটুকুই বা ওদের সামর্থ্য, তবু একটু একটু করে বাসাটা গড়ে উঠছে। সারাদিন ওদের কর্মচঞ্চল ব্যস্ততা, এতটুকু বিশ্রাম নেই। দু'জনে মিলে কেবলই বাইরে যাচ্ছে, আর মালমশলা সংগ্রহ করে বয়ে নিয়ে আসছে। দু'জনের মিলিত শ্রমে বাসাটা একটু একটু করে গড়ে ওঠে। যেরেমিয়া তাই চেয়ে চেয়ে দেখেন। দেখতে বড় ভাল লাগে। দেখেন আর দেখেন।

পতঙ্গ দু'টির একটি পুরুষ, একটি মেয়ে। ওরা দু'টিতে মিলে সারাদিন খেলা করে। ওরা মুখে মুখ ঠেকায়, ওরা পাখায় পাখা ঘষে, ওরা পালায়, ধরা দেয়, লুকোচুরি খেলে ওরা। ওদের নিজেদের ভঙ্গিতে পরস্পরের আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ে। আহা ছোট্ট দু'টি প্রাণীর মিলন-খেলা, তার কত না লীলা! যেরেমিয়া মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। দেখেন আর দেখেন। যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, ওকি! দীর্ঘশ্বাস ফেলছ তুমি? কেন?

BanglaBook.org

শেষে যখন সময় হোল, ডিম পাড়ল, বাচ্চা ফুটল, ওদের দু'জনের সংসার পূর্ণ হয়ে উঠল। ওরা আবার কর্মচঞ্চল, আবার ব্যস্ত। ওরা ওদের শিশুগুলোকে খাওয়া, একটু একটু করে বড় করে তোলে, বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে বুক দিয়ে রক্ষা করে। মুগ্ধ পতঙ্গ আপনাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রবহমান ধারাকে অবিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্য তিল তিল করে আপনাকে দান করে নিঃশেষ হয়ে চলেছে। যেরেমিয়া দিনভর ওদের দিকে চেয়ে থাকেন। ভাবেন আর ভাবেন।

কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা মনে পড়ে যায়! অতীতের এক পর্দা সহসা খসে পড়ে। যেরেমিয়া চমকে ওঠেন। সে অনেক দিন আগেকার কথা। একদিন জিল্লা বলেছিল যেরেমিয়া, তোমাকে ঘিরে যে-স্বপ্ন আমি রচনা করে তুলেছি, নিষ্ঠুর, তুমি তা অমন করে ভেঙ্গে দিও না। আমি তো বেশী কিছু চাই না। আমি বাহুল্য চাই না, প্রাচুর্য চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, আমি শুধু তোমাকে আর আমাকে নিয়ে সংসারের এক প্রান্তে ছোট্ট একটি মধুচক্র গড়ে তুলতে চাই। যেরেমিয়া, তুমি আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও, প্রসন্ন হও, তুমি আমাকে দূরে ঠেলে দিও না।

—আর তার উত্তরে তুমি কি বলেছিলে যেরেমিয়া? তুমি বলেছিলে—না, প্রভু আমায় আহ্বান করেছেন, তাঁর পথ আমার পথ। ঘরে আমার মন বসে না। না জিল্লা, আমি ঘর বাঁধবো না।

জিল্লা আবার বলেছিল তবে আমাকে নিয়ে যাও তোমার সাথে, তোমার পথে। তুমি যেখানে যাও, আমি তোমার সাথে সাথে যাব। আমি হব তোমার পথের সাথী। তুমি যখন প্রভুর বন্দনা করবে, আমি তখন সেই সুরে বীণা বাজিয়ে গান গাইব, আর আমাদের মিলিত বন্দনা প্রভুর চরণকমল স্পর্শ করবে। যেরেমিয়া, আমাকে নিয়ে চল, আমাকে কর তোমার চলার সাথী। আমি পথের ধুলো থেকে মধু আহরণ করে তুলব, আর পথে পথে তোমাকে ঘিরে মধুচক্র রচনা করে চলব। যেরেমিয়া, আমি-যে মৌমাছির জাত, আমি সৃষ্টির কামনায় উন্মুখ। আমার সমস্ত স্বপ্ন সফল হবে, শুধু যদি তোমাকে আমার সঙ্গে পাই। তখন তুমি কি করলে যেরেমিয়া? তুমি একদিন তাকে কোন কিছু না বলে চোরের মত নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে।

সম্মুখের দরজা বন্ধ। পেছনের দরজা খুলে গিয়েছে। অতীতের বৃন্তচ্যুত শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলো উদ্দাম বাতাসে উড়ে এসে চোখে মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, তোমার কি হয়েছে? কোন্ অদৃশ্য ফুলের গন্ধে তুমি এমন চঞ্চল হয়ে উঠেছ? এ কি কামনা? একি তৃষ্ণা? তোমার ঐ শান্ত, সংযত, থিতিয়ে আসা শীর্ণ শোণিতধারায় এই উন্মাদ বন্যার বন্য আবেগ কোথা থেকে সঞ্চারিত হয়েছে? হায় যেরেমিয়া, এই রহস্যময়ী পৃথিবীর অনেক রহস্যই তো তোমার জানা নেই।

যেরেমিয়া কেঁদে উঠলেন প্রভু, আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও। শত্রু যে আমার ভেতরেই সংগোপনে বাসা বেঁধে আছে। আমি তার সঙ্গে কেমন করে লড়াই করব, তা-

BanglaBook.org

যে আমি জানি না। প্রভু, তুমি কোথায়, এ দুর্দিনে আমাকে ছেড়ে যেও না। প্রভু সে কথার কোন উত্তর দেন না।

হঠাৎ একটা প্রবল নাড়া খেয়ে তাঁর স্বপ্ন-দেখা ভেঙ্গে গেল। এবেদমেলেফ এসে সংবাদ দিয়ে গিয়েছে যে, ক্যালদীয়েরা বিপুল বাহিনী নিয়ে আবার হানা দিয়েছে। এবার শুধু তারাই নয়, প্রতিবেশী আরও কয়েকটি জাতি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। য়াহুদার নগরের পর নগর তাদের আক্রমণে ধসে পড়েছে। জেরুজালেম অবরুদ্ধ। এমন দ্রুত ও সম্মিলিত আক্রমণের মুখে নগরের নিঃশেষিত প্রায় খাদ্যভাণ্ডার পূর্ণ করে তোলবার সুযোগ পাওয়া যায় নি। এবার আর নিষ্কৃতি নেই।

যেরেমিয়া স্বপ্নশয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। প্রত্যক্ষ কঠিন বাস্তব তাঁকে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তুলেছে।

যেরেমিয়া বললেন ধ্বংসের দূত শৃঙ্গনিনাদ করে উঠেছে। অভিশপ্ত নগরী, এইবার মহাসংহারের জন্য প্রস্তুত হও।

BanglaBook.org

কুড়ি

অবরোধের কিছু দিন পরে। নপুংসক এবেদমেলেফ রাত্রিবেলা যে-সময় যে-ভাবে এসে থাকে, আজও তেমনি এল। কিন্তু আজ সে একা নয়। তার পেছন পেছন আর একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। এমন তো কখনও হয় না। যেরেমিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে নবাগতের দিকে তাকালেন। বিস্ময়ের আরও কারণ ছিল। নবাগতের মুখের উপর একটা আবরণ, দেখে চিনবার যো নেই।

ছদ্মবেশী অবনত মস্তকে যেরেমিয়াকে অভিবাদন জানালেন। মুখের আবরণ উন্মোচন করবার পর কারাপ্রকোষ্ঠের বাতির ক্ষীণ আলোকেও যেরেমিয়া তাঁকে চিনতে পারলেন। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন রাজা যেদেকিয়া?

ঃ সেই হতভাগ্যই আপনার নিকট উপস্থিত। নবী, আপনার মঙ্গল তো?

ঃ হ্যাঁ, এখনও জীবিত আছি।

ঃ নবী, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না, আমি অনুপায়।

ঃ তা, আমি জানি রাজা। আমি কিন্তু মনে মনে আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ঃ আমার কথা? তা হলে হয়তো প্রভুই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। বলুন, এই বিপদ থেকে নিস্তারের পথ কি?

ঃ নিস্তার? নিস্তারের কোন পথ নেই। আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি না, জেরুজালেমের ধ্বংস অনিবার্য ও পূর্বনির্ধারিত! বাবিলের গ্রাস থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রভুর বিধান অলংঘ্য।

ঃ পিতা সন্তানের অপরাধে ক্রুদ্ধ হন, আবার সেই পিতাই কি তার কাতর ক্রন্দনে বিগলিত হয়ে তাকে মার্জনা করেন না? আপনি বলুন, আমরা কি করে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করতে পারব।

ঃ না, ইহুদীয় সীমাহীন অপরাধের মার্জনা নেই। রাজা, পরিণামকে যদি আরও ভয়াবহ করে তুলতে না চান, তা হলে আমি বলছি, এখনও বাবিলের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। এখনও যদি আত্মসমর্পণ করেন, হয়তো নাগরিকদের উপর অত্যাচারের মাত্রাটা কম হবে, রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদের মর্যাদা রক্ষিত হবে, হয়তো বা আপনিও প্রাণে বাঁচবেন।

ঃ কিন্তু তা-যে হবার উপায় নেই। মন্দির-কর্তৃপক্ষ বা অধ্যক্ষগণ তাতে রাজী হবেন না। তাঁরা-যে বড় আশায় মিসরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। আর তাঁদের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, সে-শক্তি কি আমার আছে? আজ আপনার কাছে আমার গোপন করবার কিছুই নেই, আপনি যেমন এই কারাগারে বন্দী, আমিও তেমনি বন্দী আমার ওই স্বর্ণ-সিংহাসনে। আপনি আমার অবস্থাটা বুঝে দেখুন।

BanglaBook.org

বলতে বলতে রাজা যেদেকিয়ার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। সমবেদনায় যেরেমিয়ার মনটাও ভারী হয়ে উঠল।

ঃ তাই যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার আর বলবার কিছুই নেই।

রাজা কপালে করাঘাত করে বললেন : হ্যাঁ, এইটাই সত্য। বলবার কিছু নেই, করবার কিছু নেই, ঘটনার পর ঘটনা ঘটে চলবে, আর আমি দর্শকের মত তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব। কিন্তু একটা কথা। আমি-যে আপনার কাছে এসেছিলাম, আমি-যে এসব কথা বললাম, এ যেন আর কারুর কানে না যায়। রাজার মত হতভাগ্য আর কেউ আছে কি না আমি জানি না।

ঃ না, এ কথা আর কেউ জানবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

রাজা চলে গেলেন। যেরেমিয়া স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন। রাজার অসহায় আর্তকণ্ঠ তাঁকে অভিভূত করে ফেলেছে। যেরেমিয়া, যেরেমিয়া, এ তোমার কি হয়েছে? পাষাণ ভেঙ্গে কোমলতার নির্ঝর বেরিয়ে আসতে চাইছে। এবারকার কারাগারের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা কঠোরপ্রাণ নবীকে মানুষের পর্যায়ে নিয়ে আসছে। তাঁর হৃদয়মন্দির ছেড়ে প্রভু কোথায়-যে গেলেন, আর সেই সুযোগে মানুষ সেখানে গিয়ে প্রবেশ করছে।

দিনের পর দিন যায়, অবরোধ চলছেই। শত্রুদের ওঠবার নাম নেই, দিব্যি জাঁকিয়ে বসে আছে। প্রাচীরের বাইরে তাঁবুর পর তাঁবু খাটিয়ে তারা রীতিমত ঘরসংসারী শুরু করে দিয়েছে। তাদের কোন কিছুরই অভাব নেই। সমস্ত য়াহুদা লুণ্ঠন করে ভারে ভারে ফসল আসছে, খাদ্য আসছে, পালে পালে বৃষ, ভেড়া আর ছাগ আসছে, দুগ্ধবতী গাভী আসছে। পাকশালে ধোঁয়া উঠছে, উঠছেই। তন্দুরে রুটি সেঁকা হচ্ছে, স্তূপীকৃত মাংস আগুনে ঝলসানো হচ্ছে। সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে।

গ্রামের ইহুদীরা দলে দলে বেগার খেটে মরছে। তারা কাঠ কাটছে, জল টানছে, বোঝা বইছে, ক্যালদীয় সৈন্যদের অঙ্গ সংবাহন করছে। আর আসছে দলে দল মেয়ে। গ্রামের ইহুদী মেয়েদের ধরে এনে সৈন্যদের ক্ষুধার্ত মুখের সামনে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সুন্দরী-অসুন্দরী, কচি-কিশোরী, যুবতী-প্রৌঢ় সবাই এসে যাচ্ছে। সৈন্যদের অত সূক্ষ্ম রুচি আর বাছ-বিচার নেই। ক্ষুধার মুখে সবই ভাল লাগে।

বাবিল থেকে দেব-বিগ্রহেরাও এসেছেন তাঁদের আশীর্বাদ বহন করে। সব দেবতার বড় দেবতা বালমেরোডাকের পুজোর জন্য অস্থায়ী মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। দেবতাদের ভোগের জন্য দলে দলে বলির পশু উৎসর্গ করা হচ্ছে। বালমেরোডাক সর্বশক্তিমান। কোন জাতির কোন দেবতা তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না। বহুবার বহু রণক্ষেত্রে এই সত্য পরীক্ষিত হয়ে গেছে। তাঁর সেবকেরা পরাজয় কাকে বলে জানে না।

মাঝে মাঝে এই একঘেয়ে অবস্থার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার জন্য দু'পক্ষে কিছু কিছু তীর আর বর্শা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়ে থাকে। কিন্তু দু'পক্ষই জানে

BanglaBook.org

এগুলো কিছুই নয়, আসল কথা ধৈর্য। লড়াই ধৈর্যের লড়াই। কিন্তু প্রাচীরের বাইরে ক্যালদীয়দের প্রাচুর্যে ভরা সহজ জীবন। স্বদেশে মাংস আর মেয়ে এত সুলভ নয়। কাজেই তাদের ধৈর্যের অভাব নেই। এদিকে প্রাচীরের এপারে জেরুজালেমে খাদ্যের ভাণ্ডার নিঃশেষিত। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। নগরবাসী অনাহারে মরতে শুরু করেছে। তারা এভাবে আর কত দিন ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে? নগরের সংকটজনক অবস্থা অবরোধকারীদের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তাই তারা নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটায়।

কারাগারে যেরেমিয়ার কাছে সমস্ত সংবাদই আসে। মুমূর্ষু জেরুজালেমের হৃৎপিণ্ডের অন্তিম আছড়ানি তিনি অনুভব করতে পারেন। মিসরের কাছে সাহায্যের জন্য প্রথমেই বার্তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কোন সাড়া নেই। তাদের পথের দিকে চেয়ে চেয়ে প্রতীক্ষারত লোকগুলোর চোখে ক্লান্তি ধরে গেছে। এখন আর তারা সেদিকে তাকায় না। অবশেষে একদিন এবেদমেলেফ এসে সংবাদ দিল, সময় আসন্ন, মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে উঠেছে। নগরের দ্বার খুলতেই হবে। তা না হলে কেউ বাধা মানবে না, তারা নিজেরাই খুলে দেবে।

এর দু'দিন বাদেই রাত্রিশেষে যেরেমিয়া সচকিত হয়ে জেগে উঠে বসলেন। কে যেন তাঁকে ঘুম থেকে হিঁচড়ে টেনে তুলেছে। ও কিসের শব্দ গো, যেন বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জল ঢুকছে। একটা বিকট কোলাহল দূর থেকে ক্রমেই কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এবার একেবারে কারাগারের বাইরেই এক সঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শোনা গেল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই কাদের বুকফাটা আর্তনাদ। যেন দলে দলে লোক প্রাণভয়ে ছুটে চলেছে। কোথায় চলেছে ওরা? কি যেন ভেঙ্গে পড়ল, কি যেন ধসে পড়ছে, কি যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার মুহুর্মুহু বজ্রপাতের মত শব্দ হচ্ছে। সমস্ত নগর জুড়ে এ কোন্ দৈত্যের তাণ্ডব চলেছে! এমনি করে রাত্রিটা কেটে গেল। তারপর সারাদিন এমনই চলল। এই মহাতাণ্ডবের যেন আর শেষ নেই। থেকে থেকে সমস্ত নগরটাকে ধরে কোন দৈত্য যেন ঝাঁকুনি মারছে।

যেরেমিয়ার কম্পিত কণ্ঠ থেকে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল প্রভু, প্রভু, তোমার অভিসম্পাত কি অবশেষে সত্যসত্যই নেমে এল।

কারাগার ছেড়ে প্রহরীরা পালিয়েছে। কয়েকজন বন্দী ছাড়া জনমানুষের চিহ্ন মাত্র নেই। খাওয়ার সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ খাবার নিয়ে এল না। জলটুকু পর্যন্ত না। সারাদিন অনাহারে কাটল। রাত্রিবেলা চোখে ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে চোখের পাতা বুজে আসতে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই কাদের তীক্ষ্ণ বুকফাটা কান্নার শব্দে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। জেগে জেগেও কানের কাছে শুধু কান্না, শুধু কান্নার শব্দই শোনেন। একি সত্য, না কল্পনা? দীপহীন অন্ধকার কারাকক্ষে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, এক ক্ষতবিক্ষতদেহ উলঙ্গিনী নারী দু'হাতে আপনার মাথার চুল ছিঁড়ছে, বুকে ঘন ঘন করাঘাত করছে, আর ঊর্ধ্বে তারাখচিত আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ণকণ্ঠে হাহাকার করছে।

এইভাবে দুই দিন দুই রাত্রি কেটে গেল। যেরেমিয়া ভাবলেন, কে জানে, হয়তো

BanglaBook.org

বা এখানেই জীবন্ত সমাধি ঘটে যাবে। কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, অনাহারে তিলে তিলে শুকিয়ে মরতে হবে। দু'দিন ধরে পেটে একটি দানা পড়ে নি, এক বিন্দু জল না। কারা প্রকোষ্ঠে অসহ্য গরম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে আসছে। —প্রভু, এ সংকটে তুমি কোথায়?

আরও একদিন কাটল। যেরেমিয়া আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলেন। কখন চোখের পাতায় একটু ঘুম নেমে এল। কোথায় যেন ঝরনার জল ঝরছে—ঝিরঝির, ঝিরঝির, ঝিরঝির! কোথা থেকে একটা পাখী মিষ্টি সুরে গান গাইছে। সেই বহু পেছনে ফেলে-আসা ছোট্ট বেলায় এই পাখীর গান তিনি শুনেছেন, তারপর আর শোনেন নি। শুনতে পেলেন কে যেন তাঁর শিয়রের কাছে ঘুমপাড়ানী সুরে গান গাইছে। এমন সময় তিনি যেন চোখ মেলে চাইলেন। কি দেখলেন? দেখলেন, তিনি ছোট্ট যেরেমিয়া, তাঁর মায়ের কোলে শুয়ে স্তন্যপান করছেন। মা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর হাত থেকে স্নেহ ঝরে পড়ছে। কি সন্দুর মায়ের মুখখানি! মায়ের কোমল বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে স্তন্যপানে বিভোর যেরেমিয়া বলে উঠলেন—"মা, তুমি কি সুন্দর!"

—মা হাসলেন। যেন এক টুকরো জ্যোৎস্না খসে পড়ল। যেরেমিয়া মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। একি, মায়ের মুখখানি যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে।আরও, আরও, আরও—ও কে, জিল্লা না? হ্যাঁ, জিল্লাই তো। পূর্ণযৌবনা সপ্তদশী জিল্লার কোমল কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ তরুণ যেরেমিয়া। —এই নরম দু'টি হাতের বজ্রবাঁধন তাঁকে ক্রমেই অভিভূত করে ফেলছে। বিজয়িনী জিল্লা। তার ঠোঁটে বিদ্রূপ মাখানো তীক্ষ্ণমধুর হাসি। অমন হাসি হেসে কি বলছে জিল্লা? বলছে—ওরা নিরুদ্দেশের যাত্রী, এবার তুমি ফিরে এসেছ। কোথায় যাবে তুমি? ওরে আমার বন্দী পাখী, এইখানেই তোমার বাসা বাঁধতে হবে।

ঝন্‌ন্‌-ঝন্‌ন্‌-ঝনাৎ! যেরেমিয়া চমকে জেগে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসলেন। কোথায় গেল জিল্লা? ও কিসের শব্দ? এই অন্ধকার ঘরে এ কিসের আলো এসে পড়েছে? অবাক হয়ে দেখলেন কারাকক্ষের বন্ধ দরজাটা খুলে গেছে। দশ বারো জন সৈনিক ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। তাদের পোশাক দেখে যেরেমিয়া বুঝলেন যে, তারা ক্যালদীয় সৈনিক। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট ধরনের একজন এগিয়ে এসে সম্ভ্রমের সঙ্গে অরামীয় ভাষায় প্রশ্ন করলেন আপনি কি যেরেমিয়া?

যেরেমিয়া উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, আমিই যেরেমিয়া।

ঃ আপনি এখন মুক্ত, কিন্তু আপনাকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে।

ঃ আপনাদের সঙ্গে? কোথায়?

ঃ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমরা কে? আমাদের সেনাপতি নেবুজার-আদান এখন রামাহতে অবস্থান করছেন। সেখানে আপনার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। আপনার সঙ্গে দেখা করা তাঁর বিশেষ প্রয়োজন।

ঃ প্রয়োজন? আমার সঙ্গে?

ঃ হ্যাঁ, আপনার সঙ্গেই।

BanglaBook.org

যেরেমিয়া ক্যালদীয় সৈনিকদের সঙ্গে কারাগারের বাইরে বেরিয়ে এলেন। এ কি, এ কি দৃশ্য! চমকে উঠলেন যেরেমিয়া। এ কোথায় এসেছেন তিনি? এ কোন্ দেশ? কোথায় গেল জেরুজালেম? জেরুজালেম নেই, নেই, কোথাও নেই। যেই দৃঢ় ও উচ্চ প্রাচীরের জন্য জেরুজালেম দুর্ভেদ্য বলে আখ্যাত, সেই প্রাচীর ওরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এখনও ভাঙ্গছে? কারা ভাঙ্গছে? ক্যালদীয় সৈন্যদের নির্দেশে জেরুজালেমের নাগরিকেরা নিজেরাই তাদের প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলছে। যেন রমণীর গা থেকে তার আচ্ছাদন কেড়ে নিচ্ছে। তার লজ্জা বাঁচাবার উপায় নেই। কোথায় গেল প্রভুর মন্দির? মন্দির অদৃশ্য হয়ে গেছে। খালি জায়গাটা খাঁ খাঁ করছে। আর মন্দিরের স্মৃতিচিহ্নের মত একরাশি অঙ্গার ও ভস্ম স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে।

শৈশব থেকে এ পর্যন্ত যে-নগরীর সঙ্গে তিনি পরিচিত, কোথায় সেই নগরী? সুরম্য গৃহগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। যেদিকে তাকাও, দেখ, বাতাসে শুধু ছাই উড়ছে। কিছু দূরে গিয়েই থমকে দাঁড়ালেন যেরেমিয়া। আর তিনি এগোতে পারেন না। পথের এধারে ওধারে, সামনে রাশি রাশি মৃতদেহ পড়ে আছে। আর মাংসভুক শকুনিগুলো তাদের নিয়ে টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি করছে। দুর্গন্ধে বাতাস ছেয়ে গেছে। হায় যিহোবা, এ তুমি কি দেখালে? যেরেমিয়ার মাথাটা কেমন করে উঠল। পা টলতে লাগল। চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এল, তিনি কাঁপতে কাঁপতে দুই হাতে মাটি ধরে বসে পড়লেন।

॥ নবী, তোমার ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে পূর্ণ হয়েছে।

BanglaBook.org

একুশ

রাজা যেদেকিয়ার রাজত্বের একাদশ বর্ষের চতুর্থ মাসের নবম দিবসে প্রভুর নগরী জেরুজালেমের পতন ঘটল।

রাজা, অধ্যক্ষগণ ও মন্দির-কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হলেন যে, নগরের দ্বার খুলে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নয়তো এ দ্বার আপনি খুলে যাবে, শত বাধা দিয়েও ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। ক্যালদীয়েরাও খবর পেয়ে গেছে, আত্মসমর্পণের দিন আসন্ন। তাই যেরূশালেমের উচ্চপর্যায়ের অধ্যক্ষগণ সবাই উপস্থিত। সমগর-নেবো, সর সেকিম, নারগেল-কারেজের, রব-সারিস, রবমগ এবং আরও অনেকেই নগরের মধ্যম দ্বারে এসে জমায়েত হয়েছিলেন।

রাজা যেদেকিয়া অন্ধকার রাত্রিতে সদলবলে রাজোদ্যানের পথ দিয়ে এগিয়ে দুই দেয়ালের মাঝখানে যেই দ্বার, সেই দ্বার দিয়ে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লেন। তারপর বরাবর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁরা ছুটে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর বরাবর প্রান্তরের মধ্য দিয়ে তাঁরা ছুটে চললেন। কিন্তু যত সতর্কতার সঙ্গেই করুন না কেন, অবরোধকারীদের দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। শিকারী কুকুরের মত তারা পেছন পেছন ধাওয়া করল। রাজা যেদেকিয়া আর তাঁর দলবল যেরিকোতে গিয়ে তাদের হাতে ধরা পড়লেন।

বাবিলরাজ নেবুকাডনারাজ তখন হ্যামার্থ দেশের রিবলাহতে ছিলেন। সমস্ত বন্দীকে শৃঙ্খলিত করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। বাবিলরাজের আদেশে রাজা যেদেকিয়ার চোখের সামনেই তাঁদের পুত্রদের হত্যা করা হোল। কিন্তু অত সহজ মৃত্যু রাজা যেদেকিয়ার অদৃষ্টে ছিল না। নেবুকাডনাজার তাঁর দুই চোখ তুলে ফেলবার আদেশ দিলেন। তারপর তারা সেই দৃষ্টিশক্তিহীন হতভাগ্যকে নিয়ে বাবিলের পথে যাত্রা করল।

আর এদিকে বাকী ক্যালদীয় সৈন্যরা সেই খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে সমস্ত নগরে পঙ্গপালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা প্রথমেই মন্দির, রাজপ্রাসাদ ও ধনীদের ভবনগুলো লুটপাট করে একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলল। তারপর জেরুজালেমের বুক থেকে ইহুদীদের নাম-নিশানা মুছে ফেলবার জন্য তারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সব ছাই করল। মন্দির গেল, রাজপ্রাসাদ গেল, সব গেল। নগরের প্রাচীর ভেঙ্গেচুরে মিশমার করে দিয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হোল।

তারপর নগরবাসীরা পশুর মত বাবিলে চালান যেতে লাগল। নিতান্ত নিঃস্ব, নিঃসম্বল ও নগণ্য যারা তারাই শুধু বাকী রইল। বিজেতারা অবজ্ঞা করে তাদের ফেলেই চলে গেল। শ্রীহীন এই মানুষগুলো কোনমতে মাটি কামড়ে পড়ে রইল।

BanglaBook.org

বাইশ

ঃ যেরেমিয়া, বাবিলরাজের সেনাপতি নেবুজার-আদান আপনার সঙ্গে কথা বলছে। মহামহিম বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার আপনার নিকট যে-বার্তা প্রেরণ করেছেন, আপনাকে বিজ্ঞাপিত করার জন্য তাঁরা এই দাস আদিষ্ট হয়েছে।

ঃ আমার মত সামান্য একজন লোকের নিকট বাবিলরাজ কি বার্তা প্রেরণ করতে পারেন, তাই ভেবে আমি বিস্ময় বোধ করছি।

ঃ আপনি সামান্য লোক নন, ইহুদীদের পক্ষেও নয়। যিহোয়াকিম, যিহোইয়াকীন ও যেদেকিয়া, এই তিন রাজার রাজত্বকালে আপনি যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে বাবিলনের সমর্থন ও সেবা করে এসেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। মহামহিম বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার সেই জন্যই তাঁর এই দাসের মারফত আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং আরও জানাচ্ছেন যে, তাঁর প্রতি আপনার এই ঐকান্তিক অনুরক্তি ও আনুগত্যের জন্য তিনি আপনাকে যথোচিত পুরস্কৃত করতেও ইচ্ছুক।

অপমানে ও উত্তেজনায় যেরেমিয়ার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

ঃ বাবিল সেনাপতি, আমি আপনাদের বন্দী। আমাকে যে-কোন কথা বলবার বা আমার সঙ্গে যে-কোন ব্যবহার করবার সুযোগ আপনার আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য যদি শুনতে চান, তা হলে আমি বলব, আমি এতকাল বাবিলরাজের সেবা করে এসেছি, আপনার এই কথা আমার পক্ষে শ্লাঘ্য নয়, অসত্যও বটে।

যেরেমিয়ার উষ্মা দেখে নেবজার-আদান কৌতুক বোধ করে মনে মনে হাসলেন।

ঃ যেরেমিয়া, আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমি বিদেশী, অরামীয় ভাষায় আমার পারদর্শিতা স্বভাবতই কম। কাজেই কোনরূপ শব্দ প্রয়োগের বিচ্যুতি অস্বাভাবিক বা সম্ভাবনার অতীত নয়। তবে এ সম্পর্কে কোন প্রশ্নই ওঠে না যে, আপনি দীর্ঘকাল ধরে জেরুজালেমে বসে আমাদের মিত্রোচিত কার্যই করে এসেছেন।

ঃ কি রকম? আমি বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলুন।

ঃ আপনি। এতদিন ধরে আপনার বাণীর মধ্য দিয়ে জেরুজালেমের অধিবাসীদের মনের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে যে-ভীতি, দ্বন্দ্ব ও নিরাশার মনোভাবের সৃষ্টি করে এসেছেন, তাতে আমরা লাভবানই হয়েছি। আপনি, আপনার বন্ধু অহিকম এবং আপনার অনুবর্তীরা এইভাবে নগরের প্রতিরোধের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়তা করেছেন। বাবিল আর জেরুজালেম, উভয় পক্ষই এ কথা স্বীকার করবে।

BanglaBook.org

ঃ বাবিল সেনাপতি, আমি যিহোবার সেবক। আমি যা কিছু করেছি, যিহোবার নির্দেশ মতই করেছি। বাবিলের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য আমার কোন দিনই ছিল না।

নেবুজার-আদান ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললেন আপনাদের যিহোবাকে নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। সে আপনাদের নিজস্ব ব্যাপারে কিন্তু আপনি এবং আপনার বন্ধু অহিকম স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের জন্য যা করেছেন, তার স্বীকৃতি আমরা অবশ্যই দেব। আমরা জানি এজন্য আপনাকে একবার মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং একাধিকবার কারাবাসও করতে হয়েছে। কিন্তু তবু আপনি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। আমরা সমস্ত খবরই রাখি। কিছু দিন আগে বাবিলে নির্বাসিত ইহুদীদের মধ্যে যখন একটা বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল, তখন বাবিলরাজের প্রতি অনুগত হয়ে চলবার জন্য নির্দেশ দিয়ে আপনিই কি তাদের কাছে একটি লিপি প্রেরণ করেন নি? আমরা কোন কথাই ভুলে যাই নি।

চিঠির প্রসঙ্গটা উঠতেই যেরেমিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। এই চিঠিটার ব্যাপারে অনেক কথাই শুনতে হয়েছে : এ কিন্তু আপনারা ভুল করেছেন। আমি যা কিছু করেছি জাতির মঙ্গলের জন্যই করেছি, আপনাদের সাহায্যের জন্য নয়।

ঃ তাই নাকি? ভারি মজার কথা তো। আপনার জাতির মঙ্গলের জন্য আপনি দেশকে শত্রুর হাতে তুলে দিবেন? ইহুদীদের যিহোবার এইটাই কি বিধান নাকি? কিন্তু আপনারা যদি আমার দেশের নাগরিক হতেন, আমি একটু খোলাখুলিভাবেই বলছি, তবে আপনারা যা করেছেন, তার জন্য আপনাদের অবশ্যই প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হোত। কিন্তু যেহেতু আপনি শত্রুপক্ষর লোক, সেহেতু আপনার সেই কাজটাই আমাদের কাছে পুরস্কৃত হবার যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। মহামহিম বাবিলরাজ জানাচ্ছেন, আপনি যদি বাবিলে গিয়ে বসবাস করতে সম্মত থাকেন, তবে তিনি খুবই সুখী হবেন। আপনি সম্মানিত রাজ-অতিথির মর্যাদা নিয়ে সেখানে বাস করতে পারবেন।

ঃ আপনাদের মহামহিম বাবিলরাজ যদি ইচ্ছা করেন, আমাকে স্বচ্ছন্দে বন্দী করে বাবিলে নিয়ে যেতে পারেন। তাতে বাধা দিতে পারি, এমন শক্তি কি আমার আছে? আর আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করেন, তা হলে আমি বলছি॥আমি প্রভুর পথাশ্রয়ী দাস। রাজকীয় সমাদর আমার সহ্য হবে না।

সেনাপতি বললেন, আপনার কথা থেকে আমি এইটাই বুঝলাম যে, আপনি বাবিলে যেতে চান না। বেশ তো বলুন আপনি তবে কি চান? মহামহিম বাবিলরাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে বলছি, আপনি আপনার স্বদেশে যে-পরিমাণ শস্যপ্রসূ জমি চান, আপনাকে তাই বন্ধু সুলভ উপহার দেওয়া হবে।

ঃ বাবিল-সেনাপতি, আপনাদের নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিস্ময় ও আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আপনাদের এই বিভীষিকাময়ী রক্তাক্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। আপনারা জেরুজালেমের বুকের মণি আমাদের প্রভুর মন্দিরকে ভস্মসাৎ করেছেন, তার প্রাচীরকে ধ্বংস করে দিয়ে নগরীকে শূন্যতায় নিক্ষেপ করেছেন, নির্দোষ ও অসহায় নাগরিকদের হত্যা করে আপনাদের রক্তপিপাসা চরিতার্থ করেছেন, আর যারা বেঁচে আছে সেই হতভাগ্যদের তাদের মাতৃভূমির বুক থেকে উচ্ছন্ন করে পশুর মত

BanglaBook.org

দলে দলে বেঁধে নিয়ে গিয়েছেন। আর আপনাদের মহামহিম বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার নিজের দর্শন সুখের জন্য হতভাগ্য রাজা যেদেকিয়ার দুই চক্ষু উৎপাটন করেছেন। আর তাতেও নিবৃত্ত না হয়ে এখন আমাকে বন্ধুসুলভ উপহার দিতে এসেছেন। কিন্তু কেন আমার উপরে এই অযাচিত অনুগ্রহ? কি পুরস্কার চাই? দিন তবে, এই মুহূর্তেই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন। দেবেন পুরস্কার? আমার দুর্ভাগা ইহুদীয় ভাইবোনদের রক্তমাখা আপনাদের ওই কলঙ্কিত হাত থেকে এই পুরস্কারই আমার প্রার্থনীয়।

সেনাপতি নেবুজার-আদানের চোখে বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলা করে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তিনি আপনাকে সংযত করে নিয়ে বললেন যেরেমিয়া, আপনার ধৃষ্টতা অপরিসীম। কিন্তু আমার ধৈর্যও অসীম। আপনার এই প্রার্থনা আমি সানন্দেই পূর্ণ করতাম। আমার স্বদেশ ও স্বজাতির কুৎসাকারী মুখকে চিরতরে বন্ধ করে দিতে আমি একটুও ইতস্তত করতাম না। কিন্তু কি করব, আপনার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। তবে আমি আপনার এই আবেদন যথাস্থানে, যথাসময়ে পৌঁছে দেব। কিন্তু আমি ভাবছি এত গর্ব, এত তেজ আর জাতির জন্য এত দরদ এতদিন কোথায় ছিল? যেরেমিয়া, আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন। ইহুদী জাতি সম্পর্কে গত কুড়ি বছর ধরে আপনি এই একই ভবিষ্যদ্বাণী করে আসেন নি কি?

ঃ আপনি যথার্থই বলেছেন। আমি যা ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলাম, সত্য সত্যই তা ফলেছে। কিন্তু তাই দিয়ে আপনাদের হাতের কলঙ্ক ঢাকা পড়ে না।

ঃ ক্যালদীয় জাতি বীর। শত্রুর রক্ত তার হাতের কলঙ্ক নয়, তা তার মর্যাদাই বৃদ্ধি করে। কিন্তু একটা কথা আপনি জানেন না। মহামহিম বাবিলরাজ নেবুকাডনারাজ আপনার বন্ধু অহিকমের অতীত কার্যকলাপের কথা স্মরণ করে তাঁকেই য়াহুদার রাজপদে অভিষিক্ত করবেন-বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু নগরে প্রবেশ করবার পর জানা গেল তিনি নিহত। অতঃপর তাঁর পুত্র গেদালিয়াকে রাজপদে মনোনীত করা হয়েছে।

ঃ গেদালিয়া? সে কোথায়? বেঁচে আছে তো?

ঃ বেঁচে আছেন বইকি। তিনি মিজপাহতে আছেন। তিনি মহামহিম বাবিলরাজের এই অনুগ্রহ গ্রহণ করতে সানন্দে স্বীকৃত হয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

ঃ এ বিষয়ে আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করে আমাকে আর বিদ্রূপ করার প্রয়োজন কি সেনাপতি? আমার লাঞ্ছনার পাত্র কি এখনও নিঃশেষিত হয় নি? আমাকে দয়া করে জানিয়ে দিন আমি কি বন্দী?

যেরেমিয়ার কণ্ঠস্বর শুনে নেবুজার-আদান একটু বিচলিত হয়ে বললেন যেরেমিয়া, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে আঘাত করবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। মানুষ মানুষকে চিনবার সুযোগ কতটুকুই বা পায়, কতই না ভুল করে! আপনি মুক্ত। আপনি যেখানে খুশী স্বচ্ছন্দ মনে বিচরণ করুন।

যেরেমিয়া পথে বেরিয়ে পড়লেন। বাবিল-সেনাপতির কথাগুলো এখনও বিষাক্ত ছুরির মতই বিদ্ধ করে চলেছে! গত কুড়ি বছর ধরে তিনি বাবিলরাজের সেবা করে এসেছেন, ইহুদী জাতির মনোবল ভেঙ্গে চলেছেন আর বাবিলরাজের দক্ষিণ হস্তকে সবল করে এসেছেন! এ মিথ্যা কথা—জঘন্য মিথ্যা। কিন্তু কই, মন তো তবু নিষ্কৃতি

BanglaBook.org

পায় না। সন্দেহ, সংশয় থেকে থেকে কাঁটার মতই বাজতে থাকে। তাঁর চিরশত্রু পশহুর যখন দিনের পর দিন এই একই কথা প্রচার করেছে, তখন কই একথা তো তাঁর এতটুকু গায়ে লাগে নি। কিন্তু আজ বাবিল সেনাপতির কথাগুলোকে কিছুতেই গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারছেন না।

—প্রভু, প্রভু, তুমি কোথায়? তুমি বল, নিজ মুখে বল, সোনার জেরুজালেমকে যারা ধ্বংসের হাতে তুলে দিয়েছে, আমি কি তাদেরই একজন? কিন্তু আমি তার কি জানি? তুমি আমাকে যা বলতে বলেছ, আমি তো শুধু তাই বলেছিলাম। তুমি আমাকে যা করতে বলেছ, আমি তো শুধু তাই করেছিলাম। তবে কেন এই সংশয়, কেন এই অনুশোচনা? প্রভু, তুমি তোমার হাতের প্রদীপটি তুলে ধর, আমি-যে অন্ধকারে!

কিন্তু কই, যেরেমিয়ার প্রভু তো কোন সাড়া দেন না। যেরেমিয়ার প্রভু কি যেরেমিয়াকে ছেড়ে চলে গেলেন? যেরেমিয়া চোখের জলে বুক ভাসান। তবু তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রভু তাঁর মাথায় হাত রাখেন না। যেরেমিয়ার চিরদিনের বন্ধু তাঁকে এই সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়ে রেখে কোথায় চলে গেলেন?

বিভ্রান্তের মতই ঘুরে ঘুরে মরতে লাগলেন যেরেমিয়া। পথের পর পথ, তার কোন শেষ নেই। কোথায় পৌঁছাবার জন্য তিনি চলেছেন, তার কোন দিশা নেই। রামাহ্ থেকে বিন্নামিন, বিন্নামিন থেকে ঘুরতে ঘুরতে শেষে জেরুজালেমে এসে পৌঁছালেন।

—সেই জেরুজালেম, ইহুদী জাতির গৌরব-সূর্য যেখানে অস্ত গেছে। দেখ তোমার নিজের হাতের কীর্তি দেখ—যেরেমিয়া নিজেকেই নিজে ডেকে বললেন। প্রথমেই জিল্লার কাছে গেলেন। অহিকমের মৃত্যুর পর এই তাঁদের প্রথম দেখা! জিল্লাকে দেখে চমকে উঠলেন। এ কেমন হয়ে গেছে সে? চেনাই যায় না। শুকিয়ে গেছে সেই আনন্দের প্রস্রবণ।

দু'জনে মুখোমুখি বসলেন। সময় কেটে যেতে লাগল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত যেরেমিয়াই প্রথম নিঃশব্দতা ভঙ্গ করলেন : জিল্লা, ভাল আছ তো?

ঃ এর না ভাল থাকা!

ঃ জিল্লা, শুনেছিলাম বাবিলরাজ গেদালিয়াকে য়াহুদার রাজা বলে মনোনীত করেছেন, এ কথা কি সত্য?

জিল্লা দুই হাতে মুখ ঢাকলো। মাথা নেড়ে বলল : হ্যাঁ, সত্য।

ঃ তুমি কি এতে সুখী হও নি?

ঃ সুখী? তুমি বলছ কি যেরেমিয়া! আমার কি আর সুখ আছে? তুমি কি জান না যে, আমার গেদালিয়া আর নেই।

এ কেমন কথা! চমকে উঠলো যেরেমিয়া নেই? কোথায় গেছে গেদালিয়া?

ঃ তাকে হত্যা করেছে।

যেরেমিয়া চেঁচিয়ে উঠলেন হত্যা! কে হত্যা করেছে? ক্যালদীয়েরা?

ঃ না, না, ওরা নয়, ওরা নয়। সে আমাদের ইহুদীদেরই একজন। এই রাজকুলেরই এক বংশধর—নেথালিয়ার পুত্র ইসমাইল। গেদালিয়া, তখন মিজপাহতে

BanglaBook.org

ছিল। সেখান থেকে লোক মারফত আমাকে চিঠি পাঠাল। সে চিঠি তুমি শুনবে যেরেমিয়া?

ঃ কোথায় সে চিঠি?

ঃ এই-যে, এই আমার বুকের কাপড়ের তলায়। ওটি প্রায় সময়ই এইখানেই থাকে। আমার গেদালিয়ার শেষ স্মৃতি, ওর হাতের স্পর্শ মাখা! যেরেমিয়া, চিঠি পড়ছি শোন,—"মাগো, ও আমার মা মণি, অনেক দিন তো তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করে আছ। বড় কষ্ট হচ্ছে, না? সে কি আমি বুঝি না? সে কষ্ট-যে আমারও। কতদিন তোমার মুখের একটু চুমা খাই না, মা! আর ক'টা দিন অপেক্ষা কর মা। হাতের কাজগুলো একটু গুছিয়ে নিয়ে, আমি এই এলাম বলে। তোমার কাছে এ খবর গিয়ে পৌঁছেছে কি না জানি না, বাবিলরাজ নেবুকাডনাজার আমাকে য়াহুদার রাজা বলে মনোনীত করেছে। প্রথমে বাবাকেই ওরা মনোনীত করেছিল, পরে যখন জানল যে, তিনি নেই, তখন তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাকেই মনোনয়ন করল। আমি জানে না, তুমি এটাকে কিভাবে নেবে, কিন্তু তোমাকে সত্যি করে বলছি মা, আমার একটুও ভাল লাগছে না। এ আমার সহ্য হয় না। তুমি তো জান আমি কি হতে ভালবাসি, কি করতে ভালবাসি, কাদের সঙ্গে চলতে ভালবাসি। আমার কোন কথা কি তোমার কাছে অজানা আছে মা? তুমি তো শুধু মা নও, তুমি-যে আমার বন্ধুও।

—কিন্তু যারা আমার সাথী, যাদের নিয়ে আমার জীবন, তারা সবাই বলছে এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেতে। এতেই নাকি ভাল হবে। কিন্তু আমার মন বলছে, এতে কখনও ভাল হতে পারে না। চিন্তার সংঘর্ষে সংঘর্ষে কি করে-যে দিনগুলো কাটল! এমন সময় সঠিক পন্থা নির্দেশ করতে পারত যে, সেই বন্ধু য়ুসুফ আজ নেই। ওরা তাকে হত্যা করেছে। ক্রীতদাস বিদ্রোহের দিন যে পাঁচজন নেতাকে আলোচনার জন্য ডাক দিয়েছিল, সে ছিল তাদের মধ্যে। ওরা বিশ্বাস ভঙ্গ করে সেই পাঁচজনকেই হত্যা করেছিল। সেদিন প্রতিহিংসায় আমার বুক পাথরের মতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আজ তা ভেঙ্গে জল হয়ে গিয়েছে। কার উপর আর প্রতিহিংসা নেব? বড় আর ছোট সবই-যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে মিশে গেছে।

—আমার বন্ধুরা সবাই একবাক্যে বলল, বাবিলরাজের এই প্রস্তাব গ্রহণ কর। শুধু তো তারাই নয়, দলে দলে ইহুদী ভাইয়েরা আমায় এসে অনুরোধ করতে লাগল, এই সুযোগ ফিরিয়ে দিও না। তুমি যদি রাজী না হও, ওরা হয়তো আমাদের উপর পরজাতীয় শাসনকর্তা চাপিয়ে দেবে। তখন আর দুর্গতির অবধি থাকবে না! একবার বাগে পেলে এই ইহুদী-বিদ্বেষী পরজাতীয়েরা ইহুদী জাতিকে আর কোনদিন মাথা তুলতে দেবে না। শেষ পর্যন্ত এত লোকের কথা আমি ঠেলতে পারলাম না। আমার নিজের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও আমি রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতেই লাগল। এখনও চলছে—ভাল করলাম, না মন্দ করলাম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ছে, বন্ধু য়ুসুফ যদি থাকতো, তার কাছ থেকেই আমি সত্যিকারের পথের সন্ধান পেতাম। তার মত জ্ঞানী আমি কাউকেই দেখি নি।

—যে জ্ঞানে, বুদ্ধিতে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচু ছিল, আমরা কেউ তার নাগাল

BanglaBook.org

পেতাম না। সবাই তার মূল্য বুঝত না। আমি তাকে চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তাই আমি তাকে কোনদিন ভুলতে পারব না।"

ঃ যুসুফ কে, জিল্লা? আমি তো তাকে চিনতে পারছি না। যেরেমিয়া প্রশ্ন করলেন।

ঃ ক্রীতদাসদের একজন নেতা।

ঃ ক্রীতদাস? একজন ক্রীতদাস-সম্পর্কে এমন করে...

ঃ হ্যাঁ, এমন করে কেউ বলে না। কি-যে কথা, যা কেউ বলে না, এমন অনেক কথা আমার গেদালিয়া বলত। আমি-যে সব বুঝতে পারতাম, তা নয়, কিন্তু আমার শুনতে বড় ভাল লাগত। যেরেমিয়া, চিঠি শেষ হয়ে এসেছে, শেষ ক'টা লাইন শোনো।

—"মা, যুসুফের কথা উঠলেই আমি অনেক কথা বলে ফেলি; আমার আর কথা ফুরোতে চায় না। এতে তুমি আবার কিছু মন কর না তো? কিন্তু তোমার কাছে না বললে কার কাছে বলব? এ-কথা তো সবাই শুনতে চায় না। মা, যুসুফ আমাকে অনেক কিছুই নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে। সেই দৃষ্টি নিয়েই আমি আমাদের এই ভাঙ্গাচোরা, জীর্ণ আর রক্তমাখা সমাজে বসে—আর একটি অপরূপ সুন্দর সমাজের স্বপ্ন দেখি, যে-স্বপ্ন একদিন সত্য হয়ে উঠবে। এত দুঃখ, এত ব্যথা, এত অশ্রু, এত রক্ত—তার মাঝখানে বসেও আমি আমার স্বপ্নলোকের স্বাদ-গন্ধ অনুভব করি। এসব কথা শুনলে লোকে পাগল বলে হাসবে, না মা? হাসবে, আমি জানি। তাই তো এসব কথা সবার কাছে বলি না। দু'এক জনের কাছে বলি, তাও কানে কানে বলি। সেই দু'এক জনের মধ্যে একজন তুমি। আজ এখনই উঠতে হচ্ছে। বড় ব্যস্ত। যাই তবে।.....আর, আর শোন মা, সারাকে আমার কথা বোলো। আর ওকে দেখো।....."

ঃ সারা? সারা কে, জিল্লা?

ঃ আমাদের একটি ক্রীতদাসী।

ঃ ক্রীতদাসী? শুধু ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসী। গেদালিয়া ওদের মধ্যে কি দেখতে পেয়েছে জিল্লা?

ঃ সে তুমি বুঝবে না যেরেমিয়া। আমিই কি বুঝি? আমিও ঠিক বুঝি না। তা ছাড়া গেদালিয়া—যে সারাকে বড় ভালবাসত। কিন্তু সেও তো আজ নেই।

ঃ নেই? কেন, কি হয়েছে তার?

ঃ ক্রীতদাসদের হাঙ্গামার দিনে রাজপ্রাসাদের কাছে তাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু গেদালিয়া সে কথা জানত না?

ঃ হুঁ। তারপর, বল জিল্লা, গেদালিয়ার কথা বল।

ঃ বলছি। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু যেরেমিয়া, কই, আমার গেদালিয়া তো ফিরে এলো না। তার কাজ কি এখনও শেষ হয় না? কত তার কাজ? অবশেষে একদিন মিজপাহ্ থেকে তার এক বন্ধু এসে আমায় সংবাদ দিল, নেথালিয়ার পুত্র ইসমাইল আমার গেদালিয়াকে হত্যা করেছে।

BanglaBook.org

—যেরেমিয়া, আমার কি হয়েছে, আমি কাঁদতে পারি না। তুমি শুনে অবাক হবে, সেদিও আমি কাঁদি নি। স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত শুনলাম। নেথালিয়ার পুত্র ইসমাইল তার দশজন সঙ্গীসহ গেদালিয়ার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু তার সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। ফারারিয়ার পুত্র যোহানন গেদালিয়াকে ডেকে নিয়ে বলল, আপনি এ কী করছেন? এই হতভাগাদের কক্ষনো জায়গা দেবেন না। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পেরেছি আমোনীয়দের রাজা বালিম আপনাকে হত্যা করবার জন্য ওকে পাঠিয়েছে। আপনি আমাকে শুধু আদেশ করুন, কেউ জানবেও না, কেউ শুনবেও না, আমি ওকে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় দিয়ে দেব।

গেদালিয়া তার উত্তরে বলল, না, আমি তোমার একথা বিশ্বাস করি না। এ দুর্দিনে কোন ইহুদী কি কোন ইহুদীর উপর অস্ত্র তুলতে পারে? আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। এমন বিশ্বাস ভঙ্গের কাজ আমি কখনই করতে পারব না।

কিন্তু ফারারিয়ার পুত্র যে-কথা বলেছিল, ঠিকই বলেছিল। একদিন গেদালিয়া আর তার বন্ধুরা সবাই যখন একসঙ্গে খেতে বসেছে, এমন সময় নেথালিয়ার পুত্র ইসমাইল আর তার দশজন সঙ্গী খোলা তরোয়াল নিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গেদালিয়া আত্মরক্ষা করবার সুযোগটুকুও পেল না।

জিল্লা থামল। আবার দু'জন চুপ করে রইল। ওদের সব কথা যেন শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঃ জিল্লা, ওরা সবাই চলে গেল, আমিই শুধু পড়ে রইলাম। বেঁচে থাকাটাও-যে কত বড় শাস্তি হতে পারে, এবার তা বুঝতে পারছি।

ঃ যেরেমিয়া, আমার কথাটা ভেবে দেখেছ?

ঃ তোমার কথা কি না ভেবে পারি? তোমার স্বামী নেই, পুত্র নেই, কেউ নেই। এই শূন্যপুরীতে তুমি কি নিয়ে থাকবে, শুধু মনের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে। চল জিল্লা, তোমাকে এ্যানাথোথে রেখে আসি। সেখান তোমার আপনজন যারা আছে, তাদের মধ্যে কিছুটা শান্তি যদি পাও।

ঃ না, যেরেমিয়া, না। অহিকম আর গেদালিয়ার স্মৃতিবিজড়িত এই গৃহ ছেড়ে আমি কোথায় যাব? আমি কেথাও যেতে পারব না।

ঃ এখানে কে তোমাকে দেখাশোনা করবে?

ঃ তুমি তো জান না যেরেমিয়া, আমার কত বন্ধু আজ আমাকে ঘিরে আছে। আমি-যে অহিকম আর গেদালিয়াকে হারিয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ি নি, সে শুধু তাদের মুখের দিকে চেয়েই। তারাই আজ আমার নয়নের আলো।

ঃ তারা কারা জিল্লা? আমি তো ভেবে পাচ্ছি না। কিছু কিছু নীচশ্রেণীর লোক ছাড়া জেরুজালেমে আর তো কেউ নেই।

ঃ তুমি ঠিকই বলেছ যেরেমিয়া। এরা ছাড়া এখানে আর আছে কে? পুরানো দিনের দাসদাসী, আর কিছু নিঃসম্বল দরিদ্র লোক। কিন্তু এরাই আজ আশ্রয়, এরাই বন্ধু। অহিকম দু'জন ক্রীতদাসের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়েছে। আর

BanglaBook.org

গেদালিয়া ছিল ক্রীতদাসের আপন মানুষ। এরা ছোট মানুষ তাই এরা কিছুই ভুলে যায় না। এরাই আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এদের মধ্যেই আমার অহিকম আর গেদালিয়ার স্মৃতি। এদের ছেড়ে আমি কোথায় যাব?

ঃ এদের আমি তোমার মত করে দেখতে পাই না কেন জিল্লা? সমস্ত মানুষের মাঝখানে থেকেও আমি কত দূরে সরে গেছি। আমি যেন মানুষের ভাষা ভুলে গেছি, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। এ দুস্তর ব্যবধান কেমন করে কাটবে?

ঃ যেরেমিয়া, তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, তুমি প্রভুর অনুগৃহীত মানুষ, তুমি জানতে চাইছ আমার কাছে? আমি বিদুষী নই, শাস্ত্রজ্ঞ নই, তবু আমি আমার সহজ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, তুমি প্রভুকে নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে যে, মানুষ কোনদিনই তোমার চোখে পড়ল না।

ঃ আর আজ তার কঠিন দণ্ড আমাকে বহন করতে হচ্ছে।

অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যেদিন আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন! অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যেদিন আমি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম আলোক দেখেছিলাম! কেন আমি জন্মেছিলাম? কেন ওই অগ্নিমুখী অভিশাপ বহন করে আমি এই পৃথিবীতে এসেছিলাম? প্রভু, আমার চিরজীবনের সাথী, এই দুর্দিনে তুমিও আমাকে ছেড়ে চলে গেছ! আমি আজ কার দিকে মুখ তুলে তাকাব? কার পায়ের তলায় বসে কাঁদব?

হায় জেরুজালেম, একদিন তুমি জনপূর্ণ নগরী ছিলে। কিন্তু সে আজ শুধু অতীতের স্মৃতি। আজ তোমার পথ নির্জন, আজ তোমার গৃহপ্রাঙ্গণ সুখী নাগরিকদের কলকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে না। একদিন তুমি জাতিসমূহের মাঝে রাজরানী বলে পরিচিতা ছিলে, আর আজ তুমি ক্রীতদাসী।

সমস্ত পৃথিবী যখন শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে, এই হতভাগিনী সারা রাত্রিভর লুটিয়ে পড়ে কাঁদে। আমার চোখেও নিদ্রা নেই, আমি তার সেই কান্না শুনতে পাই। সারা রাত্রি ধরে তার চোখের জল ঝরতে থাকে, সেই সঙ্গে আমার চোখেও জল ঝরে। যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি, তার সেই কান্না এড়াতে পারি না। সে যেন আমার বুকের মধ্যে বাসা করে আছে।

অয়ি সুন্দরী নগরী, তোমার সেই রূপলাবণ্য আজ কোথায় গেল? তোমার আনন্দ-উজ্জ্বল চোখ দু'টি এমন বিষাদ ভারে নত কেন? তোমার সাপিনীর মত কুণ্ডলীকৃত মনকুঞ্চিত কেশপাশ আজ আলুথালু হয়ে বাতাসে উড়ছে। তোমার বসনাঞ্চল অমন রক্ত আর কাদা দিয়ে মাখাল কে? তোমার ছিন্ন বসন, বারবার তোমার গা থেকে খসে খসে পড়ছে। সমস্ত জাতির কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে তুমি নগ্নতার লজ্জা ঢেকে রাখতে পারছ না।

সুন্দরী জেরুজালেম, কোন্ বর্বর তোমার যৌবনোদ্ধত পরিপুষ্ট তনুকে সুপক্ব দ্রাক্ষার মত মর্দিত করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে? বায়ুতাড়িত নলখাগড়ার পল্লবের মত তুমি কেঁপে কেঁপে নুয়ে পড়ছ। কার সাহায্যের আশায় তুমি বাহু প্রসারিত করে দিয়েছ? যাদের শক্তি ছিল, বীর্য ছিল, তারা আজ নির্জীব পশুর মতই দেশে দেশে বিতাড়িত হয়ে ফিরছে। আর এতদিন যারা সম্ভ্রমভরে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকত

BanglaBook.org

সেই বিদেশীরা আজ তোমাকে ঘিরে ধরে কুৎসিত ইঙ্গিত করছে, হাসাহাসি করছে। পথে চলা পথিকেরা তোমার এই দুর্দশা দেখে হাততালি দিয়ে উঠছে, শিস দিচ্ছে, আর ব্যঙ্গভরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলছে, "কে গো তুমি রূপসী? তুমি কি সেই নগরী যাকে লোকে বলত 'সৌন্দর্যের রানী', তুমি কে সেই-নগরী যাকে লোকে বলত 'জগতের আনন্দ'?"

জেরুজালেমের বিলাপঘর এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে, দায়ুদ আর শলোমনের দিনে যেমন করে দাঁড়িয়েছিল। কে জানে কেন, শত্রুরা তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় নি। প্রভুর অভিশাপে জেরুজালেমের সব গেছে, কিন্তু প্রভু তাদের এই বিলাপঘরটা কেড়ে নেন নি। যুগের পর যুগ ধরে ইহুদীরা এই বিলাপঘরেই বিলাপ করে আসছে। কত যুগের কত চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস এইখানে জমা হয়ে আছে। কিন্তু এই বিলাপ ঘরের আজ আর কোন প্রয়োজন নেই। জেরুজালেমের পতনের পর মানুষ আর কাঁদবার জন্য এই বিলাপঘরে যায় না। জেরুজালেম আর সমস্ত য়াহুদা রাজ্যই-যে আজ এক বিরাট বিলাপঘরে পরিণত হয়েছে!

কিন্তু এতদিন বাদে সেই বিলাপঘরে এমন করে বিলাপ করে কে? দেখ না গো, এ কে? একজন দু'জন করে লোক জমতে লাগল। ওরা বলাবলি করে, তাই তো এ কে? এমন করে কে কাঁদে? কাঁদতে কাঁদতে আমাদের গলা ভেঙ্গে গেছে, আর গলা ওঠে না। চোখের জল ঝরতে ঝরতে নিঃশেষ হয়ে গেছে, আমরা আর কাঁদতে পারি না। কিন্তু এ কে?

শিশু মাকে জিজ্ঞাসা করে মা গো, ও অমন করে কাঁদে কেন? ওর মা নেই বুঝি?

মা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে : কি গো বুড়ো বাবা, অমন করে বিলাপ করছ কেন? তোমার কি হয়েছে? আহা, তোমার সবই বুঝি গেছে?

যেরেমিয়া তার কথা শুনতে পান না। তাঁর বিলাপ ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। মনে হয় আকাশটা যেন কাঁপছে : প্রভু, চেয়ে দেখ, দেখ তুমি কি করেছ। তুমি কি অন্ধ? তুমি কি বধির? তুমি উপর থেকে আগুন ঢেলে দিয়েছ, আমাদের হাড় পর্যন্ত জ্বলে উঠেছে। দেখ, অসহায় প্রাচীনেরা মাটির উপরে মৌনতা অবলম্বন করে বসে আছে। তারা মুঠো মুঠো ধুলো তুলে মাথায় মাখছে। আর ওই দিকে চেয়ে দেখ, লাঞ্ছিতা কুমারীরা অবনতমুখী হয়ে মাটির দিকে অশ্রুসজল চোখে চেয়ে আছে। ওরা-যে আজ পরজাতীয় পুরুষদের খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ওদের আজ চোখ তুলে তাকাবার সামর্থ্য নেই।

আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে, আমার চোখে অশ্রুর প্লাবন দেখা দিয়েছে, আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। আমার উদরের অন্ত্র আলোড়িত হয়ে উঠেছে, পিত্ত গলে গলে পড়ছে। তবু আমার মৃত্যু নেই।

আমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। য়াহুদা আর জেরুজালেমের বুকে করাল দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে। যেখানে যাই, এই একই দৃশ্য। আমি কোথায় যাব? ঘরে ঘরে মৃত্যুর নিষ্ঠুর পাখা ঝাপটানি। ক্ষুধার জ্বালায় মুমূর্ষু শিশু কাঁদছে। মায়ের প্রাণ ফেটে

BanglaBook.org

যায়। কি দেবে ওদের মুখে তুলে? বুকে দুধ নেই, শুকিয়ে গেছে। আপনার শিরা ছিঁড়ে রক্ত ঢেলে দিলে যদি ওর ক্ষুধা মিটত; হয়তো তাও দিত। ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে শিশু বড় অভিমানে মায়ের বুকে ঢলে পড়ে, মরে পড়ে যায়। আর যিহোবা, তুমি তোমার ঐ উচ্চ সিংহাসনে বসে উদাসীন হয়ে তাই দেখছ? হয় যেরেমিয়ার প্রভু, তুমি কি এতই নিষ্ঠুর? এ দৃশ্য দেখে আমার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হয়ে গেল, কিন্তু কই, তুমি তো বিচলিত হলে না?

বিলাপের শব্দ শুনে বিলাপঘরে যারা এসে দাঁড়িয়েছিল, তারা সবাই এবার কেঁদে উঠল। এই দুর্দিনের বুকের ধন হারায় নি এমন কেইবা আছে? এমনি করেই কত মায়ের আঁচল থেকে কত মানিক খসে পড়ে গেছে।

ঃ যিহুদী জাতির মাথার উপরে, প্রভু, আমি তোমার অভিশাপ নিয়ে নেমেছিলাম। সারা জীবন আমি তোমার বাণী প্রচার করে বেড়িয়েছি। তোমার আদেশ বিন্দুমাত্র লঙ্ঘন করি নি। প্রতিটি প্রভাতে তুমি আমাকে ডেকে তুলেছ, বলেছ—যেরেমিয়া, যাও, আমার বাণী ঘোষণা কর। তুমি যেমন বলিয়েছ, তেমনি বলেছি। নিজের বলতে তো আমার কোন কথা ছিল না।

তারপর আমার সেই বাণী যখন সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল, আমি চমকে উঠলাম। আমি তো এমন ভাবতে পারি নি। আমি আজ ভয় পেয়েছি। আমি ছুটে পালাতে চাই দূরে—অনেক দূরে, যেখানে লাঞ্ছিতা য়াহুদা আর জেরুজালেমের আর্তকণ্ঠ পৌঁছতে পারবে না। আমি য়াহুদার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্মাদের মত ছুটে বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় আমার শান্তি? প্রতিটি ইহুদীর চোখের মধ্যে আমি যেন এই নিঃশব্দ অভিযোগ দেখতে পাই—যেরেমিয়া, তুমি, তুমিই এজন্য দায়ী। ইহুদী জাতির মাথার উপরে এই অভিশাপ তুমিই টেনে নিয়ে এসেছ। উঃ, তীক্ষ্ণ ছুরির মত সেই দৃষ্টি আমার হৃৎপিণ্ডকে টুকরো টুকরো করে কেটে চলেছে।

এ অভিযোগ কি সত্য? আমি জানি না। প্রভু, তুমিই জান। কিন্তু আজ আমায় এই দুস্তর সংশয়-সমুদ্রে ফেলে কেন তুমি দূরে সরে রইলে? আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো কি তোমার পায়ে উৎসর্গ করে দিই নি? আমি তোমার ভালবাসার জন্য আমার সমস্ত ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। সব কিছু ছেড়ে আমি তো শুধু তোমাকেই বেছে নিয়েছিলাম! কিন্তু তবু এই চরম সংকটের মুহূর্তে তুমি তো একবারও আমার দিকে ফিরে চাইছ না? তুমি বল, কোন্ পিতা তার সন্তানকে এমনভাবে নিরাশ্রয় করে চলে যেতে পারে? বল, কোন প্রিয় তার প্রিয়াকে এমন নির্মমভাবে ভুলে যেতে পারে? তবু কথা বলবে না? বল, শুধু একবার বল, সত্য করে বল, বল, তুমি কি সত্য সত্যই আছ, কোনদিন ছিলে? তবে কি—তবে কি আমি শুধু এক আকাশকুসুমের স্বপ্নে এই পৃথিবীর বর্ণেগন্ধে বিচিত্র জীবন্ত কুসুমকে উপেক্ষা করে এসেছি?

ঃ যেরেমিয়া।

অপূর্ব সুর ঝঙ্কার! যেরেমিয়া চমকে উঠলেন: কে, প্রভু? প্রভু, তুমি কি এসেছ?

BanglaBook.org

আমি তোমার উপর রাগ করেছিলাম, বড় অভিমান করেছিলাম। তুমি আমার অভিমানের মর্যাদা রক্ষা করেছ। তুমি এসেছ। তবে বল, প্রিয়, তোমার কথা বল।

ঃ আমি তো প্রভু নই যেরেমিয়া। আমি মানুষ—সামান্য জিল্লা।

ঃ জিল্লা? তুমি এখানে? এখানে কি করে এলে?

জিল্লা বলল, পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে থমকে গেলাম। তুমি তো আমাকে ডাক নি, প্রভুকেই ডাকছিলে। তবু আমি চলে এলাম।

ঃ যাকে আকুল হয়ে ডাকছিলাম সে তো এল না। আর তুমি না ডাকতেই এলে। তবে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি। জিল্লা, আমার একটা কথার উত্তর দাও। তোমার মনে কোন দিন এই প্রশ্ন কি জেগেছে?

ঃ কি প্রশ্ন যেরেমিয়া?

ঃ এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকারী, অনাদি অনন্ত সত্তা, যাকে আমরা যিহোবা বলে ভয় করি, ভক্তি করি, ভালবাসি, তিনি সত্য সত্যই আছেন, কোন দিন ছিলেন?

ঃ যেরেমিয়া, ও-কথা এখন থাক। তুমি আমার সঙ্গে চল। তোমাকে এখানে ফেলে রেখে যেতে আমার মন সরছে না। আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বুকফাটা হাহাকার শুনেছি। অকারণে কেন আপনাকে অমন করে কষ্ট দাও? এসো, তুমি এসো আমার সাথে। আমি আমার প্রাণঢালা সেবা দিয়ে তোমার ঐ ক্ষত নিরাময় করে তুলব।

ঃ তুমি আমায় ডাকছ জিল্লা, তোমার ঘরে যেতে? তোমার কথা শুনে আমার চোখ-যে জলে ভরে এল। বহুদিন আগে এমন করেই কে যেন আমাকে ডেকেছিল। জিল্লা, সে কি তুমি?

ঃ যাকে একদিন ফেলে চলে এসেছিলে, সে তো চিরদিন তোমার জন্য দরজা খুলে বসে আছে।

ঃ না জিল্লা, তুমি যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও। আমাকে আর লোভ দেখিও না।

ঃ ছিঃ, আমি তোমাকে লোভ দেখাব! অমন কথা মুখে এনো না। আমি চাই তোমার সেবা করে আমার জীবনের একটা অতৃপ্ত সাধ পূর্ণ করতে। আমার সব হারিয়েও অনেক আছে। তোমার-যে আর কেউ নেই।

ঃ জিল্লা, ক্ষমা কর, আমায় যেতে দাও। তুমি জান না—তুমি জান না—তুমি জান না—

ঃ কি জানি না, কি জানি না যেরেমিয়া?

ঃ এই আমাকে তুমি জান না। তোমার ওই নির্মল ভালবাসা গ্রহণ করবার যোগ্যতা আমি হারিয়েছি। আজ আমার মন আমার আয়ত্তের বাইরে। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও যে-শান্তি তুমি খুঁজে পেয়েছ, আমি আর তাকে আবিল করে তুলতে চাই না। আমি আজই চলে যাব। এখনই চলে যাব; বহু দূরে কোথাও চলে যাব।

ঃ না, যেরেমিয়া, তুমি কোথাও যাবে না। তুমি এখানেই থাকবে।

ঃ অসম্ভব। এই অভিশপ্ত নগরীর দিকে আমি ফিরে তাকাতে পারি না। আমিই

BanglaBook.org

নাকি সেই অভিশাপ একদিন টেনে নিয়ে এসেছি। জান জিল্লা, সেই জেরুজালেমকে ধ্বংস করে অবশেষে আমার পিছু নিয়েছে। অভিশপ্ত ইহুদী জাতি দেশদেশান্তরে বিতাড়িত হয়ে ফিরছে। আর এই অভিশপ্ত নগরীর অভিশপ্ত আত্মা আমি, আমাকেও দেশে দেশে ছুটে বেড়াতে হবে। শান্তি নেই, কোথাও আমার শান্তি নেই।

অভিশপ্ত হোক সেই দিন, যেদিন আমার মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। অভিশপ্ত হোক সেইদিন, যেদিন আমি মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম আলোক দেখেছিলাম।—আমার সান্নিধ্যে অভিশাপ, আমার নিঃশ্বাসে অভিশাপ, আমার সংস্পর্শে অভিশাপ। সেই জন্যই আমি আমার একান্ত প্রিয়জন থেকে বহুদূরে সরে থাকতে চাই।

ঃ কে, কে তোমার সেই একান্ত প্রিয়জন যেরেমিয়া?

ঃ তুমি কি তা জান না?

ঃ হয়তো জানি, হয়তো জানি না। আমি তোমার মুখ থেকেই সে-কথা শুনতে চাই।

ঃ তুমি আমাকে এমন করে প্রলুব্ধ কর না। আমি যাই, জিল্লা, যাই।

ঃ যেরেমিয়া, শোন, আমার কথা শোন—

ঃ না না না।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org